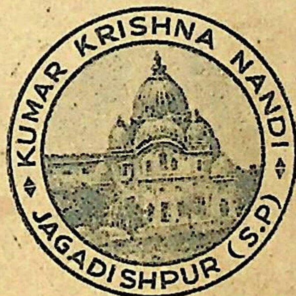
# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবাণী

ও

# শাস্ত্রপ্রমাণ








শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবাণী

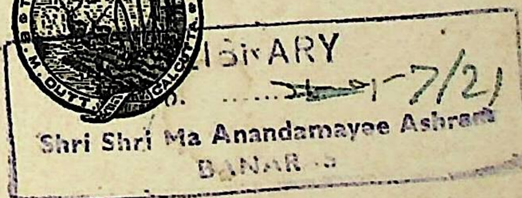
ও

# শাস্ত্রপ্রমাণ



শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী সঙ্কলিত




শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন. দত্ত
ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী
৭৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মূল্য—১॥০ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী
জগদীশপুর, ( সাঁওতাল পরগণা )
১১ই ফাল্গুন, ১৩৫৩ সাল ( ২৩।২।১৯৪৭ খৃঃ )
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি দিবস

প্রাপ্তিস্থান—
১। ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী
৭৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
২। উদ্বোধন কার্য্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
৩। দক্ষিণেশ্বর, কালীবাড়ী।

প্রিণ্টার—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান
নিউ সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা

# সূচীপত্র



---

[ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি হইতে যে সমস্ত বচন এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত উক্ত বচনগুলির পার্শ্বে যে সমস্ত সংখ্যার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য তাহারও বিবরণ দেওয়া গেল। ]

## সংখ্যা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ :—

যেখানে ১।১।১ এইরূপ চিহ্ন থাকিবে, সেখানে ক্রমানুষায়ী অধ্যায়ের বা বল্লীর বা পরিচ্ছেদের পাদের বা অনুবাক্যের বা ব্রাহ্মণের ও শ্লোকের বা সূত্রের কিংবা সর্গের, অধ্যায়ের ও শ্লোকের বা সূত্রের সংখ্যাকে বুঝিতে হইবে। উদ্ধৃতস্থলে প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ, প্রথম শ্লোক বা সূত্র বুঝিতে হইবে। কোন কোন গ্রন্থে অধ্যায়, পাদবিভাগ নাই—সর্গ ও অধ্যায় বিভাগ আছে, সেখানে প্রথম সংখ্যাবাচক শব্দে সর্গ, দ্বিতীয় সংখ্যাবাচক শব্দে অধ্যায়, তৃতীয় সংখ্যাবাচক শব্দে শ্লোকসংখ্যা বুঝিতে হইবে। কোন কোন পুস্তকে অধ্যায় ও বল্লীর বিভাগ আছে, যেমন—কঠোপনিষদে—সেখানে সংখ্যার দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্র।

---

7/21

# ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের সাঙ্কেতিক পরিচয়

| | | | |
|---|---|---|---|
| অদ্বৈত সিদ্ধি | ... | ... | অদ্বৈত সিদ্ধি |
| অদ্ভুত রাঃ | ... | ... | অদ্ভুত রামায়ণ |
| অধ্যাত্ম আঃ | ... | ... | অধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড |
| অন্নপূর্ণা উঃ | ... | ... | অন্নপূর্ণা উপনিষৎ |
| অবধূত গীতা | ... | ... | অবধূত গীতা |
| অষ্টাবক্র সং | ... | ... | অষ্টাবক্র সংহিতা |
| আত্মবোধ | ... | ... | আত্মবোধ |
| আদিযামল | ... | .... | আদিযামল |
| আহ্নিকতত্ত্ব | ... | .... | আহ্নিকতত্ত্ব |
| উঃ নীঃ স্থাঃ | ... | .... | উজ্জ্বল নীলমণি স্থায়িভাব |
| উত্তর গীতা | .... | ... | উত্তর গীতা |
| উৎকল খণ্ড | ... | .... | উৎকল খণ্ড |
| ঋগ্বেদ্ | ... | .... | ঋগ্বেদ্ |
| কঠ উঃ | ... | .... | কঠোপনিষৎ |
| কামাখ্যা তন্ত্র | ... | ... | কামাখ্যা তন্ত্র |
| কালিকা পুঃ | .... | .... | কালিকা পুরাণ |
| কাঃ খঃ | ... | .... | কাশী খণ্ড |
| কাশীরহস্য | ... | .... | কাশীরহস্য |
| কুলার্ণবঃ | ... | ... | কুলার্ণব তন্ত্র |
| কুব্জিকা | .... | ... | কুব্জিকা তন্ত্র |
| কূঃ পুঃ | ... | .... | কূর্ম্ম পুরাণ |
| কেন উঃ | ... | .... | কেনোপনিষৎ |
| কেদার মাহাত্ম্যম্ | ... | .... | কেদার মাহাত্ম্যম |

| | |
|---|---|
| কৈবল্য উঃ ... .... | কৈবল্যোপনিষৎ |
| হরিবংশ .... ... | খিল-হরিবংশ |
| গর্গ সং ... ... | গর্গ-সংহিতা |
| গণেশ গীতা ... ... | গণেশ গীতা |
| গঃ পুঃ পূঃ খঃ .. ... | গরুড় পুরাণ পূর্ব্ব খণ্ড |
| গীতা ... ... | ভগবদ্গীতা |
| ঘেরণ্ড সং ... .... | ঘেরণ্ড-সংহিতা |
| চণ্ডী ... .... | চণ্ডী |
| চৈতন্য চন্দ্রঃ ... ... | চৈতন্য-চন্দ্রোদয় |
| চৈঃ চঃ আঃ ... ... | চৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীলা |
| চৈঃ ভাঃ মঃ ... ... | চৈতন্য-ভাগবত মধ্যলীলা |
| ছান্দোগ্য উঃ . ... | ছান্দোগ্য উপনিষৎ |
| জ্ঞান সঙ্ক ... ... | জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র |
| তন্ত্রসার ... ... | তন্ত্রসার |
| তুলসী রাঃ ... ... | তুলসী রামায়ণ |
| ত্রিপাদ বিভূতি উঃ ... ... | ত্রিপাদ বিভূতি উপনিষৎ |
| তৈত্তিরী উঃ .... ... | তৈত্তিরীয় উপনিষৎ |
| তৈত্তিরীয় ব্রাঃ ... ... | তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ |
| দান খণ্ড ... ... | দান খণ্ড ( হেমাদ্রি ) |
| দেবী পুঃ . ... | দেবী পুরাণ |
| দেঃ ভাঃ .... ... | দেবা ভাগবত |
| দৃগ্ দৃশ্য বিবেক ... ... | দৃগ দৃশ্য বিবেক |
| নাদবিন্দু উঃ .. ... | নাদবিন্দু উপনিষৎ |
| নাঃ পঃ রাঃ ... ... | নারদ পঞ্চরাত্র |
| নারদ পরিব্রাজক উঃ ... ... | নারদ পরিব্রাজক উপনিষৎ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| নাঃ ভঃ সূঃ | ... | ... | নারদীয় ভক্তিসূত্র |
| নিদান | ... | .... | নিদান |
| নৃসিংহ তাপনী উঃ | ... | ... | নৃসিংহ তাপনী উপনিষৎ |
| নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি | .... | .... | নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি |
| পঞ্চদশী | ... | .... | পঞ্চদশী |
| পদ্ম পুঃ পাতাল | ... | ... | পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড |
| পদ্মোত্তর | .... | ... | পদ্মোত্তর |
| পবন বিজয় | ... | .... | পবন বিজয় স্বরোদয় |
| পাঃ সূঃ | .... | ... | পাতঞ্জল সূত্র |
| পরাশর গীতা | ... | ... | পরাশর গীতা |
| প্রজ্ঞা পরিমিতা সূত্র | ... | ... | প্রজ্ঞা পরিমিতা সূত্র |
| প্রাণতোষণীঃ | ... | .... | প্রাণতোষণী তন্ত্র |
| ফেৎকারিণী | ... | .... | ফেৎকারিণী তন্ত্র |
| বামন পুঃ | .... | ... | বামন পুরাণ |
| বিচার চঃ | .... | ... | বিচার চন্দ্রোদয় |
| বিবেক চূঃ | ... | ... | বিবেক চূড়ামণি |
| বিশ্বকোষ | ... | ... | বিশ্বকোষ |
| বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর | ... | .... | বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর |
| বিঃ পুঃ প্রঃ | ... | ... | বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ |
| বৃহদারণ্যক উঃ | ... | ... | বৃহদারণ্যক উপনিষৎ |
| বৃঃ নাঃ পুঃ | ... | ... | বৃহন্নারদীয় পুরাণ |
| বৃহন্নীলঃ | ... | ... | বৃহন্নীল তন্ত্র |
| বৃহদ্ভাগবতামৃত | ... | ... | বৃহৎ ভাগবতামৃত |
| বৃহস্পতি সংহিতা | ... | ... | বৃহস্পতি সংহিতা |
| বেদান্তদীপ | ... | ... | বেদান্তদীপ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| বেদান্ত পরিভাষা | ·· | ··· | বেদান্ত পরিভাষা |
| বেদান্ত সংজ্ঞাবলী | ··· | ··· | বেদান্ত সংজ্ঞাবলী |
| বেদান্ত সার | ··· | ··· | বেদান্ত সার |
| বোধসার | ··· | ···· | বোধসার |
| ব্রহ্ম জ্ঞানাবলী | ··· | ··· | ব্রহ্ম জ্ঞানাবলী |
| ব্রহ্ম উঃ | ···· | ···· | ব্রহ্মোপনিষৎ |
| ব্রঃ বৈঃ পুঃ কৃঃ | ··· | ··· | ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ডম |
| ব্রহ্ম পুঃ | ··· | ··· | ব্রহ্ম পুরাণ |
| ব্রহ্ম সূত্র | ··· | ···· | ব্রহ্মসূত্র |
| ব্রহ্মানুচিন্তন | ··· | ··· | ব্রহ্মানুচিন্তনম্ |
| ব্রহ্মাণ্ড পুঃ | ···· | ··· | ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ |
| ভক্তমাল | ··· | ··· | ভক্তমাল |
| ভক্তিচন্দ্রিকা | ··· | ··· | ভক্তিচন্দ্রিকা |
| ভঃ রঃ | ··· | ··· | ভক্তিরসামৃতসিন্ধু |
| ভাঃ | ···· | ···· | শ্রীমদভাগবত |
| ভাবপ্রকাশ | ··· | ···· | ভাবপ্রকাশ |
| মৎস্য পুঃ | ···· | ··· | মৎস্য পুরাণ |
| মনুসংহিতা | ··· | ··· | মনুসংহিতা |
| মলমাসতত্ত্ব | ··· | ··· | মলমাসতত্ত্ব |
| মঃ নিঃ তঃ | ··· | ··· | মহানির্ব্বাণ তন্ত্র |
| মহাঃ শান্তিঃ | ···· | ··· | মহাভারত শান্তিপর্ব্ব |
| মহিম্ন স্তোত্র | ··· | ··· | মহিম্নঃ স্তোত্র |
| মাঃ পুঃ | ··· | ···· | মার্কণ্ডেয় পুরাণ |
| মাণ্ডুক্য কাঃ | ··· | ··· | মাণ্ডুক্য কারিকা |
| মীরাবাঈ কড়চা | ··· | ··· | মীরাবাঈ কড়চা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মুণ্ডক উঃ | ... | .... | মুণ্ডক উপনিষৎ |
| মুণ্ডমালাঃ | ... | .... | মুণ্ডমালাতন্ত্র |
| মৈত্রায়ণী উঃ | .... | ... | মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ |
| যতিধর্ম্ম সং | ... | .... | যতিধর্ম্ম সংগ্রহ |
| যোগকুণ্ডল উঃ | ... | .... | যোগকুণ্ডল উপনিষৎ |
| যোগচূড়ামণি উঃ | .... | ... | যোগচূড়ামণি উপনিষৎ |
| যোগতত্ত্ব উঃ | ... | ... | যোগতত্ত্বোপনিষৎ |
| যোঃ বাঃ রাঃ | ... | .... | যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ |
| যোগিনীতন্ত্র | ... | ... | যোগিনীতন্ত্র |
| লঘুভাগবতামৃত | ... | ... | লঘুভাগবতামৃত |
| শঙ্কর দিগ্বিজয় | ... | ... | শঙ্করদিগ্বিজয় |
| শব্দকল্পদ্রুম | ... | ... | শব্দকল্পদ্রুম |
| শাক্তানন্দতরঙ্গিণী | ... | ... | শাক্তানন্দতরঙ্গিণী |
| শাণ্ডিল্য সূঃ | ... | ... | শাণ্ডিল্য সূত্র |
| শাতাতপ সং | ... | ... | শাতাতপ সংহিতা |
| শান্তি গীতা | ... | ... | শান্তি গীতা |
| শিঃ পুঃ | ... | ... | শিব পুরাণ বিদ্যেশ্বর |
| শিব সং | ... | ... | শিব সংহিতা |
| শ্বেতাশ্বতর উঃ | ... | ... | শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ |
| ষড়্‌জ গীতা | ... | ... | ষড়্‌জ গীতা |
| সন্ন্যাস উঃ | ... | ... | সন্ন্যাস উপনিষৎ |
| সন্ন্যাস ধর্ম্ম | .... | ... | সন্ন্যাস ধর্ম্ম |
| সঃ বেঃ সাঃ সং | .... | ... | সর্ব্ববেদান্তসার সংগ্রহ |
| সময়াচার | ... | ... | সাংখ্যপ্রবচন সূত্র |
| সাং সূঃ | ... | ... | সাংখ্য সূত্র |

| | |
|---|---|
| হঠযোগ ... ... | হঠযোগ প্রদীপিকা |
| হরতত্ত্ব দী: ... ... | হরতত্ত্ব দীধিতি |
| হঃ ভঃ বিঃ ... ... | হরিভক্তি বিলাস |
| ক্ষুরিক উঃ ... ... | ক্ষুরিকোপনিষৎ |

---

# বিষয়-সূচী

## (নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলির দ্বারা প্যারাগ্রাফের সংখ্যা বুঝিতে হইবে)

### সংসারাশ্রম



### কামিনী-কাঞ্চন

## গুরু-তত্ত্ব

ভগবানই গুরু—১। তিনিই গুরুরূপে আসেন—২-৩। গুরুতে বিশ্বাস করিতে হয়—৪-৫। গুরুর প্রকার ভেদ—৬-৭। গুরুভক্তি দরকার—৮-১২।

## ত্যাগ

ত্যাগের আবশ্যকতা—১-২। ত্যাগের উপায়—৩। ত্যাগের লক্ষণ—৪-৭।

## সত্যকথা

সত্যই কলির তপস্যা—১। সত্যলাভ—২।

## বিশ্বাস

বিশ্বাস দরকার—১। বিশ্বাসেই লাভ হয়—২-৫।

## ব্যাকুলতা

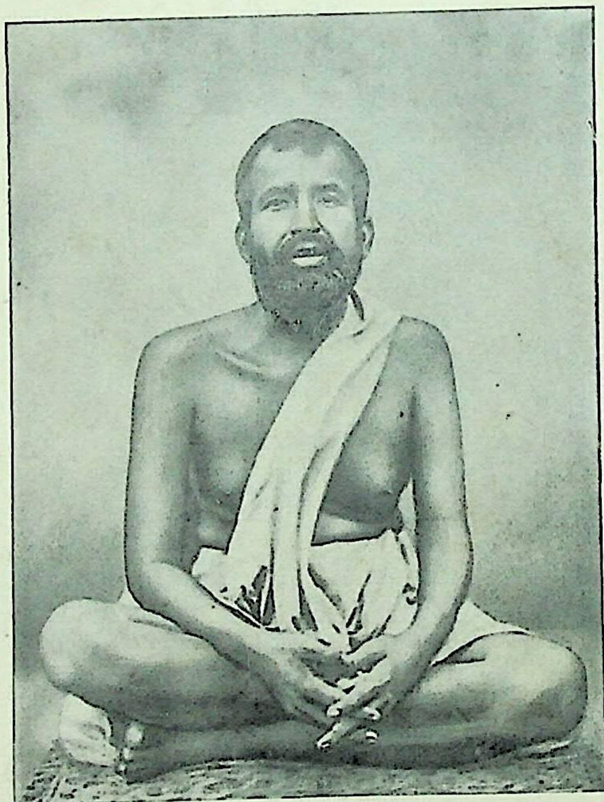
ব্যাকুলতার লক্ষণ—১। ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা—২-৩। ব্যাকুলতার উপমা—৪-৫।

## সন্ন্যাস

সন্ন্যাসীর লক্ষণ—১-৩। সন্ন্যাসীর প্রকার ভেদ—৪-৫। মন্দ লক্ষণ—৫-৬। সাধুর হৃদয়ই ভগবানের আবাস—৭। বৈরাগ্যের লক্ষণ :—মন্দা, তীব্র, কৌমার ও মর্কট বৈরাগ্য—৮-১২। সন্ন্যাসীর নিয়ম পালন—১৩-১৭। সন্ন্যাসীর সর্ব্বত্যাগ দরকার—১৮-২০।

## কর্ম্মযোগ

কর্ম্মযোগ ও মনোযোগ—১। কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা—২-৪। আশাবদ্ধ—৫। কলিতে তন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা—৬। কর্ম্ম করিতেই হইবে—৭। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য নহে—৮-৯। নিষ্কাম কর্ম্ম ৯-১৩। আন্তরিকতা আসিলে তিনিই করাইয়া লয়েন—১৪। শেষে কর্ম্মত্যাগ হয়—১৫-১৭।



# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবাণী
ও
# শাস্ত্র-প্রমাণ

## সংসারাশ্রম

১। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে (১)। ভগবান নিজেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে এরই মধ্যে রয়েছেন। তিনি জগতের আধার আধেয় দুইই (২)। বেদে আছে ঊর্ণনাভির কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা তার নিজের ভেতর থেকে জাল বার করে আবার সেই জালে থাকে (৩)। 'সাপ হয়ে খাই, রোজা হয়ে ঝাড়ি।' তিনি বিদ্যা অবিদ্যা দুইই হয়ে রয়েছেন। অবিদ্যা মায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন; বিদ্যা মায়ায় ও গুরুরূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন (৪)। জ্ঞানী দেখেন তিনি আছেন, তিনিই কর্ত্তা,

---

১। (১) স্বেচ্ছয়া স্রষ্টুমারেভে সৃষ্টিং স্বেচ্ছাময়ঃ প্রভুঃ॥ ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ৩।৩

(২) ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ, তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ॥

তৈত্তিরী ২।৬।২

(৩) যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৭

(৪) বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।

মোক্ষ-বন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥ ভাঃ ১১।১১।৩

সৃষ্টি স্থিতি সংহার করছেন (৫)। বিজ্ঞানী দেখেন তিনিই সব হয়ে রয়েছেন (৬)।

২। তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্য-কালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। নিত্যকালী মহাকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় অন্ধকার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন (১)। শ্মশানকালীর সংহার মূর্ত্তি। যখন মহামারী দুর্ভিক্ষ হয়, তখন রক্ষাকালীর পূজা করতে হয় (২)।

---

(৫) একোঽপি সন্ মহাদেব স্ত্রিধাসৌ সমবস্থিতঃ।
সর্গরক্ষালয়গুণৈ র্নির্গুণোঽপি নিরঞ্জনঃ॥ ॥ কূঃ পুঃ পূঃ ৪।৫৩

(৬) খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ,
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ-সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥
ভাঃ ১১।২।৪১

২। (১) 'আসীজ্জগদিদং পূর্ব্ব মনর্ক-শশিতারকম্।
অহোরাত্রাদিরহিতমনগ্নিকমদিঙ্মুখম্॥
তৎ সদ্ ব্রহ্মেতি যৎশ্রুত্বা সদেকং প্রতিপাদ্যতে।
স্থিতা প্রকৃতিরেকা সা সচ্চিদানন্দবিগ্রহা॥

(২) সর্ব্ববিঘ্নোপশান্ত্যর্থং রক্ষাকালীং প্রপূজয়েৎ।
মারীভয়ে সমায়াতে দুর্ভিক্ষ-ভয়পীড়িতে।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা কালীং কালবিনাশিনীম্॥
রক্ষণাৎ সর্ব্বভূতানাং রক্ষাকালীতি সা স্মৃতা॥
শব্দকল্প, শ্যামাশব্দ॥

৩। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয় তখন মা স্বৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন, অর্থাৎ বীজ স্বরূপে এই স্বৃষ্টির সব রকম ভাব তাঁতেই নিহিত থাকে। ইচ্ছা হলেই আবার স্বৃষ্টি করেন। বাড়ীর গিন্নীদের কাছে একটা ন্যাতা ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, তাতে সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটলীবাঁধা, শসাবিচি, কুমড়োবিচি, লাউবিচি এই সব রাখেন। দরকারের সময় বার করেন (১)।

৪। ঈশ্বরের স্বৃষ্টি অনন্ত রকমের। কত জীব জন্তু, গাছ পালা, আছে তার ইয়ত্তা নাই (১)। মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে, সাধু আছে, অসাধু আছে, সংসারী জীব আছে, আবার ভক্ত আছে। জন্তুদের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে,—বাঘ, সিংহ, সাপ, সব আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে, আবার বিষফলও হয় এমনও আছে। আবার আগাছাও করেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যা কিছু হয়েছে জানবে। তাঁর ইচ্ছায় হল, আবার তাঁর ইচ্ছায় যাচ্ছে, তুমি কি করবে ? (২)

৫। কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিষ বটে কিন্তু মহৎ লোক তৈয়ার কোরবেন বোলে এই সব দিয়েছেন। ইন্দ্রিয় জয় করলে মহৎ

---

৩। (১) সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ গীতা ৯।৭

৪। (১) ততোঽসৃজচ্চ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্ব্বান্ তথৈবাপ্সরসঃ শুভাঃ॥
নরকিন্নর-রক্ষাংসি বয়ঃ-পশু মৃগোরগান্।
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব দ্বয়ং স্থাবর-জঙ্গমম্॥ কূঃ পুঃ পূঃ ৭।৬১-৬২

(২) বাসুদেবো জগৎসৃতি-স্থিতি-সংযমকারণম্॥ মাঃ পুঃ ১।১৩

হয়। জিতেন্দ্রিয় তাঁর কৃপায় ঈশ্বর লাভ পর্য্যন্ত করতে পারে (১)। আবার অন্যদিকে দেখ, কাম থেকে তাঁর সৃষ্টি লীলা চলছে (২)।

৬। সংসার আর মুক্তি দুই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ। আবার তিনি ইচ্ছা করে যখন ডাকবেন তখন মুক্তি হবে (১)। তাঁর দয়া হলেই মুক্তি। ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় (২)। তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে বলতে পারে না। সকলই সম্ভব (৩)।

৭। শরীর দুদিনের জন্য। যখন পড়ে গিয়ে হাত ভাঙ্গল তখন মাকে বললাম, মা বড় লাগছে। মা তখন দেখিয়ে দিলে গাড়ী আর তার ইঞ্জিনিয়ার। গাড়ীর একটা আধটা ইস্ক্রু, আলগা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার যেরূপ চালাচ্ছে গাড়ী সেইরূপ চলছে (১)। নিজের কোন ক্ষমতা নাই।

৮। ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। জীব, জগৎ, বাড়ী-ঘর-দ্বার, ছেলে, পিলে, এ সব বাজীকরের ভেল্‌কী। বাজিকরই সত্য;

---

৫। (১) জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ।
মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ভাঃ ১১।১৫।৩২

(২) সোঽকাময়ত বহুস্যাম্ প্রজায়েয় ॥ তৈঃ ত্তিঃ উপ ২।৬

৬। (১) সৈষা প্রসন্না বরদা নণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ চণ্ডী ১।৫৬

(২) শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ ॥ ভাঃ ১০।২৬।২২

(৩) নৈব বাচা ন মনসা নৈব প্রাপং ন চক্ষুষা।
বেদে নিরূপিতং বস্তু বর্ণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।
বেদে ত্বনির্ব্বচনীয়ং যৎ তন্নির্ব্বক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ॥ ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ৩।৬৭

৭। (১) সর্ব্বে যন্ত্রাঃ ভবান্ যন্ত্রী ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ১১৩।৩১

তার খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মত (১)। বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বলছে লাগ ভেল্‌কী লাগ। কিন্তু ঢাকা খুলে দেখ কেবল কতকগুলো পাখী আকাশে উড়ে গেল। জন্ম-মৃত্যু এ সব ভেল্‌কীর মত, এই আছে এই নাই। তোমরা ত নিজে নিজে দেখছো, সংসার অনিত্য। এই দেখনা কেন, কত লোক এল গেল। কত জন্মাল, কত মোল। সংসার, এই আছে এই নাই। অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি, এই আছে এই নাই, ভুড়ভুড়ি জলে মিশিয়ে যায়; যে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয় (২)।

৯। যাদের এত 'আমার' 'আমার' করছ চোখ বুজলেই নাই। কেউ নাই তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না (১)। এরূপ সংসার মিথ্যা; অনিত্য। ঈশ্বরই সত্য। তাঁর উপর কিরূপে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন করে লাভ করা যায়, এখন এই চেষ্টা কর। মৃত্যুকে সর্ব্বদা মনে রাখবে (২)। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম্ম করতে আসা।

১০। যেমন কোন বাড়ীতে বাস করতে হলে তার টেক্স দিতে হয়, তেমনি এই দেহটার ভেতর বাস করতে হলে এরও টেক্স দিতে হয়।

---

৮। (১) ইন্দ্রজালমিদং দ্বৈতমচিন্ত্যরচনাত্ততঃ ॥ পঞ্চদশী ৭।১৭৪

(২) উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে বুদ্‌বুদাশ্চ যথা জলে ॥ অবধূত গীতা ২।৭

৯। (১) লৌহদারুময়ৈঃ পাশৈঃ পুমান্ বদ্ধো বিমুচ্যতে।
পুত্রদারময়ৈঃ পাশৈ নৈর্ব বদ্ধো বিমুচ্যতে ॥

গরুড়ঃ পুঃ উঃ ১৩।১৪

(২) পশ্যন্নিবাগ্রতো মৃত্যুং যোধর্ম্মং নাচরেন্নরঃ।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ গরুড়ঃ পুঃ পূঃ ২২৫।১৭

রোগ, শোক সেই টেক্স আদায় করা জানবে (১)। যতক্ষণ দেহটা আছে, ততক্ষণ যত্ন করতে হয়। সুখ, দুঃখ দেহ ধারণের ধর্ম্ম।

১১। দেহ ধারণ করলেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে (১)। দেবকীর, কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান দর্শন হল (২), কিন্তু কারাগার ঘুচল না। যে কয়দিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ করতে হয়। শ্রীমন্ত বড় ভক্ত, আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন, সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিয়েছিল (৩)। একজন কাণা, গঙ্গা স্নান করলে, পাপ সব ঘুচে গেল, কিন্তু কাণা-চোখ আর ঘুচলো না। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ছিল তাই ভোগ।

---

১০। (১) কর্ম্মজন্যশরীরেষু রোগাঃ শারীর-মানসাঃ॥ গরুড় পুঃ পূঃ ১৩।২৮

১১। (১) পঞ্চীকৃত-মহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতম্।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে॥ আত্মানাত্মবিবেকঃ।

(২) তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্॥
ভাঃ ১০।৩।৯

(৩) পুটাঞ্জলি খুল্লনা করয়ে স্তাতবাণী।
খুল্লনাকে দিল বর বরদা ভবানী॥
খুল্লনার শিরে মাতা আরোপিলা পাণি।
কোল দিয়া আশীর্ব্বাদ কৈলা নারায়ণী॥ কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
(খুল্লনার চণ্ডীদর্শন)

দিবস দুপুরে ডাকা, সদাগরে মারে ঢেকা
লয়ে যায় দক্ষিণ মশানে।
পরাণ রক্ষার আশে সাধু কহে প্রিয়ভাষে
সবিনয় নৃপতিচরণে। কবিকঙ্কণ (শ্রীমন্তের বন্ধন)

পাণ্ডবদের অত বিপদ, (৪) কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায়নি। তাদের মত জ্ঞানী, তাদের মত ভক্ত, কোথায় ?

১২। পুত্র শোকের মত কি আর জ্বালা আছে (১) ? খোলটা (দেহ) থেকে বেরোয় কি না ? খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ। যতদিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে। অক্ষয় মোল, তখন কিছু হোল না। কেমন কোরে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম, যেন খাপের ভিতর তলোয়ার খানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার কোরে নিলে ; তলোয়ারের কিছু হল না, যেমন তেমনই থাকল, খাপটা পড়ে রইল। দেখে খুব আনন্দ হল—খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম। তার শরীরটাকে ত পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে এল। তার পরদিন ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি, আর দেখছি কি, যেন প্রাণের ভিতরটায়, গামছা যেমন নিংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্চে ; অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি কচ্চে। ভাবলুম, 'মা, এখানে ( আমার ) পোঁদের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে ত কতই ছিল। এখানেই ( আমার ) যখন এরকম হচ্চে, তখন গৃহীদের শোকে কি না হয় !—তাই দেখাচ্ছিস বটে ? (২) তা শোক হবে না গা ? আত্মজ ! (৩)

---

(৪) যত্র ধর্ম্মসুতো রাজা গদাপাণি র্বৃকোদরঃ।
কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডীবং চাপং সুহৃৎ কৃষ্ণস্ততোবিপৎ ॥ ভাঃ ১।৯।১৫

১২। (১) ততোঽপত্যবিয়োগোহি মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ব্রঃ বৈঃ পুঃ ব্রঃ ১৩।৩।৫

(২) অহো মায়াবলঞ্চোগ্রং যন্মোহয়তি পণ্ডিতম্।
বেদান্তস্য চ কর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞং বেদসম্মিতম্ ॥
ন জানে কা চ সা মায়া কিং স্বিৎ সাতীব দুষ্করা।
যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্ ॥ দেবী ভাঃ ১।১৫।২৪-২৫

(৩) আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্ ॥ ভাঃ ১০।৭৮।৩৬

১৩। ভেতরে সংসার-আসক্তি থাকলে মৃত্যুকালে সেটি দেখা দেয়। বাহিরে মালা জপলে, তীর্থে গেলে, গঙ্গাস্নান করলে কি হবে? যেমন টিয়া পাখী সহজবেলা 'রাধা-কৃষ্ণ' বলে, কিন্তু বেড়ালে ধরলেই নিজের বুলি বেরোয়, 'ক্যাঁ ক্যাঁ' করে। দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে—ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তবে আর পাপ কখন স্পর্শ করবে? (১)

১৪। মৃত্যুকালে যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাকতে উপায় করতে হয়। উপায়—অভ্যাসযোগ। তাই জপ, ধ্যান, পূজা এসব রাত দিন অভ্যাস করতে হয় (১)। অভ্যাসের গুণে মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসে। মৃত্যুকালে যা মনে করবে, পরজন্মে তাই হবে (২)। ভরত রাজা মৃত্যুকালে 'হরিণ, হরিণ' করেছিল। তাই হরিণ হয়ে জন্মেছিল (৩)। ঈশ্বর-চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বরলাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় না। তবে শরীর ধারণ করলেই বড় গোল।

---

১৩। (১) অন্তকালেচ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। গীতা ৮।৫

১৪। (১) অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা। গীতা ৮।৮

(২) যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ গীতা ৮।৬

(৩) মৃগমেব তদাদ্রাক্ষীৎ ত্যজন্ প্রাণানসাবপি।
তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয় নান্যৎ কিঞ্চিদচিন্তয়ৎ॥
ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্।
জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতো জাতিস্মরো মৃগঃ॥
বিষ্ণু পুঃ ২।১৩।৩২-৩৩

আবার শাপ হল ত সাতজন্ম আসতে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়। বাসনা থাকলেই শরীর-ধারণ।

১৫। যে কেবল বলে 'আমি পাপী', 'আমি অধম', সে শালাই পাপী হয়ে যায়। বরং বলতে হয় 'আমি তাঁর নাম করছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি'? 'আমি মুক্ত' এ অভিমান খুব ভাল। 'আমি মুক্ত' এ কথা বলতে বলতে সে মুক্ত হয়ে যায়। 'আমি বদ্ধ', 'আমি বদ্ধ' বলতে বলতে সে বদ্ধই হয়ে যায় (১)।

১৬। সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত। তা তোমাদের বলতে হবে না; রোগ, শোক, দারিদ্র্য আবার স্ত্রীর সঙ্গে সর্ব্বদাই অমিল, ছেলে মূর্খ, গোঁয়ার, বাধ্য নয় (১)।

১৭। নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হয়ে যায় (১)। সংসারে কেবল কামিনী কাঞ্চন চিন্তা। মাখন তুলতে গেলে নির্জ্জনে দই পাততে হয়। দইকে ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জ্জনে বসে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়। তাই নির্জ্জনে সাধন দ্বারা আগে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন লাভ কোরে

---

১৫। (১) মুক্তাভিমানী মুক্তোহিবদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীতি সত্যোয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥
অষ্টাবক্র সং ১।১১

১৬। (১) পুত্রদারাদিসংসারো যোগাভ্যাসস্য বিঘ্নকৃৎ॥ উত্তর গীতা ৩।২

১৭। (১) মামনুস্মরতশ্চিত্তং মযোবাত্র বিলীয়তে।
বিষয়ং ধ্যায়তঃ পুংসো বিষয়ে রমতে মনঃ॥ যোগশিখউঃ ৩।২৪

তারপর যেখানে থাকো (২)। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, নির্লিপ্ত হয়ে ভেসে থাকবে। জুতা পায়ে দিয়ে কাঁটা বনেও অনায়াসে যাওয়া যায় (৩)। হয় নির্জ্জনে রাতদিন তাঁর চিন্তা, নয় সাধুসঙ্গ (৪)।

১৮। অনেকে বলে 'আমরা জনকরাজার মত নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করবো।' কিন্তু নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করা বড় কঠিন (১)। মুখে বললেই জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা কত তপস্যা কোরে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। হেটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হয়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা কোরে তবে সংসারে ফিরে গিছলেন। তোমাদের হেটমুণ্ড বা ঊর্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু নির্জ্জনে থেকে সাধন চাই। দেখ, জনকরাজা খুব বাহাদুর। সে দুখানি তরবার ঘুরাত। একখানা জ্ঞান ও একখানা কর্ম্ম। এদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান আর একদিকে সংসারের কর্ম্ম করছে। পাকা খেলোয়ারের কিছু ভয় নাই (২)।

১৯। সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নাই। যে সয়, সেই রয়। যে

---

(২) নবনীতং যথা দধ্নো জ্যোতিঃ কাষ্ঠাদপি ক্বচিৎ।
মন্থনৈঃ সাধনৈরেবং পরং জ্ঞাত্বা সুখী ভবেৎ॥

(৩) শর্করাকণ্টকাদিভ্যো যথোপানৎ পদঃ শিবম্॥ ভাঃ ৭।১৫।১৭

(৪) সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু॥ ভাঃ ১১।৩।২৩

১৮। (১) জনকঃ সংস্থিতো রাজ্যে ব্যবহারপরোঽপি সন্।
বিগতজ্বর এবাস্ত-ব্রনাকুলমতিঃ সদা॥ যোগবাশিষ্ঠ উঃ ৭৫।১

(২) অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন।
মহাঃ শান্তি ১৭৮।২

না সয়, সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে 'স' তিনটে—শ, ষ, স। সকলেরই সহ্যগুণ থাকা চাই (১)। ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হোতে আছে (২)? সৎ ব্যক্তির রাগ জলের দাগের মত, হয়েই মিলিয়ে যায়। (৩)

২০। সংসারী লোকের অবসর কৈ? একজন তার বন্ধুকে একটি ভাগবতের পণ্ডিতের জন্য বলেছিল। বন্ধুটি বল্‌লে, "ভাই, ভাগবতের পণ্ডিত একজনকে দিতে পারি, কিন্তু একটু গোল আছে। তার নিজের অনেক চাষ বাস দেখতে হয়। তার চারখানা লাঙ্গল, চার জোড়া হেলে গরু, অবসর খুব কম।" তখন, যার পণ্ডিতের দরকার সেই বন্ধু বল্‌লে, "ভাই, লাঙ্গল হেলে গরুওয়ালা পণ্ডিত আমি খুঁজছি না। আমি এমন পণ্ডিত চাই, যার আমাকে হরিকথা শুনাবার অবসর আছে (১)।"

২১। ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমনি কাণ্ড—হতে কি দেয়? যার তিন কুলে কেউ নাই তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে!—সেও বিড়ালের

---

১৯। (১) মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোনিত্যা স্তাং স্তিতিক্ষস্বভারত। গীতা ২।১৪
(২) ন চ ক্রোধবশং গচ্ছেদ্ দ্বেষং রাগঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ কূঃ পুঃ উঃ ১৬।৫৪
(৩) সাধোঃ প্রকোপিতস্যাপি মনোনায়াতি বিক্রিয়াম্।
নহি তাপয়িতুং শক্যং সাগরাম্ভস্তৃণোল্কয়া॥

২০। (১) শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥ ভাঃ ১১।১১।১৮

মাছ দুধ ঘুরে ঘুরে জোগাড় করবে, আর বলবে, 'মাছ দুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কি করি!'.(১)

২২। হয়ত, বড় বনেদি ঘর। পতি পুত্তুর সব মরে গেল—কেউ নেই—রইল কেবল গোটা কতক রাঁড়ি!—তাদের মরণ নাই! বাড়ীর এখানটা পড়ে গেছে, ওখানটা ধ্বসে গেছে, ছাদের উপর অশ্বত্থগাছ জন্মেছে—তার সঙ্গে দুচার গাছা ডেঙ্গো ডাঁটাও জন্মেছে, রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধচে ও সংসার করছে! কেন? ভগবানকে ডাকুক না কেন? তাঁর শরণাপন্ন হোক না—তার ত সময় হয়েছে। তা হবে না (১)।

২৩। হয়ত বা কারুর বিয়ের পর স্বামী মরে গেল—কড়ে রাঁড়ি। ভগবানকে ডাকুক না কেন? তা নয়—ভাইয়ের ঘরে গিন্নী হোল। মাথায় কাগাখোঁপা, আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে, হাত নেড়ে গিন্নীপনা কচ্চেন—সর্ব্বনাশীকে দেখলে পাড়াশুদ্ধ লোক ডরায়! আর বলে বেড়াচ্ছেন,—আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না!—মর মাগি, তোর কি হোলো তা দেখ—তা না (১)।

২৪। সকলে কেন ত্যাগ করবে? সময় না হলে ত্যাগ হয় না। ভোগান্ত হয়ে গেলে তবে ত্যাগের সময় হয়। জোর কোরে কি কেউ

---

২১। (১) কিং কিং ন বিস্মরন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ।
যন্মোহিতং জগৎ সর্ব্বমভীক্ষ্ণং বিস্মৃতাত্মকম্॥ ভাঃ ১০।১৪।৪৪

২২। (১) অহো বলবতী মায়া মোহয়ত্যখিলং জগৎ।
পুত্রমিত্রকলত্রার্থং সর্ব্বদুঃখে নিয়োজতি॥ বৃঃ নাঃ পুঃ ৩৫।৩৮

২৩। (১) মম মাতা মম পিতা মম ভার্য্যা মমাত্মজঃ।
মমেদমিতি জন্তুনাং মমতা বাধতে বৃথা॥ বৃঃ নাঃ পুঃ ৩৫।৪০

ত্যাগ করতে পারে? ভোগ আর কর্ম্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না (১)।

২৫। নারদ রামচন্দ্রকে বল্লেন, 'রাম, তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে, তুমি যে রাবণ বধের জন্য অবতীর্ণ হয়েছ। অযোধ্যায় থাকলে রাবণ-বধ কেমন করে হবে?' রামচন্দ্র বল্লেন, "নারদ, সময় হোক, রাবণের কর্ম্মক্ষয় হোক—তবে তার বধের প্রয়োজন হবে (১)।" লক্ষ্মণ লবকুশকে বল্লেন, "তোরা ছেলে মানুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস না। অহল্যা পাষাণী তাঁর পাদস্পর্শে মানবী হয়েছিল।" লবকুশ বল্লে, "ঠাকুর আমরা সব জানি; পাষাণী যে মানবী হল সে মুনিবাক্য ছিল; ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন, তাঁর পাদস্পর্শে তুমি আবার মানবী হবে, সে গৌতম মুনি বলেছিলেন।" (২) তা এখন রামের গুণে না মুনিবাক্যে, কে বলবে বল?

---

২৪। (১) যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাঽশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥
মহানির্ব্বাণ ১৪।১০৯

২৫। (১) রাবণস্য বধার্থায় জাতোঽসি রঘুসত্তম।
ইদানীং রাজ্যরক্ষার্থং পিতা ত্বামভিষেক্ষ্যতি॥
শৃণু নারদ মে কিঞ্চিদ্বিদ্যতেঽবিদিতং ক্বচিৎ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ যৎপূর্ব্বং করিষ্যে তন্ন সংশয়ঃ॥
কিন্তু কালানুরোধেন তত্তৎপ্রারব্ধসংক্ষয়াৎ।
হরিষ্যে সর্ব্বভূভারং ক্রমেণাসুরমণ্ডলম্॥ অধ্যাত্ম অঃ ২।৩৩-৩৬।৩৭

(২) দৃষ্ট্বাহল্যাং বেপমানাং প্রাঞ্জলিং গৌতমোঽব্রবীৎ।
দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম॥

২৬। কেউ কেউ ভক্ত সঙ্গে এখানে নৌকা কোরে এসেছে। তাদের ভারি বিষয়বুদ্ধি। দেখেছি তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। কেবল ছট্‌ফট্‌ করছে (১)। সংসার কর্ম্মভূমি (২)। কর্ম্ম করতে করতে তবে জ্ঞান হয় (৩)। কর্ম্ম করতে করতে মনের ময়লা কেটে যায় (৪)।

২৭। মনে করলেই কি ত্যাগ করা যায়? ভোগের ইচ্ছা যাবে কোথায় (১)? প্রারব্ধ, সংস্কার এ সব আবার আছে। মায়াতে তাঁর ইচ্ছা জানতে দেয় না। অনিত্যকে নিত্য বোধ হয়, নিত্যকে অনিত্য বোধ হয়। তাঁর মায়াতেই আমি কর্ত্তা বোধ হয় (২)। সংসার অনিত্য, কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয়, এই ঠিক। আর স্ত্রীপুত্র, ভাইভগ্নী, বাপমা, বাড়ীঘর এ সব আমার বোধ হয়।

২৮। ওরে কালে হবে, কালে বুঝবি। বিচিটা পুঁতলেই কি

---

রামো দাশরথিঃ শ্রীমানাগমিষ্যতি সানুজঃ।
যদাত্বদাশ্রমশিলাং পাদাভ্যামাক্রমিষ্যতি ॥
তদৈবধূতপাপাত্বং রামং সংপূজ্য ভক্তিতঃ ॥
পরিক্রম্য নমস্কৃত্য স্তুত্বা শাপাদ্বিমোক্ষসে।
অধ্য রা আ ৫।২৬।৩০।৩১।৩২

২৬। (১) বিষয়াসক্তচিত্তানাং জ্ঞানং মোক্ষশ্চ দূরতঃ ॥ কাশীখণ্ড ৪১।৪৯
(২) কর্ম্মভূমিরিয়ং রাজন্ ইহ বার্ত্তা প্রশস্যতে ॥ ষড়্‌জগীতা ১।১১
(৩) যোগপ্রাপ্ত্যৈ মহাবাহো হেতুঃ কর্ম্মৈব মে মতম্ ॥
গণেশগীতা ৫।২
(৪) কর্ম্মণা ক্ষীয়তে পাপমৈহিকং পৌর্ব্বিকং তথা ॥ কূঃ পুঃ পূঃ ৩।২২

২৭। (১) প্রারব্ধ-কর্ম্মপ্রাবল্যাৎ ভোগেষ্বিচ্ছা ভবেদ্ যদি।
ক্লিশ্যন্নেব তদাপ্যেব ভুঙ্‌ক্তে বিষ্টিগৃহীতবৎ। পঞ্চদশী ৭।১৪৩
(২) অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ গীতা ৩।২৭

অমনি ফল পাওয়া যায় ? আগে অঙ্কুর হবে, তারপর চারাগাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে, তারপর ফল—সেই রকম (১)। তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না। তাঁর সেবা বন্দনা ও অধীনতা—কিনা দীনভাব, এই নিয়ে বিশ্বাস করে পড়ে থাকতে থাকতে সব হবে, তাঁর দর্শন পাওয়া যাবেই যাবে। তা না করে ছেড়ে দিলে কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই হোল (২)। দর্শনের কথা কাহাকেও বলতে নাই, তা হলে আর হয় না।

২৯। দেখ, যারা খানদানী চাষা, তারা বার বৎসর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ দিতে ছাড়ে না ; আর যারা ঠিক চাষা নয়, চাষের কাজে বড় লাভ শুনে কারবার করতে আসে, তারাই এক বৎসর বৃষ্টি না হোলেই চাষ ছেড়ে দিয়ে পালায়, তেমনি যারা ঠিক ঠিক ভক্ত ও বিশ্বাসী, তারা সমস্ত জীবন তাঁর দর্শন না পেলেও তাঁর নাম-গুণানুকীর্ত্তন করতে ছাড়ে না (১)।

---

২৮। (১) ন সদ্যঃ সুচিরেণৈব ধান্যং কৃষকবন্নৃণাম্।
গৃহী চ কৃষকদ্বারা ক্ষেত্রে ধান্যং বপেদ্ যদি।
তদঙ্কুরো ভবেৎ কালে কালে বৃক্ষঃ ফলত্যপি।
কালে সুপক্কং ভবতি কালে প্রাপ্নোতি তদ্ গৃহী ॥
ব্রঃ বৈঃ পুঃ ব্রঃ ১৪।২৬-২৮

(২) সাক্ষাৎ করোতি মাং কশ্চিৎ যত্নবৎস্বপি তেষু চ ॥
গণেশগীতা ৬।৮

২৯। (১) তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভি র্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ভাঃ ১০।১৪।৮

৩০। ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাকলেই আবার জ্বালা। ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি। যেখানে ভোগ সেখানেই ভাবনা চিন্তা (১)। একটা চিল একটা মাছ মুখে কোরে আসছে, তাই হাজার কাক তাকে ঘিরে ফেল্লে। যে দিকে চিল মাছ মুখে কোরে যায়, কাকগুলো কা কা করতে করতে তার পেছনে পেছনে সেই দিকে যায়। মাছটা যখন চিলের মুখ থেকে আপনি হঠাৎ পড়ে গেল, তখন যত কাক সেই চিলটাকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন একটা গাছের ডালে বসে ভাবতে লাগল—ঐ মাছটা যত গোল করেছিল। এখন মাছটা কাছে না থাকাতে নিশ্চিন্ত হলুম (২)। তেমনি এ সংসারে উপাধি ফেলে দিতে পারলেই শান্তি, নতুবা মহা বিপদ। আবার দেখ—অর্থই যত অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ, কিন্তু হিস্যা নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে গোল হয় (৩)।

৩১। ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি। একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ছুঁচের ভিতর সুতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হয় না। মন যখন বাসনারহিত হয়ে শুদ্ধ হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়। (১)

---

৩০। (১) যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র যোগস্য কা কথা॥ মহানির্ব্বাণ ৪।৩৯

(২) সামিষং কুররং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং নিরামিষৈঃ।
আমিষস্য পরিত্যাগাৎ কুররঃ সুখমেধতে।
মহাভারত, শান্তি ১৭৮।৯

(৩) অর্থাতুরাণাং ন সুহৃদ্ ন বন্ধুঃ॥ গরুড় পূঃ ১১৫।৬৮

৩১। (১) কাম এব মনুষ্যাণাং পিধানং ব্রহ্মবোধনে।
তস্মাৎ কামং ত্যজেদ্ ধীরো জ্ঞানমাপ্নোতি মোক্ষদম্॥
যতিধর্ম্ম সং ৪৭ পৃঃ

৩২। যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না। যখন দেখবে ঈশ্বরের নাম করতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জানবে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হয়েছে (১)। যেমন শুক্‌নো দেশলাই। ও একবার ঘষ্‌লে দপ্‌ করে জ্বলে উঠে। আর ভিজে হলে ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে কাটি ভেঙ্গে গেলেও জ্বলে না। কেবল একরাশ কাটি লোকসান হয়।

৩৩। ভগবান কল্পতরু (১)। কল্পতরুর কাছে বসে যে যা চাইবে তাই পাবে। এইজন্য সাধন ভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে হয়। ঈশ্বর সাধন করতে গিয়ে, বিষয়, ধন, জন অথবা মান যশ ইত্যাদি কামনা করলে তা কিছু কিছু লাভ হয় বটে কিন্তু শেষে বাঘেরও ভয় থাকে, অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, অপমান ও বিষয়নাশ রূপ বাঘ স্বাভাবিক বাঘ হতেও লক্ষগুণে কষ্টদায়ক (২)।

৩৪। গীতায় আছে যারা যোগভ্রষ্ট তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে

---

৩২। (১) এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্য-বাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈ র্বিযুঙ্‌ক্তে॥ ভাঃ ৩।২৮।৩৪

৩৩। (১) সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশো বিষমঃ স্বভাবো
ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরুস্বভাবঃ॥ ভাঃ ৮।২৩।৮

(২) তং পুত্র-পশুসম্পন্নং ব্যাসক্তমনসং নরম্‌।
সুপ্তং ব্যাঘ্রো মৃগমিব মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি॥

মহাভারত শান্তি ১৭৫।১৮

জন্মায় (১)। পূর্ব্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা করতে করতে হয়ত হঠাৎ ভোগ করবার ইচ্ছা হল। তাহোলে যোগভ্রষ্ট হয়ে পরজন্মে ঐরূপ জন্ম হবে। তারপর আবার ঈশ্বরের জন্য সাধন করে (২)। ভগবানকে পেতে গেলে সংস্কার দরকার। একটু কিছু কোরে থাকা চাই। তপস্যা। তা এ জন্মেই হোক, আর পূর্ব্বজন্মেই হোক (৩)।

৩৫। আমি ছেলেদের এত ভালবাসি কেন জান ? ছেলেবেলা তাদের মন ষোল আনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ে (১)। বে হলে আট আনা স্ত্রীর উপর যায়, ছেলে হলে আবার চার আনা তাদের প্রতি যায়, বাকি চার আনা মা বাপ, মানসম্ভ্রম, বেশভূষা ইত্যাদিতে চলে যায় ; এই জন্য ছেলেবেলায় যারা ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করে, তারা সহজে তাঁকে লাভ করতে পারবে। বুড়োদের হওয়া বড় কঠিন। ভাল ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন। যদি পুষ্করিণীতে

---

৩৪। (১) শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ গীতা ৬।৪১

(২) তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ গীতা ৬।৪৩

(৩) জন্মান্তরীয়সংস্কারাৎ প্রসাদাদথবা গুরোঃ।
কেষাঞ্চিজ্‌ জায়তে তত্ত্বে বাসনা বিমলাত্মনাম্ ॥
পবনবিজয় ১০।২১

৩৫। (১) বড় যারা হয় তারা দুষ্ট অতিশয়।
অহঙ্কারে পরিপূর্ণ তাদের হৃদয় ॥
বালকের হয়ে থাকে সরল অন্তর।
সেই হেতু ভালবাসা তাদের উপর ॥ বিশ্বকোষ, রামদাস।

ভাল জল হয়, সেটি পুষ্করিণীর মালিকের পুণ্যের চিহ্ন (২)। ছেলেকে আত্মজ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিছু তফাৎ নয় (৩)। তুমি একরূপে ছেলে হয়েছ। একরূপে তুমি বিষয়ী, সংসার ভোগ করছ, আর একরূপে তুমিই ভক্ত হয়েছ—তোমার সন্তানরূপে।

৩৬। বদ্ধজীব কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে আছে, ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। তাদের নিয়ে কি মহৎ কাজ হবে? মুমুক্ষুজীব (১)—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা মুক্ত হতে পারে না। মুক্তজীব—যারা কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ নয়। যাদের মনে বিষয় বুদ্ধি নাই।

৩৭। নিত্যজীব (১)—সংসারে থাকে জীবদের শিক্ষা দিবার জন্য, জীবের মঙ্গলের জন্য, এরা কখনও সংসারজালে পড়ে না। যেমন নারদাদি (২)। এরা কলের জাহাজের মত পারে আপনিও যেতে পারে, আবার হাতী পর্য্যন্ত পারে নিয়ে যেতে পারে।

---

৩৫। (২) পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।। নাঃ পঃ ৬।৫৭

(৩) আত্মা বৈ পুত্রনামেতি তচ্চোপনিষদি স্ফুটম্ ॥ পঞ্চদশী ১২।৩৩

৩৬। (১) ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাদ্ যদ্বিদ্বান্ মোক্তুমিচ্ছতি।
সংসারপাশবন্ধং তন্ মুমুক্ষুত্বং নিগদ্যতে ॥
সঃ বেঃ সাঃ সঃ ২২৮

৩৭। (১) নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণপারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥
চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ

(২) মুনির্মুক্তস্বভাবোঽপি জগজ্জঙ্গলখণ্ডকম্।
নারদো বিজহারেমং শীতয়া কার্য্যশীলয়া ॥
যোগবাশিষ্ঠ, উপশম, ৭৫।২২

৩৮। গুটিপোকা যেমন আপনারই নালে ঘর করে আপনি বদ্ধ হয়, তেমনি সংসারী জীব আপনার কর্ম্মে আপনি বদ্ধ হয়। গুটিপোকার যেমন নিজের ঘর ছেড়ে আসতে মায়া হয়, শেষে মৃত্যু। কিন্তু মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে, বদ্ধ জীবও সেইরূপ (১)।

৩৯। বদ্ধজীবেরা কেবল কামিনী কাঞ্চন নিয়ে আছে, হাত পা বাঁধা। ঈশ্বরকে একবারও ভাবে না, আবার মনে করে ঐ কামিনী আর কাঞ্চনেতেই সুখ হবে আর নির্ভয়ে থাকবে (১)। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীবের সংসারে নানা দুঃখ কষ্ট ও বিপদে পড়েও চৈতন্য হয় না (২)। যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে, যেমন উট কাঁটা ঘাস খেতে ভালবাসে। খেতে

---

৩৮। (১) কোষক্রিমিস্তন্তুভি রাত্মদেহ
মাবেষ্ট্য চাবেষ্ট্য চ গুপ্তিমিচ্ছন্।
স্বয়ং বিনির্গন্তু মশক্ত এব সন্
ততস্তদন্তে ম্রিয়তে চ লগ্নঃ ॥ সঃ বেঃ সাঃ সঃ ৪৫

৩৯। (১) নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ডকরে তারে
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে ॥ চৈঃ চঃ মঃ

(২) যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥ ভাঃ ৭।৯।৪৫

খেতে মুখ দিয়ে রক্ত দর্ দর্ করে পড়ে, তবুও সে কাঁটা ঘাস খেতে ছাড়বে না (৩)।

৪০। অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়, (১)। কিন্তু কথা কইতে নাই বলে মুখ বুজে যতরকম ইসারা করতে থাকে। আবার কেউ কেউ মালা জপ করবার সময় তার ভেতরেই মাছ দর করতে থাকে। আবার আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, 'ঐ মাছটা।' নারায়ণ পূজা হবে, পূজার আয়োজন সব হচ্ছে—ঈশ্বরের কথা একটি নাই, কেবল সংসারের কথা (২)।

৪১। এমন সব লোক আছে হাজার ঈশ্বরকথা শুনুক, কোন মতে চৈতন্য হয় না (১)। মাটির দেওয়ালে পেরেক পুঁততে কোন কষ্ট হয় না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তবু দেওয়ালের কিছু হবে না (২)। সাধুর কমণ্ডলু (তুম্বা) চার ধামে ঘুরে আসে, তবু যেমন তেতো তেমনি তেতোই থাকে। তরোয়ালের চোটে কুমীরের কিছু হয় না।

---

(৩) উষ্ট্র-কণ্টকভোজনন্যায়ঃ
উষ্ট্রস্য শমীকণ্টকভোজনজন্য-বহুদুঃখসহনপূর্ব্বকং
কিঞ্চিৎসুখজনকসপত্রশমীকণ্টক ভক্ষণম্।

শব্দকল্পদ্রুম, ন্যায়শব্দ।

৪০। (১) জপকালে ন ভাষেত ব্রতহোমাদিকেষু চ ॥ আহ্নিকতত্ত্বম্।
(২) ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্। মনু ৬।৬৬

৪১ (১) নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ
সাং সূ, ৪।১৭।১৭
(২) ন মলিনচেতসি উপদেশবীজপ্ররোহঃ অজবৎ। সাং সূ ৪।৩০

৪২। সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে (১)। তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে (২)। সত্ত্বগুণীলোক অতি শিষ্ট, শান্ত, দয়ালু, অমায়িক (৩)। রোজগার পেটচলা পর্য্যন্ত, খাবার ঘটা নাই, শাকান্ন পেলেই হল। বাড়া মেরামত নাই, উঠানে শেওলা পড়েছে হুঁস নাই। কাপড় যা তা হলেই হল। ছেলেদের পোষাকের জন্য ভাবে না। মান সম্ভ্রমের জন্য ভাবে না।

৪৩। রজোগুণী লোক বেশী কাজ জড়ায়, পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাড়ীটি চূণকাম করা, বাড়ীর কোনখানে একটু দাগ নাই, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটি আংটী, বাড়ীর আসবাব খুব ফিট্‌ফাট্, চাকরদেরও পোষাক। দেওয়ালে কুইনের ছবি, কোন বড়মানুষের ছবি, রাজপুত্রের ছবি। গরদের কাপড় পরে পূজা করে। কপালে তিলক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা তার মাঝে মাঝে একটি সোণার দানা। দান করে লোককে দেখিয়ে। যদি কেউ ঠাকুর বাড়ী দেখতে আসে, তবে সঙ্গে করে দেখায় আর বলে, 'এদিকে আসুন আরও আছে।' রজোগুণে একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে লেকচার দিতে ইচ্ছা হয় (১)।

---

৪২। (১) সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ॥ গীতা ১৪।৫

(২) গুণভেদান্ মনুষ্যাণাং সা ভক্তিস্ত্রিবিধা মতা॥ দেবীভাঃ ৭।১৭।৪

(৩) অন্তঃশুদ্ধো বহিঃশুদ্ধঃ সদেশ্বরপরায়ণঃ।
সর্ব্বেষাং প্রাণিণাং দেবি দয়াযুক্তঃ স সাত্ত্বিকঃ॥
কাল্যর্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত সময়াচারতন্ত্র।

৪৩। (১) পরপীড়াদিরহিতঃ স্বকল্যাণার্থমেব চ।
নিত্যং সকামহৃদয়ো যশোর্থী ভোগলোলুপঃ॥

৪৪। তমোগুণীদের লক্ষণ,—কাম, ক্রোধ, বেশী খায়, বেশী নিদ্রা, বেশী অহঙ্কার এই সব (১)। কেউ কেউ সাপের স্বভাব, তুমি জান না, কখন তোমায় ছোবল দেবে। সেই ছোবল সাম্‌লাতে অনেক বিচার বিবেচনা করতে হবে (২)। তা না হলে তুমি রাগে হয়ত উল্টে তার অনিষ্ট করে ফেলবে। তবে লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য ক্রোধের আকার দেখাতে হয়। ফোঁস্ করতে হয় (৩)। তা না হলে তারা অনিষ্ট করবে। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে, উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়। ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই। সংসারী ফোঁস্ করবে। বিষ ঢালা উচিত নয় (৪)।

---

তত্তৎ ফলসমাবাপ্ত্যৈ মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ।
ভেদবুদ্ধ্যাতু মাং যস্মাদন্যাং জানাতি পামরঃ।
তস্য ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাধিপ তু রাজসী॥

দেবীভাঃ ৭।৩৭ ৫-৬

৪৪। (১) বহুক্রোধী পরদ্বেষী জল্পভাষী প্রবঞ্চকঃ।
অশ্রদ্ধয়া যজেদ্দেবং তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ সময়াচারতন্ত্র॥

(২) সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে॥ চাণক্য

(৩) অন্তঃ সন্ত্যক্তসর্ব্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ।
বহিঃ সর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব। যোগবাশিষ্ঠ,
উপশম ১৮।১৮

(৪) বহিঃ কৃত্রিমসংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্ত র্লোকে বিহর রাঘব॥

যোঃ বাঃ উপশম ১৮.২২

৪৫। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন (১)। সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত সকলেরই হৃদয়ে ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কুলোকের সঙ্গ করা উচিত নয় (২)। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়। তাদের দূর থেকে প্রণাম করবে। চৈতন্যদেব, যিশু সকলকে ভালবাসবে বলেছেন বটে, কিন্তু চৈতন্যদেবের সম্মতিতে শ্রীবাসের বাড়ীতে তাঁর শ্বাশুড়ীকে চুল ধরে বার করা হয়েছিল (৩)। বাঘের ভিতরও ঈশ্বর আছেন সত্য বটে, কিন্তু বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না।

৪৬। শাস্ত্রে আছে জল নারায়ণ (১)। কিন্তু সকল জল খাওয়া যায় না। কোন জল ঠাকুর সেবায় চলে, আবার কোন জলে পা ধোয়া, কাপড় কাঁচা, বাসন মাজা চলে, কিন্তু মুখ ধোয়া, খাওয়া,

---

৪৫। (১) ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। গীতা ১৮।৬১

(২) সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ॥ ভাঃ ১১।২৬।৩

(৩) আর বার ঠাকুর পণ্ডিত ঘরে গিয়া।
দেখে নিজ শ্বাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া।
কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুর পণ্ডিত।
যাঁর বাহ্য নাহি, তার কিসের পর্চ্চিত॥
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর।
আজ্ঞা দিলা চুলে ধরি করিলা বাহির॥ চৈঃ ভাঃ মঃ ১৬

৪৬। (১) আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়ণং পূর্ব্বং তেন নারায়ণ স্মৃতঃ॥ মনু ১।১০

ঠাকুরসেবা চলে না। আবার কোন কোন জল ছোঁয়া পর্য্যন্ত চলে না (২)।

৪৭। সর্ব্বদা মনে মনে বিচার করবি—কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ, কোনটা নিত্য, কোনটা অনিত্য, আর অনিত্য জিনিষগুলো ত্যাগ করে নিত্য পদার্থে মন রাখবি (১)। ঈশ্বর সৎ নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য, দুদিনের জন্য। এইটি বোধ। যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু (২)। বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। বিবেক না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না (৩)।

৪৮। সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত, ডাল, কাপড়, বাড়ী, ঘর এই সব হয়। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা

---

৪৬। (২) মেধ্যামেধ্যশরীরত্বাৎ নৈব দূষ্যন্ত্যপঃ ক্বচিৎ।
বিবর্ণরসগন্ধাশ্চ অল্পাশ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ব্রহ্মাণ্ড পু ১৮।২৬

৪৭। (১) আদৌ নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্রফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্ ॥ বিবেক চূঃ ১৯

(২) ব্রহ্মৈব নিত্য মন্থত্তু হ্যনিত্যমিতি বেদনম্।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক ইতি কথ্যতে ॥
সঃ বেঃ সাঃ সং ১৭

(৩) বিবেকজাং তীব্রবিরক্তিমেব
মুক্তে র্নিদানং প্রবদন্তি সন্তঃ।
তস্মাদ্ বিবেকী বিরতিং মুমুক্ষুঃ
সম্পাদয়েৎ তাং প্রথমং প্রযত্নাৎ ॥ সঃ বেঃ সাঃ সং ৯২

কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে বিচার কর। নারীদেহ কি? রক্ত, মাংস, হাড়, মল, মূত্র, চর্ব্বি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা একটি হাড়মাসের খাঁচা মাত্র (১)।

৪৯। ওরে সদসৎ বিচার চাই (১)। সর্ব্বদা বিচার করে মনকে বলতে হয় যে, মন, তুমি এই জিনিষটা ভোগ করবে, এটা খাবে, ওটা পরবে বলে ব্যস্ত হচ্চ কিন্তু যে পঞ্চভূতে আলু, পটল, চাল, ডাল ইত্যাদি তৈয়ারি হয়েছে, সেই পঞ্চভূতেই আবার সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি তৈয়ারি হয়েছে।

৫০। শব সাধন করতে হলে পাশে চালভাজা, ছোলাভাজা রাখতে হয়। সাধনার সময় মাঝে মাঝে ঐ শব হাঁ করে ভয় দেখায়। তখন ঐ চাল, ছোলাভাজা তার মুখে মাঝে মাঝে দিতে হয়। শবটা ঠাণ্ডা হলে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। সংসারের মধ্যে থেকে সাধনা করতে হলে আগে পরিবারদের ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করে দিতে হয়, তবে সাধন ভজনের সুবিধা হয় (১)।

---

৪৮। (১) শ্লেষ্মোদ্-গারি মুখং স্রবন্মলবতী নাসাশ্রুমল্লোচনম্।
স্বেদস্রাবি মলাভিপূর্ণমভিতো দুর্গন্ধদুষ্টং বপুঃ।
অন্যদ্ বক্তুমশক্যমেব মনসা মন্তুং ক্বচিন্নার্হতি।
স্ত্রীরূপং কথমীদৃশং সুমনসাং পাত্রীভবেন্নেত্রয়োঃ॥
সঃ বেঃ সাঃ সং ৫১

৪৯। (১) সদা বিচারয়েত্তস্মাৎ জগজ্জীবপরাত্মনঃ॥ পঞ্চদশী ৬।১২

৫০। (১) গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্বভরণ না হয়॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৫

৫১। যারা ভগবান বই জানে না তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্ব্বদাই 'রাম' 'ওঁরাম' জপ করে। কারও কারও সর্ব্বদাই জিহ্বা নড়ে। জ্ঞান পথের লোকেরাও 'সোঽহং' জপ করে। জপ করা কিনা নির্জ্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত (১)। জপ থেকে ঈশ্বর লাভ হয় (২)।

৫২। বিষয়ীদের পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। নামেতে একবার শুদ্ধ হলো। কিন্তু তার পরেই আবার পাপ করতে লাগল। মনে বল চাই। প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে আর পাপ করব না। গঙ্গাস্নান করলে সব পাপ যায়। গেলে কি হবে? লোকে বলে পাপগুলো গাছের উপর থাকে। গঙ্গা নেয়ে ফেরবার সময় সেই পাপগুলো আবার ঘাড়ে এসে চাপে (১)।

৫৩। নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন (১)। 'ত্বন্নামে অরুচি!' বিকারে যদি অরুচি হল, তাহলে আর বাঁচবার উপায় থাকে না। যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচবার খুব আশা করা যায়। তাই নামে রুচি। ঈশ্বরের নাম করতে হয়। যেই নাম

---

৫১। (১) স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ ॥ হঃ ভঃ বিঃ ৩২৭
(২) জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ॥ মনু ২।৮৭

৫২। (১) কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥ ভাঃ ৬।১।১১

৫৩। (১) জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবপূজন।
এই তিন কর্ম্মসার হয় সনাতন ॥ চৈঃ চঃ

সেই ঈশ্বর (২)—নাম নামী অভেদ জেনে সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাক না কেন। নাম কি কম? তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয়। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে স্বর্ণ-মণিমাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে ওজন করেছিলেন, তখন হল না। যখন রুক্মিণী এক দিকে তুলসী আর কৃষ্ণনাম লিখে দিলেন, তখন ঠিক ওজন হল (৩)। যদি নাম করতে দিন দিন অনুরাগ বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তাহলে আর কোন ভয় নাই। বিকার কাট্‌বেই কাট্‌বে। তাঁর কৃপা হবেই হবে।

৫৪। নষ্ট স্ত্রীলোক যেমন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে করে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে উপপতির উপর, (১) তেমনি তোমরাও ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর।

---

৫৩। (২) নাম্নি চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ শ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো হভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ হঃ ভঃ বিঃ ১১

(৩) একৈক ব্রহ্মাণ্ড যাঁর এক লোমকূপে,
কোন দ্রব্য সম করি তৌলিবা তাঁহাকে ॥
এত বলি আনি এক তুলসীর দাম,
তাতে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম ॥
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত,
নীচে হৈল তুলসী উর্দ্ধেতে জগন্নাথ ॥

কাশীদাস মহাভারত, আদি

৫৪। (১) পরব্যবসিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ পঞ্চদশী ৯।৮৪

৫৫। ইট বা টালি যদি কোন ছাপশুদ্ধ পোড়ান হয় ত পোড়াবার পর সে ছাপ আর কিছুতেই ওঠে না। সেইরূপ ভগবানে ভক্তিলাভ কোরে একটু পেকে যদি তোমরা সংসারে ঢোক, তাহলে সে ভক্তি চিরকাল থাকবে। কামকাঞ্চন তোমাদের একেবারে সংসারে ডুবিয়ে ফেলতে পারবে না (১)।

৫৬। ঈশ্বরেতে মন রেখে, সব কাজ করবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে যেন কত আপনার, কিন্তু মনে জানবে তারা তোমার কেউ নয়। বড় মানুষের বাড়ীর ঝিএর মত থাকবে। মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলেদের মত মানুষ করে। নাওয়াচ্ছে, ধোয়াচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, যেন তারই ছেলে। কিন্তু মনে মনে জানছে—এরা আমার কেউ নয় (১)।

৫৭। লুকোচুরি খেলায় যেমন বুড়ী ছুঁলে চোর হয় না, সেই রকম ভগবানের পাদপদ্ম ছুঁলে আর সংসারে বদ্ধ হয় না (১)। যে বুড়ী ছুঁয়েছে তাকে আর চোর করবার যো নেই। সংসারে সেই

---

৫৫। (১) অন্তর্বোধময়া লোকে ব্যবহারপরা ইব।
গৃহমেবাস্থিতা যেতু ত এব জনকাদয়ঃ॥ বিঃ চুঃ

৫৬। (১) মমেয়ং নগরী নাস্তি ন প্রজা ন গৃহং ধনম্।
কলত্রপুত্রপৌত্রাদি সর্ব্বং কৃষ্ণস্য চৈব হি॥
গর্গসং, বিশ্বজিৎ ১৬।৩৬

৫৭। (১) সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদমপদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥
ভাঃ ১০।১৪।৫৮

রকম যিনি ঈশ্বরকে আশ্রয় করেছেন, তাঁকে আর কোন বিষয়ে আবদ্ধ করতে পারে না।

৫৮। সংসারে পাঁকাল মাছের মত থাকতে হয়। পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে কিন্তু তার গায়ে পাঁক লাগে না। কলঙ্ক সাগরে সাঁতার দেবে,—তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না (১)। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন আড়ায় পড়ে থাকে, যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সেইরূপ ঈশ্বরে মন ফেলে রেখে সংসারের সব কর্ম্ম করবে (২)।

৫৯। জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে, পিষে যাবে। তবে জাঁতার খুঁটির কাছে যে কটী ডাল থাকে, তারা যেমন পিষে যায় না, তেমনি ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে থাকলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবার ভয় থাকে না (১)। শেষে মুক্তি।

৬০। জনকাদি সংসারের কর্ম্ম করেছিলেন, ঈশ্বরকে মাথায় রেখে। পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই? মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে যাচ্ছে। আর নর্ত্তকী যেমন মাথায় ঘটী রেখে নাচে। ঈশ্বরেতে মন রেখে সংসারের নানা কাজ

---

৫৮। (১) ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ গীতা ৫।১০

(২) মনসা স্নেহযুক্তেন যন্নঃ স্মরসি মাধব।
শাবকা ইব কূর্ম্মাণাং তেন জীবামহে বয়ম্। মহাভারত

৫৯। (১) সিদ্ধঃ স্বয়ং বসতি সাক্ষিবদত্র তুষ্ণীম্।
চক্রস্য মূলমিব কল্প-বিকল্পশূন্যঃ ॥ বিবেকচূড়ামণি ৫৬০

করবে। কিন্তু অভ্যাস চাই ; আর হুঁসিয়ার হওয়া চাই, তবে দুদিক রাখা যায় (১)।

৬১। ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না কোরে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ্, শোক, তাপ এ সবে অধৈর্য্য হয়ে পড়বে। তবে কি জান ?—যারা তাঁকে ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সাম্‌লে যায় (১)। যে তাঁকে জানতে পেরেছে, সে দেখে যে জীব-জগৎ তিনিই সব হয়েছেন (২) ; তখন সংসার অসার বলে বোধ হবে না। পিতা মাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী ভেবে সেবা করবে (৩)।

৬২। ভগবানের শরণাগত হয়ে এখন লজ্জা, ভয়, এ সব ত্যাগ কর। আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বলবে—এ সব ত্যাগ কর। "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।" "লজ্জা,

---

৬০। (১) ধীরো ন মুহ্যতি মুকুন্দনিবিষ্টচেতাঃ
পুঞ্জানুপুঞ্জ-বিষয়েক্ষণতৎপরোঽপি।
সঙ্গীতবাদ্যলয়তাল-বশংগতাপি
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধী র্নটীব॥ ভক্তমাল ১৮ মালা

৬১। (১) বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈ রজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥ ভাঃ ১১।১৪।১৮

(২) যৎস্থূল-সূক্ষ্মাদিবিশেষভেদৈর্জগৎসু বিস্তারিতমেতদীশ।
ত্বমেব তৎ সর্ব্বমনন্তসার ত্বত্তঃ পরং নাস্তি পরাপরাত্মন্॥
বৃঃ নাঃ পুঃ ৩৬।৭

(৩) মাতরং পিতরং চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥ মহানির্ব্বাণ ৮।২৫

ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুলশীল (বংশমর্য্যাদা), শোক, নিন্দা, সঙ্কোচ, গোপনের ইচ্ছা, অভিমান এই সব পাশ ত্যাগ না করলে কেহ কখনও ঈশ্বর লাভ করতে পারে না। এই সব গেলে জীবের মুক্তি হয়। বস্ত্রহরণের মানে জান? অষ্টপাশ (১)। গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল লজ্জা বাকি ছিল। তাই তিনি ও পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত, শিব (২)!

৬৩। জীব ঈশ্বরচিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; সংসারে আসক্ত হয়ে আবার ভুলে যায়। মন মত্ত করী। হাতীর স্বভাব বটে, নাইয়ে দেওয়ার পরেও আবার ধূলো কাদা মাখে (১)। কিন্তু মাহুত নাইয়ে দিয়ে যদি তাকে আস্তাবলে সাঁদ করিয়ে দিতে পারে তাহলে আর ধূলো কাদা মাখ্‌তে পায় না (২)।

৬৪। ভগবানের আনন্দের কাছে—বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ। তাঁর রূপ চিন্তা করলে অপ্‌সরাদের রূপ চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। চাতক, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে,—সাত সমুদ্র যত নদী পুকুর সব

---

৬২। (১) ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শঙ্কা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতি রষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ কুলার্ণব ১৩

(২) পাশবদ্ধঃ স্মৃতোজীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ॥ কুলার্ণব ৯ উঃ

৬৩। (১) মনস্তু প্রবলং নিত্যং সবিকারং স্বভাবতঃ।
বশং নয়ন্তি করিণং প্রমত্তমপি হস্তিপাঃ॥

গরুড় পুঃ উঃ ৭.৮২

(২) ক্বচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎপুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ॥ ভাঃ ৬।১।১০

ভরপুর, তবু সে জল খাবে না। বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ কোরে আছে (১)।

৬৫। সৎ কর্ম্মের ভাণও ভাল। এক জেলে রাত্রে এক বাগানের পুকুরে জাল ফেলে মাছ চুরি করছিল। বাগানের মালিক জানতে পেরে লোকজন দিয়ে ঘিরে ফেললে। এদিকে জেলেটা পালাবার কোন উপায় না দেখতে পেয়ে ছাই মেখে এক গাছতলায় বসে পড়ল। লোকেরা অনেক খোঁজার পর দেখলে গাছতলায় এক সাধু ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে আর কেহ নাই। কিন্তু তারপর রটে গেল ওদের বাগানে একজন ভারী সাধু এসেছে। এই শুনে যত লোক ফল মূল, দুধ, মিষ্টি, পয়সা সাধুকে দিয়ে প্রণাম করে গেল। এই সব দেখে জেলেটা ভাবলে, কি আশ্চর্য্য! আমি সত্যকার সাধু নই, তবু আমার উপর লোকের এত ভক্তি! যদি সত্যকার সাধু হই তাহলে ভগবান্‌কে নিশ্চয় পাব তার আর কোন সন্দেহ নাই (১)। এই ভেবে জিনিষপত্র বিলিয়ে দিয়ে হিমালয়ে চলে গেল। কপট সাধনাতেই এতদূর চৈতন্য হল।

---

৬৪। (১) সরঃ-সমুদ্র-নদ্যাদীন্ বিহায় চাতকো যথা।
তৃষিতো ম্রিয়তে চাপি যাচতে বা পয়োধরম্ ॥ পদ্ম পুঃ পাঃ ৫১।৩৮

৬৫। (১) অনিচ্ছয়া কৃতেনাপি প্রাপ্তমেবংবিধং মুনে।
সম্যগারাধ্য বিশ্বেশং ভক্তিভাবেন মাধবম্।
প্রাপ্স্যামীতি পরং শ্রেয় ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥
অবশেনাপি যৎ কর্ম্ম কৃতন্তু সুমহৎ ফলম্।
দদাতি হি নৃণাং বিপ্র কিং পুনঃ সম্যগর্চ্চনাৎ ॥

বৃঃ নাঃ পুঃ ১৮।১২৬-১২৭

৬৬। তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ—ক্রোধ। ক্রোধে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে সীতার কুটীর পুড়বে (১)।

৬৭। তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, "যেন ভোগাসক্তি যায়, আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়।" ভোগাসক্তি ত্যাগ হলে শরীর যাবার সময় তাঁকেই মনে পড়বে। তা না হলে স্ত্রী, পুত্র, মান, সম্ভ্রম, গৃহ, ধন ইত্যাদি মনে পড়বে! তাই সর্ব্বদা তাঁর নামগুণকীর্ত্তন, তাঁর ধ্যানচিন্তা, প্রার্থনা অভ্যাস করতে হয় (১)।

৬৮। পিঁপড়ের মত সংসারে থাক; এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে। জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয় রস। হাঁসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে (১)।

৬৯। যাদের সময় আছে, তারা ধ্যান ভজন করবে। তবে যারা ধ্যান ভজন করতে একান্ত পারবে না, তারা দুবেলা খুব দুটো

---

৬৬। (১) তত্রাপি ক্রোধ এবালং মোক্ষবিঘ্নায় সর্ব্বদা।
যেনাবিষ্টঃ পুমান্ হন্তি পিতৃভ্রাতৃসুহৃৎসখীন্ ॥
ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবন্ধনম্।
ধর্ম্মক্ষয়করঃ ক্রোধ স্তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ ॥

অধ্যাত্ম অঃ ৪।৩৫-৩৬

৬৭। (১) সততং কীর্ত্তয়ন্তোমাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ গীতা ৯।১৪

৬৮। (১) যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্ ॥

উত্তর গীতা ৩।১

প্রণাম করবে। তিনি অন্তর্য্যামী, সব বুঝতে পারেন যে তোমাদের অনেক কাজ করতে হয়। ডাকবার সময় পাও না (১)। কিন্তু তাঁকে লাভ না করতে পারলে, তাঁকে দর্শন না করলে কিছুই হলো না।

৭০। যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেছেন "তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে মুক্ত করব (১)।" সংসারে রেখেছেন তা কি করবে ? তাঁর শরণাগত হও। সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর—তাঁকে আত্মসমর্পণ কর। তিনি সুবুদ্ধি দেবেন ; তিনি সব ভার লবেন। তখন দেখবে, তিনিই সব করছেন (২)।

৭১। জ্ঞানী বা কর্ম্মী সাধক বাঁদরের ছানার ন্যায় নিজের চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বর লাভ করতে চেষ্টা করে থাকে। আর ভক্ত সাধকেরা নিজে হিসাব করে কোন সাধনা করতে পারে না,—এত জপ করব, এত ধ্যান করব ইত্যাদি। তারা বিড়ালছানার ন্যায় নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে (১)। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তার কান্না শুনে আর থাকতে পারেন

---

৬৯। (১) কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং সাক্ষী কুতঃ কর্ম্ম চ গোপনম্।
অন্তর্যামী চ কৃষ্ণশ্চ প্রচারং কুরুতে মুদা॥ ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ৯৪।১১০

৭০। (১) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ গীতা ১৮।৬৬

(২) দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্ যৎ স্মর্য্যতে বা রঘুত্তম।
ত্বমেব সর্ব্বমখিলং ত্বদ্বিনান্যন্ন কিঞ্চন॥ অধ্যাত্ম লঙ্কাঃ ১৪।২৭

৭১। (১) প্রবৃত্তি র্দ্বিবিধা প্রোক্তা মার্জারী চৈব বানরী॥
সন্ন্যাস উঃ ২।১০১

না, এসে দেখা দেন। যে মার উপর একান্ত নির্ভর করেছে, মা তার পা বেতালে পড়তে দেন না (২)।

৭২। বনে ভ্রমণ করতে করতে রাম লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে স্নান করতে নেবে ছিলেন। সেই সময় সরোবরের ধারে ধনুক মাটিতে পুঁতে রেখেছিলেন। উঠে এসে লক্ষ্মণ ধনুক তুলে দেখেন যে ধনুক রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। রাম বল্লেন, "ভাই, দেখ দেখ বোধ হয় কোন জীব হিংসা হল।" লক্ষ্মণ মাটি খুড়ে দেখেন একটা ব্যাঙ, রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। রাম মহা দুঃখিত হয়ে তাকে বল্লেন, "তুমি শব্দ করলে না কেন? শব্দ করলে আমরা জানতে পারতাম, তাহলে আর তোমার এ দশা হত না। যখন সাপে ধরে তখন তো খুব চীৎকার কর।" ব্যাঙটা বল্লে, "রাম, যখন সাপে ধরে, তখন 'রাম রক্ষা কর' বলে ডাকি; এখন রামই যখন মারছেন, তখন আর কাকে ডাকব (১)?" দেহের সুখ দুঃখ আছেই। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন প্রাণ দেহ আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে।

৭৩। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে সত্য সত্যই তাঁর দেখা পাওয়া যায়রে (১)। এই যেমন তোতে আমাতে এখন বসে কথা কচ্চি এই রকম করে তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কহা যায়—

---

৭১। (২) যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥ ভাঃ ১১।২।৩৫

৭২। (১) ভগবান্ যস্য সংহর্ত্তা স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ।
তস্য কো রক্ষিতো ভ্রাতর্নিবর্ত্তস্ব শুভায় চ ॥ ব্রঃ বৈঃ পুঃ কৃঃ ১১৬।৩২

৭৩। (১) ভক্তানুকম্পী ভগবান্ সাধূনাং রক্ষণায় চ।
আবির্ভবতি লোকেষু গুণীবাক্ষ্জৈঃ প্রতীয়তে ॥

সত্য বলছি, মাইরি বলছি। একথা কারেই বা বলছি, কেবা বিশ্বাস করে। তিনি খুব কাণখড়কে, সব শুনতে পান। যত ডেকেছ সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই দেবেন। অন্ততঃ মৃত্যু সময়েও দেখা দিবেন।

৭৪। আগে বিশ্বাস তারপর ভক্তি (১)। যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়। ভাবিলে ভাবের উদয় হয় (২)। ভাব চাই, বিশ্বাস চাই, পাকা করে ধরা চাই, তবে ত হবে। ভাব কি জান ?—তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতান এরই নাম। একটা ভাব পাকা করে ধরে তাঁকে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো তাঁর উপর জোর চলবে।

৭৫। ভগবান্ মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন' (১)। শোর গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে সে লোক ধন্য। তার ক্রমে

---

এবং বিবেকবত্যা যো বুদ্ধ্যা সংশীলয়েদ্ হৃদি।
ভক্তিযোগেন সন্তুষ্ট আত্মানং দর্শয়েদজঃ॥ গরুড় উঃ ৭।৯৯

৭৪। (১) বহুজপাৎ তথা হোমাৎ কায়ক্লেশাস্তু বিস্তরাৎ।
ন ভাবেন বিনা চৈব তন্ত্র-মন্ত্র-ফলপ্রদাঃ॥ কৌলাবলীতন্ত্র

(২) আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ প্রেঃ লঃ ১১

৭৫। (১) মূর্খোবদতি বিষ্ণায় ধীরোবদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তল্যমর্থঞ্চ ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥ নারদ পঞ্চ ১।১০।৩৯

ঈশ্বরলাভ হবেই। আর হবিষ্য করে যদি কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে সে ধিক্ (২)।

৭৬। একজন চাকরী করে কষ্টে স্বষ্টে কিছু কিছু করে টাকা জমাত। একদিন গুণে দেখে যে হাজার টাকা জমেছে। অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে মনে করলে তবে আর কেন চাকরী করা? হাজার টাকা ত জমেছে, আর কি? এই বলে চাকরী ছেড়ে দিলে! এতটুকু আধার, এতটুকু আশা! ঐ পেয়েই সে ফুলে উঠলো, ধরাকে সরাখানা দেখতে লাগল। তারপর হাজার টাকা খরচ হতে আর কদিন লাগে (১)? অল্পদিনেই ফুরিয়ে গেল। তখন দুঃখে কষ্টে আবার চাকরীর জন্য ফ্যা ফ্যা করে বেড়াতে লাগল। ওরকম করলে চলবে না, তাঁর দ্বারে পড়ে থাকতে হবে, তবে ত হবে।

৭৭। একটা ইট বা পাথরকে ঈশ্বর ভেবে ভক্তিভাবে পূজা করলে তাতেও তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হতে পারে (১)। তারপর পাকা হয়ে গেলে আর বেশী দিন পূজা করতে হয় না। ঈশ্বরেতে সর্ব্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। তারপর

---

৭৫। (২) শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণো র্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ ॥
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥
হঃ ভঃ বিঃ ১০ ৫৮

৭৬। (১) বিবেকহীনে পুরুষে যদি সম্পৎ প্রবর্ত্ততে।
অতীব চঞ্চলা জ্ঞেয়া তটিনী শরদীব সা॥ বৃঃ নাঃ পূঃ ৭।২৩

৭৭। (১) জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠ-বাস্তকুদ্দালকাদয়ঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ ॥ পঞ্চদশী,বিশ্বরূপাধ্যায়

পেন্‌সান্ ভোগ করবে। স্যাকরারা সোণা গলাবার সময় চোঙ্গ, পাখা, হাপর সব দিয়ে হাওয়া করে, যাতে আগুনের খুব তেজ হয়ে সোণাটা শীঘ্র গলে যায়। কাজ শেষ করে বলে, তামাক সাজ। এতক্ষণ খুব ঘেমে উঠেছিল। তারপর তামাক খাবে। সেইরূপ খুব রোক্ না হলে সাধন হয় না (২)।

৭৮। সংসারে থাকতে গেলেই সুখ, দুঃখ, একটু আধটু অশান্তি আছে। কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে একটু কালী লাগবেই। 'হরিবোল হরিবোল' বলে হাততালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম কোরো। তাহলে সব পাপ তাপ চলে যাবে (১)। দেহ বৃক্ষে পাপ পাখী ; তাঁর নাম কীর্ত্তন যেন হাততালি দেওয়া। যেমন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে গাছের সব পাখী উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহ গাছ থেকে সব অবিদ্যারূপ পাখী উড়ে যায়। মেঠো পুকুরের জল সূর্য্যের তাপে আপনা আপনি শুকিয়ে যায়। তেমনি তাঁর নাম করলে পাপ-পুষ্করিণীর জল আপনা আপনি শুকিয়ে যায়। রোজ অভ্যাস করতে

---

৭৭। (২) তাবৎ তাবৎ প্রযত্নেন যতিতব্যং সুষ্ঠপৌরুষম্।
প্রাক্তনং পৌরুষং যাবদশুভং শাম্যতি স্বয়ম্॥
যোঃ বাঃ মুঃ ৫।১১

৭৮। (১) নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ পাপ নির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীনরঃ॥
সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষর দ্বয়ং
বদ্ধঃপরিকর স্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥ ভাঃ ৬।২।১১ বিঃ

হয়। তাঁর নাম সর্ব্বদাই করতে হয় (২)। কলিতে নাম মাহাত্ম্য। অন্নগতপ্রাণ, তাই যোগ হয় না। কলিতে, বলে, একদিন একরাত কাঁদলে ঈশ্বর দর্শন হয় (৩)। মনে অভিমান করবে আর বলবে 'তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, দেখা দিতে হবে।'

৭৯। তিনি যদি একবার কৃপা করে দর্শন দেন, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না—কোন ভয় নাই (১)। যাদের ভোগ একটু বাকি আছে, তারা সংসারে থেকেই তাঁকে ডাকবে। যদি সংসারী লোকদের সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হতে বল, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই গৌর নিতাই দুইভাই তাদের টানবার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরিবোল।' প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিনাম করতে যেত (২)।

৮০। আগে লোকে যোগ যাগ তপস্যা করত ; এখন কলির

---

৭৮। (২) দিবা নিশি চ সন্ধ্যায়াং সর্ব্বকালেষু সংস্মরেৎ।
অহর্নিশং স্মরেন্নাম কৃষ্ণং পশ্যতি চক্ষুষা ॥ পদ্ম পুঃ পাঃ ৫৯।৭

(৩) যৎকৃতে দশভি র্বর্ষৈ স্ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ।
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎকলৌ ॥

বিষ্ণু পুঃ ৬।২।১৫

৭৯। (১) ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ভাঃ ১১।২০।৩০

(২) ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্।

ভাঃ ১১।২১।২৩

জীব, অন্নগতপ্রাণ, দুর্ব্বল মন, এক হরিনামই একাগ্র হয়ে করলে সংসারের সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায় (১)।

৮১। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি! আমি তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ কি এখনও থাকবে? আমার আবার বন্ধন কি? কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? একবার বল যে অন্যায় কর্ম্ম যা করেছি আর করবো না। তাঁর নামে বিশ্বাস কর (১)।

৮২। আচার, তীর্থ, গলায়মালা এসব প্রথম প্রথম করতে হয়। ভগবান্ দর্শন হলে ক্রমে ক্রমে বাহিরের আড়ম্বর সব কম পড়ে আসে (১)। তখন কেবল তাঁর নামটি নিয়ে থাকা আর স্মরণ মনন।

৮৩। জান্তে, অজান্তে বা ভ্রান্তে যে কোন ভাবেই হোক না কেন তাঁর নাম করলেই ফল হবে (১)। কেউ তেল মেখে নাইতে

---

৮০। (১) ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥
বিষ্ণুঃ পুঃ ৬।২।১৭

৮১। (১) যস্য যাবাংশ্চ বিশ্বাসস্তস্য সিদ্ধিশ্চ তাবতী॥ গঃ পুঃ ২৪৭ অঃ

৮২। (১) যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্ বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতং স্মরেত॥
ভাঃ ২।২।১৪

৮৩। (১) অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদ্ দস্যুভাবেন বা পুনঃ।
কৃষ্ণনামৈব যচ্চিন্তা স যাতি পরমং পদম্॥
শ্রদ্ধয়া হেলয়া যে তু হরিনাম সুমঙ্গলম্।
গায়ন্ত্যেকান্তিনশ্চিত্তেঽচ্যুত স্তিষ্ঠতি সন্ততম্॥ পদ্মোত্তর ৯৮ অঃ

যায়, তারও যেমন স্নান হয়, আর যদি কাউকে জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায়, তারও তেমনি স্নান হয়। আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে, তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের কাজ হয়ে যায়।

৮৪। তাঁর নাম করলে, তাঁকে চিন্তা করলে, তাঁর শরণাগত হলে পূর্ব্বজন্মের অনেক কর্ম্মপাশ কেটে যায় (১)। একজন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের দরুণ সাতজন্ম কাণা হোত, কিন্তু সে গঙ্গাস্নান করলে। গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়। সে ব্যক্তির চক্ষু যেমন কাণা সেই রকমই রইল, কিন্তু বাকি ছ'জন্ম সেটা হোল না।

৮৫। তোমাদের সংসার ত্যাগের কি দরকার? আমি দেখছি যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা। সংসার একেবারে ত্যাগ করবার কি দরকার? আসক্তি গেলেই হোলো (১)।

৮৬। ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যুদ্ধ যখন করতেই হবে তখন কেল্লার মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করা সহজ। কেল্লা থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলে অনেক অসুবিধা। বিপদ! গায়ের উপর গোলাগুলি এসে পড়ে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, বাসনার সঙ্গে, খিদে তৃষ্ণার সঙ্গে যুদ্ধ গৃহে থেকেই ভাল। যদি খেতে না পাও ঈশ্বর টীশ্বর সব ঘুরে যাবে। গৃহ, কেল্লার ভিতর

---

৮৪। (১) আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥ ভাঃ ১।১।১৪

৮৫। (১) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ গীতা ৩।১৯

থেকে যেন যুদ্ধ করা (১)। তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। কিন্তু মনটি ঈশ্বরের দিকে রেখে কর্ম্ম করতে হবে, তা না হলে হবে না (২)। এক হাতে কর্ম্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম্ম শেষ হলে দু'হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

৮৭। সাধুসঙ্গ কেমন জান? যেন চাল ধোয়ানি জল। সৎ কথা শুনতে শুনতে বিষয়বাসনা একটু একটু করে কমে। মদের নেশা কমাবার জন্য একটু একটু চাল ধোয়ানি জল খাওয়াতে হয়। তাহলে ক্রমে ক্রমে নেশা ছুটতে থাকে। সেইরূপ সংসার-মদে যারা মত্ত রয়েছে, তাদের এক মাত্র নেশা কাটবার উপায় সাধুসঙ্গ (১)।

৮৮। বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঙ্গ এক দিন করলে হয় না। সর্ব্বদাই দরকার। সকলেরই দরকার।

---

৮৬। (১) যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো
গৃহেষু নির্ব্বিশ্য যতেত পূর্ব্বম্।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত উর্জ্জিতারীন্
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ॥ ভাঃ ৫।১।১৮

(২) তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥ গীতা ৮।৭

৮৭। (১) অতস্তে সাধুসঙ্গত্যা ভক্ত্যাচ পরমাত্মনঃ।
বিশুদ্ধং নির্ম্মলং শান্তং মনো নির্বৃতি মেষ্যতি॥
অনেকজন্মজনিতং পাতকং সাধুসঙ্গমে।
ক্ষিপ্রং নশ্যতি ধর্ম্মজ্ঞ জলানাং শরদো যথা॥
গঃ পুঃ উঃ ৭।১১১

সন্ন্যাসীরও দরকার। তবে সংসারীদের বিশেষতঃ (১) কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে সর্ব্বদা থাকতে হয়। রোগ লেগেই আছে। ঘটি রোজ মাজতে হয়, তা না হলে কলঙ্ক পড়বে।

৮৯। মন কেমন জান? যেমন স্প্রিংএর গদী। যতক্ষণ গদীর উপরে বসে থাকা যায়, ততক্ষণই নীচু হয়ে থাকে, আর ছেড়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। তেমনি সৎ ও সাধুসঙ্গে ভগবানের ভাব যা কিছু লাভ করে, আবার সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করবামাত্র যে কে সেই—আপনার পূর্ব্বভাব ধারণ করে। একটু কষ্ট করে সাধুসঙ্গ করতে হয়। বাড়ীতে শুধু বিষয়ের কথা, রোগ, লেগেই আছে (১)। সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।

৯০। যে কর্ম্মই লোক করুক না কেন, সংসারী ব্যক্তির সাধুসঙ্গ বড় দরকার (১)। আমি একবার মিউজিয়মে গিছলুম, তা দেখালে ইট, পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গেছে। দেখলে, সঙ্গের গুণ কি! তেমনি সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়।

---

৮৮। (১) ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥ ভাঃ ৩।২৫।২৪

৮৯। (১) অঙ্কুরো ভক্তিবৃক্ষস্য ভক্তসঙ্গেন বর্দ্ধতে।
পরং হরিকথালাপ-পীযূষসেচনেন চ॥
অভক্তালাপদীপাগ্নি-জালায়াঃ কলয়াপিচ॥
অঙ্কুরং শুষ্কতাং যাতি পুনঃ সেকেন বর্দ্ধতে॥
ব্রঃ বৈঃ পুঃ কৃঃ ১১১।১৫-১৬

৯০। (১) অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্॥ ভাঃ ১১।২।৩০

৯১। সংসারে হবে না কেন? তবে কি জান, মন নিজের কাছে নাই! মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন ভজন হবে। মন কামিনী কাঞ্চনে বন্দক দিয়েছ, তাই সর্ব্বদা গুরুর সঙ্গ, গুরুর সেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন (১)।

৯২। দেখ, সাধুদের পট ঘরে রাখা ভাল। সাধুদের ছবি ঘরে রাখলে সর্ব্বদা ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় (১)। যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে যেমন ভোগের ইচ্ছা হয়, শোলার আতা দেখলে যেমন সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়। সকাল বেলা উঠে অন্য মুখ না দেখে সাধু সন্ন্যাসীর মুখ দেখে উঠা ভাল। যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে সেইরূপ স্বভাব হয়ে যায়। তাই ছবিতেও দোষ। সাধুরা যা বলেন সেইরূপ করতে হয়। শুধু শুনলে হবে না। ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কটকেনা করতে হবে। পথ্যের দরকার (২)।

৯৩। যেখানে অনেক লোকে অনেক দিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেছে সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে, জানবি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয় (১)।

---

৯১। (১) সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ভাঃ ১১।২৬।২৬

৯২। (১) আলম্বনোদ্দীপনাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ।
উদ্দীপনবিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি যে ॥ ভঃ রঃ সিঃ

(২) সর্ব্বৌষধীনাং প্রবরাশ্চ পথ্যাঃ ॥ বামন পুঃ ১২।৫১

৯৩। (১) প্রভাবাদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্ মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা ॥ কাশীখণ্ড পুঃ ৬।৪৪

৯৪। যুগ যুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধ পুরুষেরা এই সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে, সেজন্য ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলেও এই সব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ (১)।

৯৫। মন্দির দেখলে তাঁকেই মনে পড়ে —উদ্দীপন হয়। যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপনা হয়ে, তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়। আর যার প্রাণে ঐ ভাব নেই, তার বিশেষ আর কি হবে? যেখানে তাঁর কথা হয় সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয় (১)।

৯৬। যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে; যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই (১)। অনেক সময় শুনা যায়, অমুকের ছেলে কাশীতে বা অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়েছে। তারপর আবার শুনতে পাওয়া যায়, সে সেখানে চেষ্টা বেষ্টা করে একটা চাকরী জোগাড়

---

৯৪। (১) তীর্থেষু লভ্যতে সাধু রামচন্দ্রপরায়ণঃ।
যদ্দর্শনং নৃণাং পাপ-রাশিদাহাশুশুক্ষণিঃ॥
তস্মাত্তীর্থেষু গন্তব্যং নরৈঃ সংসারভীরুভিঃ।
পুণ্যোদকেষু সততং সাধুশ্রেণি-বিরাজিষু॥
পদ্মপু: পাঃ ১০।১৬ ১৭

৯৫। (১) সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ॥

৯৬। (১) ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে চ পার্ব্বতি।
ভাবেষু বিদ্যতে দেবি ভাবো মোক্ষস্বরূপধৃক্॥
কামধেনুতন্ত্রম্ ১৭ পঃ

করে নিয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখেছে ও টাকা পাঠিয়েছে। তীর্থে বাস করতে গিয়ে কতলোক সেখানে আবার দোকান পাট ব্যবসা ফেঁদে বসে।

৯৭। যদি এখানে বসে ভক্তি লাভ করতে পার, তীর্থে যাবার কি দরকার (১)? কাশী গিয়ে দেখলাম, সেই গাছ, সেই তেঁতুলপাতা। এখানকার আমগাছ, তেঁতুলগাছ, বাঁশঝাড়টি যেমন, সেখানকার সেগুলিও তেমনি।

৯৮। হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়, জানেনা কোথা হতে গন্ধ আসছে। তেমনি ভগবান্ এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে ঘুরে মরছে (১)। যা চায় তাই কাছে রয়েছে। অথচ লোকে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায় (২)।

৯৯। কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে দেখলাম—সাদা রংয়ের দীর্ঘাকৃতি একটি পুরুষ—মাথায় তার পিঙ্গল বর্ণের জটা, শ্মশানে

---

৯৭। (১) অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ ॥
বেদান্ত সুঃ ভাঃ ৩।৪।৩

৯৮। (১) সর্ব্বেষু প্রাণিজাতেষু হৃয়মাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
তমজ্ঞাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ ॥
অধ্যাত্ম উঃ ৭।৭৪

(২) জানন্তি নৈবং হৃদয়স্থিতং বৈ।
চামীকরং কণ্ঠগতং যথাজ্ঞাঃ ॥ অধ্যাত্ম, আদি ১।২১

প্রত্যেক চিতার কাছে আস্তে আস্তে আসছেন, আর প্রত্যেক দেহীকে যত্ন করে তুলে নিয়ে তার কাণে পরব্রহ্ম মন্ত্র দিচ্ছেন (১)।

১০০। যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে। যতক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে ততক্ষণ মার খপর নিতে হবে (১)। নিজের কাসি হলে মরিচ মিছরি, মরিচ লবণের জোগাড় করতে হয়। এসব যতক্ষণ করতে হবে ততক্ষণ মার খপরও নিতে হবে। তবে যখন নিজের শরীরের ঠিক থাকে না, তখন অন্য কথা ২)।

১০১। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না (১)। মা বাপ কি কম জিনিষ গা? চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত, তবু সন্ন্যাসের আগে কত দিন ধরে মাকে বুঝিয়ে বল্লেন, "মা আমি মাঝে মাঝে

---

৯৯। (১) অত্রোৎক্রমণকালেঽহং স্বয়মেব দ্বিজোত্তমাঃ।
দিশামি তারকং ব্রহ্ম দেহী স্যাদ্ যেন তন্ময়ঃ॥

কাশীখণ্ড ৬৪।৯৯

১০০। (১) পিতরং মাতরং বিদ্যামন্ত্রদং গুরুমেব চ।
যো ন পুষ্ণাতি মূঢ়শ্চ যাবজ্জীবঞ্চ সোঽশুচিঃ॥

ব্রঃ বৈঃ পুঃ কৃঃ ৭২।১০৯

(২) কঃ কস্য পুত্রঃ কস্তাতঃ কা মাতা কস্যচিৎ কুতঃ।
আয়ান্তি যান্তি সংসারং সর্ব্বে চ কৃতকর্ম্মণা॥

ব্রঃ বৈঃ পুঃ কৃঃ ৭৩।৫

১০১। (১) পিতা চ পতিতস্ত্যাজ্যো ন মাতা সৎসুতেন হি॥

শব্দকল্পদ্রুম, মাতৃশব্দ।

এসে তোমাকে দেখা দিব (২)।" মা যতদিন ছিল, নারদ তত দিন তপস্যায় যেতে পারেন নি (৩)। মার সেবা করতে হয়েছিল কিনা। তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম্ম টর্ম্ম কিছুই হয় না (৪)।

১০২। আমি মাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করতুম। সেই জগতের মা-ই ত মা হয়ে এসেছেন। (১) তাই কারু শ্রাদ্ধ, শেষে ইষ্টের পূজা হয়ে পড়ে। কেউ মরে গেলে বৈষ্ণবদের মহোৎসব হয়, তারও এই ভাব। সংসারে বাপ মা পরমগুরু। যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন যথাশক্তি উঁহাদের সেবা করতে হয়, আর মরে

---

১০১। (২) জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥

চৈঃ চঃ মঃ ৩পঃ

(৩) একাত্মজা মে জননী যোষিন্মূঢ়া চ কিঙ্করী।
মষ্যাত্মজেঽনন্যগতৌ চক্রে স্নেহানুবন্ধনম্॥ ভাঃ ১।৬।৬

(৪) যেন প্রীণাতি পিতরং তেন প্রীতঃ প্রজাপতিঃ।
প্রীণাতি মাতরং যেন পৃথিবী তেন পূজিতা॥
যেনপ্রীণাত্যুপাধ্যায়ং তেন স্যাদ্ ব্রহ্মপূজিতম্।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

মহাঃ অনুঃ ৭।২৫-২৬

ন চ তৈরভ্যনুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ।
যঞ্চ তেঽভ্যনুজানীয়ুঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

মহাঃ শান্তিঃ ১০৮।৫

১০২। (১) বিদ্যাঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎ সু॥ চণ্ডী ১১।৬

গেলে যথাসাধ্য শ্রাদ্ধ করতে হয়। (২) যে দরিদ্র, কিছু নাই, শ্রাদ্ধ করবার ক্ষমতা নাই, তাকেও বনে গিয়ে তাঁদের স্মরণ করে কাঁদতে হয়। তবে তাঁদের ঋণ শোধ হয়। (৩)

১০৩। কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্য বাপ মার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা চলে। যে মা ঈশ্বর লাভের পথে বিঘ্ন দেয়, সে মা নয়,—সে অবিদ্যা-রূপিনী (১)। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য না শুনলে কোন দোষ হয় না (২)। ভরত,—রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই (৩)।

---

(২) অত ঊর্দ্ধং সংবৎসরে সংবৎসরে প্রেতায় অন্নং দদ্যাৎ॥ শ্রাদ্ধতত্ত্বম্

(৩) গত্বারণ্যমমানুষ্য মূর্দ্ধ্ব বাহুর্বিরৌত্যদঃ।
নিরন্নো নির্ধনো দেবাঃ পিতরো মাঽনৃণং কৃথাঃ॥
নমেঽস্তি বিত্তং ন ধনং ন ভার্য্যা
শ্রাদ্ধং কথং বঃ পিতরঃ করোমি।
বনং প্রবিশ্যেঽহতু তন্ময়োচ্চৈ-
র্ভুজৌ কৃতৌ বর্ত্মনি মারুতস্য॥
ভবেৎ স বৈ তেন কৃতেন তেষা-
মৃণেন মুক্তঃ পিতৃদেবতানাম্॥ নির্ণয়সিন্ধুধৃতপ্রভাসখণ্ড ৩।২

১০৩। (১) স গুরুঃ পরমো বৈরী যো দদাতি হ্যসম্মতিম্॥
নারদ পঞ্চ ১।১০।২১

(২) গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্য্যং ভবতি শাসনম্॥
বাল্মীকি রাঃ অঃ ২১।১৩

(৩) অভিষেকো ভবত্বস্য মুনিভির্মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
তৎশ্রুত্বা ভরতোঽপ্যাহ মমরাজ্যেন কিং মুনে॥

প্রহ্লাদ—বাপ বল্লেও কৃষ্ণনাম নিতে ছাড়েনি (৪)। গোপীরা—কৃষ্ণ দর্শনের জন্য পতিদের মানা শুনে নাই (৫)। বলি—ভগবানের প্রীতির জন্য গুরু শুক্রাচার্য্যের কথা শুনে নাই (৬)। ধ্রুব—মা বারণ করলেও তপস্যা করতে বনে গিয়েছিল (৭)। বিভীষণ—রামকে

---

১০৩। রামোরাজাধিরাজশ্চ বয়ং তস্যৈব কিঙ্করাঃ
শ্বঃপ্রভাতে গমিষ্যামো রামমানেতুমঞ্জসা॥
অহং যূয়ং মাতরশ্চ কৈকেয়ীং রাক্ষসীং বিনা।
হনিষ্যাম্যধুনৈবাহং কৈকেয়ীং মাতৃগর্হ্বিনীম্।

অধ্যাত্মঃ অযোঃ ৮।৫-৭

(৪) দুর্ব্বুদ্ধে বিনিবর্ত্তস্ব বৈরিপক্ষস্তবাদতঃ।
অভয়ং তে প্রযচ্ছামি মাতি মূঢ়মতির্ভব॥

বিঃ পুঃ প্রঃ ১৭।৩৫

(৫) তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভি র্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ভাঃ ১০।২৯।৮

(৬) মা দদস্ব মহাবাহো ন ত্বং বেৎসি মহাসুর।
এষ মায়া-প্রতিচ্ছন্নো ভগবান্ প্রবরো হরিঃ॥

বলিরুবাচ—বিপ্রেন্দ্র প্রাঙ্মুখস্তিষ্ঠ স্থিতোঽস্মি কমলেক্ষণ।
প্রতীচ্ছ নিহি কিং ভূমিং কা মাত্রা ভোঃ পদত্রয়ম্॥

হরিবংশ ১৩।১৬

(৭) অনুজ্ঞাতুং ন শক্তাঽহং ত্বামুত্তানশয়াঙ্গজ।
সাষ্টৈকবর্ষদেশীয়ং তথাপি কথয়াম্যহম্॥
ইত্যনুজ্ঞা মনুপ্রাপ্য জননীচরণাম্বুজৌ।
ক্ষণং মৌলিজ জম্বাল-জড়ীকৃত্য ধ্রুবো যযৌ॥

কাশীখণ্ড ১৯।৫৬।৭০

পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শুনে নাই (৮)। তবে 'ঈশ্বরের পথে যেও না' এই কথা ছাড়া আর সব কথা শুনবি।

১০৪। মানুষের অনেকগুলি ঋণ আছে,—পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ, মাতৃঋণ (১)। মা বাপের ঋণ শোধ না করলে কোন কাজই হয় না। ক্ষমতা থেকেও যে বাপের ধার শোধ না করে, সে কি আর মানুষ ?

১০৫। জ্ঞানোন্মাদ বা প্রেমোন্মাদ হলে কে বা মা, কে বা বাপ, কে বা স্ত্রী। ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে পাগলের মত হয়ে গেছে। তার কোন কর্ত্তব্য থাকে না। সব ঋণ থেকে মুক্ত। তখন কাল্‌কের ভাবনা ভগবান ভাবেন। প্রেমোন্মাদ হলে জগৎ ভুলে যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা কিছুই থাকে না। শরীর বলে বোধই

---

১০৩। (৮) বিভীষণো রাবণবাক্যতঃ ক্ষণাৎ।
বিসৃজ্য সর্ব্বং সপরিচ্ছদং গৃহম্।
জগাম রামস্য পদারবিন্দয়োঃ
সেবাভিকাঙ্ক্ষী পরিপূর্ণমানসঃ॥ অধ্যাত্ম লঙ্কাঃ ২।৪৬

১০৪। (১) দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ তথা নরঃ
ঋণবান্ জায়তে যস্মাৎ তস্মান্মোক্ষে যতেৎ সদা॥

তৎপরিশোধনমাহঃ—

দেবানামনৃণো জন্তু র্যজ্ঞৈ র্ভবতি নারদ।
অল্পবিত্তশ্চ পূজাভিরুপবাসব্রতৈস্তথা।
শ্রাদ্ধেন প্রজয়া চৈব পিতৃণামনৃণো ভবেৎ॥
ঋষীণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন তপসা তথা॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর

থাকে না। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ তাও ভুল হয়ে যায় (১)। চৈতন্যদেবের হয়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন সাগর বলে বোধ নাই। মাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন (২)।

১০৬। যাকে দশে গণে মানে,—তা বিদ্যার জন্যই হোক বা গাওনা বাজনার জন্যই হোক, বা লেকচার দেবার জন্যই হোক বা আর কিছুর জন্যই হোক—নিশ্চিত জেনো তাতে শক্তির অধিক বিকাশ, সেইখানেই ঈশ্বরের অধিক কৃপা জানবি। তাঁর বিশেষ অংশ ভিতরে না থাকলে কেহ কখনও কোন বিষয়ে বড় হতে পারে না, বা মান সম্ভ্রম প্রভৃতি হজম করতে পারে না (১)।

---

১০৫। (১) প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥
স্বেদকম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদগদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব-হর্ষ-দৈন্য॥
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দ সুখ সাগরে ভাষায়॥ চৈঃ চঃ আঃ ৭

(২) কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।
ভূমি পড়ি কভু মূর্চ্ছা গড়াগড়ি যায়॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥ চৈঃ চঃ অঃ ১৮ পঃ

১০৬। (১) তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং হ্রীত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্য্যংতিতিক্ষাবিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেহংশকঃ॥ ভাঃ ১১।১৬.৪০
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেববা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ গীতা ১০।৪১

১০৭। তাঁর উপর ভার দিয়ে সংসারে থাকো না গো—ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। সেটা কি জান? পাতাখানা পড়ে আছে, য্যাম্‌নে হাওয়াতে নিয়ে যাচ্চে, ত্যাম্‌নে উড়ে যাচ্চে। কখন ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখনও আঁস্তাকুড়ে। কখন ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়। তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন, এখন সেইখানেই থাক, আবার যখন ওর চেয়ে ভাল জায়গায় ফেলবেন তখন যা হয় হবে। এই রকম করে তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাকতে হয়। চৈতন্য বায়ু য্যাম্‌নে মনকে ফেরাবে, ত্যাম্‌নে ফিরবে, এই আর কি (১)!

১০৮। কাশীতে মৃত্যু হলে শিব সাক্ষাৎকার হন,—হয়ে বলেন, 'আমার এই যে সাকার রূপ এ মায়িকরূপ—ভক্তের জন্য এইরূপ ধারণ করি। এই দেখ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যাই।' এই বলে সেইরূপ অন্তর্ধান হন। জ্ঞান হলেই মুক্তি (১)। যেখানেই থাকো—ভাগাড়েই মৃত্যু হোক, আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক জ্ঞানীর মুক্তি হবে (২)। তবে অজ্ঞানীর পক্ষে গঙ্গাতীর (৩)। পুরাণ

---

১০৭। (১) নির্ব্বাসনো নিরালম্বঃ স্বচ্ছন্দো মুক্তবন্ধনঃ।
ক্ষিপ্তঃ সংস্কারবাতেন চেষ্টতে শুষ্কপর্ণবৎ ॥ অষ্টাবক্রসংহিতা ১৮।২১

১০৮। (১) জ্ঞানান্মুক্তির্মহাদেবি সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ॥
যোগিনী তন্ত্র ১৩ পটল

(২) যেন কেনাপি ভাবেন যত্র কুত্র মৃতা অপি।
যোগিনস্তত্র লীয়ন্তে ঘটাকাশমিবাম্বরে ॥
তীর্থে চান্ত্যজগেহেবা নষ্টস্মৃতিরপি ত্যজন্।
সমকালে তনুং মুক্তঃ কৈবল্যব্যাপকো ভবেৎ ॥
অবধূত গীতা ১।৬৯।৭০

(৩) গঙ্গৈব কেবলা মুক্ত্যৈ নির্ণীতা পরিতো হরেঃ ॥ কাশীখণ্ড ২৮।২৭

মতে, চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয়, তার মুক্তি হবে (৪)। এ মতে নাম করলেই হয় (৫)। যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র—এ সব দরকার নাই। শবরী ব্যাধের মেয়ে, রুহিদাস যার খাবার সময় ঘন্টা বাজাতো, এরা সব শূদ্র! এদের ভক্তির দ্বারাই মুক্তি হয়েছে (৬)। বেদ মত আলাদা। ব্রাহ্মণ না হলে মুক্তি হয় না। আবার ঠিক মন্ত্রোচ্চারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্র—সব বিধি অনুসারে করতে হয়। কাশীতে ব্রাহ্মণই মরুক আর বেশ্যাই মরুক শিব হবে (৭)।

১০৯। ভেবেছ, মনে করলেই দুনিয়ার হিত করবে? তুমি কে? আর কি উপকার করবে? আর জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার করবে? যাঁর এ বিশ্বসংসার তিনি যেন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, কিসে জীবের হিত হয় তিনি জানেন না, আর তুমি

---

১০৮। (৪) চাণ্ডালা অপি বৈ পূজ্যা হরিভক্তিপরায়ণাঃ।
নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন ॥
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরেঃ ॥

হঃ ভঃ বিঃ ১০।৭৩

(৫) ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥ চৈঃ চঃ মঃ ২৫ পঃ

(৬) কিং দুর্ল্লভং জগন্নাথে শ্রীরামে ভক্তবৎসলে।
প্রসন্নেঽধমজন্মাপি শবরী মুক্তিমাপ সা ॥

অধ্যাত্মঃ অরণ্য ১০।৪২

(৭) যেঽপি তত্র বসন্তীহ নীচা বৈ পাপযোনয়ঃ।
সর্ব্বে তরন্তি সংসার মীশ্বরানুগ্রহাদ্দ্বিজাঃ ॥ কূঃ পুঃ উঃ ১১।১০৪

একেবারে সব জেনে ফেলেছ (১)? বলি বাপু, গঙ্গায় বর্ষাকালে ছোট ছোট কাঁকড়া হয় দেখেছ? এ বিশ্বসংসারে তুমি তার চেয়ে ক্ষুদ্র জীব, একটা কীটানুকীটও নও। তুমি আবার জীবের হিত কেমন করে করবে? যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন, তিনি জীবের হিত করবেন।

১১০। লোককে খাওয়ান এক রকম তাঁরই সেবা করা। সব জীবের ভিতর তিনিই অগ্নিরূপে রয়েছেন (১)। লোককে খাওয়ান কিনা তাঁহাকে আহুতি দেওয়া। কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নাই (২)।

১১১। কারুকে নিন্দা কোরো না, পোকাটিরও না (১)। নারায়ণই এই সব রূপ ধরে রয়েছেন। দুষ্ট খারাপ লোককেও পূজা করা যায়। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি এটাও বলবে—'যেন কারও নিন্দা না করি।'

১১২। ঈশ্বর দুবার হাসেন। যখন ভা'য়ে ভা'য়ে দড়ি ধরে জমি বখ্‌রা করে নেয় আর বলে 'ঐ দিকটা আমার ওদিকটা তোমার'

---

১০৯। (১) বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো
যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়-যোগমায়ঃ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাং স্ত্র্যধীশ
স্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ॥ ভাঃ ৩।১৬।৩৫

১১০। (১) অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ॥ গীতা ১৫।১৪
(২) অসূয়াবিষ্টমনসঃ কৃতঘ্নস্য চ মায়িনঃ।
পরদাররতস্যাপি দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্॥ বৃঃ নাঃ পুঃ ১২.৬

১১১। (১) ইহামুত্র সুখং প্রেপ্সুঃ পরনিন্দাং পরিত্যজেৎ॥
বৃঃ নাঃ পুঃ ১২।৬

—তখন একবার হাসেন। এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু ওরা বলছে, 'এটা আমার ওটা তোমার,' (১)।

১১৩। ধনীলোক দেখলেই সব মোসাহেব এসে জোটে। যেমন মরা গরু পেলে যত শকুনি এসে পড়ে। ওদের কথায় ভুলো না। মো-সাহেবেরা সব কথাতেই 'আজ্ঞা হাঁ, অতি চমৎকার।' আবার বলবে 'আপনি দানী, জ্ঞানী, ধ্যানী।' বলা ত নয় অমনি বাঁশ (১)।

১১৪। যাদের টাকা আছে তারা ত মায়ের দেওয়ান, তাদের দান করা উচিত (১)। সাধু, ভক্ত, দরিদ্র সামনে পড়লে কিছু দিতে হয়। পূর্ব্ব জন্মে যারা দান টান করে তাদেরই ধন হয় (২)। কৃপণের ধন মামলা মোকদ্দমায়, চোর ডাকাতে, ডাক্তার খরচে, আবার বদ্ ছেলের দ্বারা উড়ে যায় (৩)।

১১৫। ওদেশে চাষারা মাঠে আল বাঁধে। যারা খুব যত্ন করে চারিদিকে আল দেয়, জলের তোড়ে তাদের জমির আল ভেঙ্গে যায়,

---

১১২। (১) মমৈবেয়ং মহী কৃৎস্না ন তে মূঢ়েতি বাদিনঃ।
স্পর্দ্ধমানা মিথোঘ্নন্তি ম্রিয়ন্তে মৎকৃতে নৃপাঃ॥ ভাঃ ১২।৩।৮

১১৩। (১) যস্য যস্য হি যো ভাব স্তস্য তস্য হি তং বদন্।
অনুপ্রবিশ্য মেধাবী ক্ষিপ্রমাত্মবশং নয়েৎ॥

গঃ পুঃ পূঃ ১০৯।১৩

১১৪। (১) দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ॥

দানখণ্ড—১ যাজ্ঞবল্ক্য

(২) বিভবো দানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলম্॥ গঃ পুঃ পূঃ ১১০।৩

(৩) ন দেবেভ্যো ন বিপ্রেভ্যো বন্ধুভ্যো নৈব চাত্মনি।
কদর্য্যস্য ধনং যাতি অগ্নিতস্কর-রাজসু॥ গঃ পুঃ পূঃ ১০৯।২৭

আর জল বেরিয়ে গিয়ে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তাই চাষারা আলে ঘাসের চাপড়া ধরিয়ে মাঝে মাঝে ছেঁদা করে রাখে, তাকে ঘোগ বলে। জল ঘোগ দিয়ে একটু একটু বেরিয়ে যায়, তখন জলের তোড়ে আল ভাঙ্গে না, আর ক্ষেতের উপর পলি পড়ে, সেই পলিতে ক্ষেত খুব উর্ব্বরা হয়ে খুব ফসল হয়। যে দান ধ্যান করে সে অনেক ফল লাভ করে ;—চতুর্ব্বর্গ ফল (১)।

১১৬। এখানে আসবার সময় যা হোক এক পয়সার কিছু কিনে এনো। দেবতার স্থানে শুধু হাতে আসতে নেই (১)। কিছু খাবার আনবে। এতে খুব ভাল হয়। দেখ এখানকার জন্য যখন কিছু আনবে তার আগ ভাগ কারুকে তুলে দিও না, দিলে উচ্ছিষ্ট হয় (২)। ভগবানের ভোগে তা আর দেওয়া যায় না।

১১৭। বেশী খেও না (১), আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। শুচিবাইগ্রস্ত লোকদের কেবল অশুদ্ধ বিচার করতে গিয়ে সর্ব্বদা একটা অশুচির ভাব থেকে যায়। আচার যতটুকু দরকার ততটুকু

---

১১৫। (১) দানেন লভ্যতে বিদ্যা দানেন যুবতীজনঃ।
ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাং সাধনং পরমং স্মৃতম্ ॥ দানখণ্ড

১১৬। (১) রিক্তহস্তশ্চ নোপায়েদ্রাজানং দৈবতং গুরুম্।
ফলপুষ্পাম্বরাদীনি যথাশক্তি নিবেদয়েৎ ॥ প্রাণতোষণী ২।২

(২) দ্বিঃ স্বিন্নং পরিদগ্ধঞ্চ তথৈবাগ্রাবলেহিতম্।
শর্করা কীট পাষাণৈঃ কেশৈর্যত্রাপ্যুপদ্রুতম্। শ্রাদ্ধতত্ত্ব

১১৭। (১) অনারোগ্য মনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকো বিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ মনুঃ ২।৫৭

করবে। বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না। যাদের শুচিবাই, তাদের মধ্যে ঈশ্বর চিন্তা ঢোকা বড় কঠিন (২)। তাদের জ্ঞান হয় না।

১১৮। একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয়, আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয় (১)। একাদশীতে খৈ দুধ খাবে। আর দু'রকম একাদশী আছে। ফলমুল খেয়ে (২), আর লুচি ছক্কা খেয়ে। প্রথম নির্জ্জলা একাদশী, জল পর্য্যন্ত খাবে না (৩)। সন্ন্যাসীর নির্জ্জলা একাদশী। তোমরা নির্জ্জলা একাদশী পারবে না। পূর্ণত্যাগী, একেবারে সব ভোগ ত্যাগ। দ্বিতীয়—ফলমূল, দুধ সন্দেশ খেয়ে— ভক্ত যেমন গৃহে সামান্য ভোগ রেখে দিয়েছে।

১১৯। প্রসাদ খেতে কোন দোষ নাই। প্রসাদ পেলে তখনই তা ধারণ করতে হয়। প্রসাদে কোন বিচার চলে না (১), তাই শ্রীক্ষেত্রে কোন জাতি বিচার নাই, প্রসাদ যে দেবে নিতেই হবে।

---

১১৭। (২) অপি সর্ব্বনদীতোয়ৈর্ম্মৃৎকূটৈশ্চাপি গোময়ৈঃ।
আপাদমাচরন্ শৌচং ভাবদুষ্টো ন শুদ্ধিভাক্॥
কাশীখণ্ড ৩৫।৬৪

১১৮। (১) একাদশীব্রতং নাম সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রা বিষ্ণুপ্রীণনকারণম্॥ বৃঃ নাঃ পুঃ ২১।৩
(২) একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ॥
পয়োমুলফলৈর্ব্বাপি ন নির্দ্বাদশিকো ভবেৎ॥ হঃ ভঃ বিঃ ১২।৩৬
(৩) একাদশ্যাং নিরাহারো যদি মুক্তিমভীপ্সতি॥ বৃঃ নাঃ পুঃ ২১।৭

১১৯। (১) অশুচির্ব্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
উৎকল খণ্ড ৩৮।২০

১২০। মার পায়ের বিল্বপত্র খেয়ে কিম্বা মায়ের প্রসাদি দ্রব্য খেয়ে কিছু খেলে দোষ থাকে না (১)।

১২১। সাধু সন্ন্যাসী গেরস্থর বাড়ী থেকে অভুক্ত ফিরে গেলে গেরস্থর বড় অকল্যাণ হয় (১)। তাই আমি কিছু না খেয়ে যাব না।

১২২। সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয় (১)। এক মতে আছে শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল—সংস্কারের জন্য। একটি কন্যাও নাকি হয়েছিল (২)।

---

১২০। (১) উপবাসনিষেধেতু কিঞ্চিৎ ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ।
নো দুষ্যত্যুপবাসোঽত্র উপবাসফলং লভেৎ॥
হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৭২

১২১। (১) অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥ বৃঃ নাঃ পুঃ ২৫।৩৪

১২২। (১) সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
নাসংস্কৃতোঽধিকারী স্যাৎ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি॥
মহানির্ব্বাণ ৯।২

(২) পিতৃণাং শুভগা কন্যা পীবরী নাম সুন্দরী।
শুকশ্চকার পত্নীং তাং যোগমার্গে স্থিতোঽপি হি।
কন্যাং কীর্ত্তিং সমুৎপাদ্য ব্যাসপুত্রঃ প্রতাপবান্॥
দেবীভাগবত ১।১৯।৪০-৪১

# কামিনী-কাঞ্চন



১। এ সব উপদেশ ধারণা করতে হলে বীর্য্যধারণ করতে হয় (১)। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, "ভাই, এদের এত উপদেশ দিই তবু কিছু হয় না কেন?" নিত্যানন্দ বল্লেন, "ওরা স্ত্রী সংসর্গ কোরে সব অপব্যয় করে, তাই ধারণা করতে পারে না।" ফুটো কলসীতে জল রাখলে একটু একটু করে জল সব বেরিয়ে যায় (২)।

২। যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও তবে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকবে। যুবতীর কাছে অতি সাবধানে থাকলেও কিছু না কিছু কাম জাগবেই জাগবে। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়। যতই সিয়ান হও না কেন, কালির ঘরে থাকলে গায়ে কালি লাগবেই লাগবে (১)।

---

১। (১) সত্যেন লভ্য স্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
মুণ্ডক ৩।১।৫

(২) ইন্দ্রিয়ানান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাদাদিবোদকম্॥ মনু ২।৯৯

২। (১) কাজল্ কি ঘর্‌মে কেত্তা সেয়ান হোয়ে,
থোড়া বুঁদলাগে পরলাগে।
যুবতি কী সাথ মে, কেত্তা সেয়ান হোয়ে,
থোড়া কাম যাগে পর যাগে॥ বিশ্বকোষ-রামকৃষ্ণ

৩। মৈথুন আট প্রকার (১)—মেয়েদের কথা শুনতে শুনতে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের বিষয়ে কথাবার্ত্তা কোয়ে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের সঙ্গে নির্জ্জনে বসে কথা কয়ে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের কোন জিনিষ কাছে রেখে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের বিষয়ে গোপনীয় কথা আলোচনা করে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। কামভাবে মেয়েদের দিকে তাকানকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের দেহস্পর্শ করে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। তাই গুরুপত্নী যুবতী হোলে পাদস্পর্শ করতে নাই (২)। সন্ন্যাসীদের এই সব নিয়ম।

৪। ওরে ভগবান দর্শন না হোলে কাম একেবারে যায় না। তা ভগবানের দর্শন হলেও শরীর যতদিন থাকে ততদিন একটু আধটু থাকে, তবে মাথা তুল্‌তে পারে না (১)।

৫। কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী কাঞ্চন ভোগ?

---

৩। (১) স্মরণং দর্শনং স্ত্রীণাং গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্।
সমীচীনত্বধীস্তাসু প্রীতিঃ সম্ভাষণং মিথঃ॥
সহবাসশ্চসংসর্গঃ অষ্টধা মৈথুনং বিদুঃ॥
এতৎ বিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যং চিত্তপ্রসাদকম্॥

সঃ বেঃ সাঃ সং ১১০।১১১

(২) গুরুপত্নী তু যুবতী নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
কুর্ব্বীত বন্দনং ভূমা বসাবহমিতি ব্রুবন্॥ কুঃ উঃ ১৪।৩২

৪। (১) বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ গীতা ২।৫৯

সে ত ক্ষণিক আনন্দ, এই আছে এই নাই (১)। ওতে দুঃখের ভাগই বেশী। মেঘ ও বর্ষা প্রায় লেগে আছে।

৬। একদিন কালীঘরে আসনে বসে মাকে চিন্তা করচি; কিছুতেই মার মূর্ত্তি মনে আনতে পারলুম না। তারপর দেখি কি—'রমণী' বলে একটা বেশ্যা ঘাটে চান করতে আসত, তার মত হয়ে পূজোর ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারচে। দেখে হাসি আর বলি—'ওমা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছা হয়েছে—তা বেশ, ঐরূপেই আজ পূজো নে।' ঐ রকম করে বুঝিয়ে দিলে বেশ্যাও আমি—আমা ছাড়া কিছু নেই। আর একদিন গাড়ী করে মেছো বাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কি—সেজে, গুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ পরে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুকোয় তামাক খাচ্চে, আর মোহিনী হয়ে লোকের মন ভুলাচ্চে (১)। দেখে অবাক হয়ে বল্লুম—'মা! তুই এখানে এইভাবে রয়েছিস্?'—বলে প্রণাম করলুম। রামকে নারদাদি স্তব করছেন যে, "হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি, আর যত প্রকৃতির রূপ সব সীতা ধারণ করেছেন (২)।

৭। ভগবান লাভ করতে হলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার (১)।

---

৫। (১) ভোগা মেঘবিতানস্থ বিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলাঃ॥ অধ্যাত্ম অঃ ৪।২০

৬। (১) যোষিদ্রূপা চ মে মায়া সর্ব্বেষাং মোহকারিণী।
লীলয়া কুরুতে মোহং স্বাত্মারামস্য সন্ততম্॥ ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ৩৫।৮৯

(২) লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং জানকী শুভা।
পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং ত্বং হি রাঘব॥ অধ্যাত্ম অঃ ১ ১৮

৭। (১) মোক্ষস্য হেতুঃ প্রথমো নিগদ্যতে
বৈরাগ্য মত্যন্ত মনিত্যবস্তুষু॥ বিঃ চূঃ ৭২

যা ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন বলে বোধ হবে তা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হবে। পরে হবে বলে ফেলে রাখলে চলবে না।

৮। যে মাগসুখ ত্যাগ করেছে, সে ত জগৎসুখ ত্যাগ করেছে (১)। ঈশ্বর তার অতি নিকট। শুধু পান মাছ ত্যাগ করলে হবে না। ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।

৯। আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করলে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মত ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি অনেকদিন মেয়ে মানুষের মত কাপড় গয়না পরে ওড়না গায়ে দিয়ে সখীভাবে ছিলুম (১)।

১০। যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমাসুন্দরী রমণী চিতার ভস্ম বলে মনে হয়। তাঁর প্রেমের একবিন্দু যদি কেউ পায়, কামিনী কাঞ্চন অতি তুচ্ছ বলে বোধ হয়। মিছরির পানা খেলে চিটে গুড়ের পানা তুচ্ছ বলে বোধ হয়। রাবণকে একজন বলেছিল, "তুমি সীতার জন্য মায়ায় নানারূপ ধরছো একবার রামরূপ ধরে সীতার কাছে যাওনা কেন" (১)। রাবণ বল্লে, "রামরূপ

---

৮। (১) স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্তং জগৎ ত্যক্ত্বা সুখীভবেৎ ॥

যোঃ বাঃ বৈঃ ২১।৩৫

৯। (১) আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্ ॥

সনৎকুমার তন্ত্র

১০। (১) আনীতা ভবতা যদা পরিণীতা সাধ্বী ধরিত্রীসুতা।
স্বর্গাদ্ রাক্ষসমায়য়া ন চ কথং রামাঙ্গ মঙ্গীকৃতম্ ॥

একবার হৃদয়ে দেখলে অপ্সরাদের পর্য্যন্ত চিতার ভস্ম বলে মনে হয়, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা। তা রামরূপ কি ধরবো (২)।"

১১। কামিনী কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে চিন্তা করতে দেয় না। আপনারা যতদূর পার স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাকবে (১)। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে ভগবানকে ডাকবে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। তাঁর উপর বিশ্বাস ভক্তি যখন আসবে তখন অনেকটা অনাসক্ত হয়ে থাকতে পারবে।

১২। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর বেশী দিন থাকলে আর হুঁস থাকে না (১)। মেথর গুয়ের ভার বইতে বইতে তার আর ঘেন্না হয় না। মেয়েমানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার যো নাই (২)। বিশালাক্ষীর দ; নৌকা দহে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই। সংসারে শুধু যে কামের ভয় তা নয়। আবার ক্রোধ আছে, কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ আসে (৩)।

---

(২) কর্ত্তুং চেতসি রামরূপমমলং দূর্ব্বাদলশ্যামলম্।
তুচ্ছং ব্রহ্মপদং তদা পরবধূ-সঙ্গ-প্রসঙ্গঃ কুতঃ॥ রামায়ণী কথকতা

১১। (১) অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ।
বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা॥ ভাঃ ১১।২৬।২২

১২। (১) কামানতৃপ্তোঽনুজুষন্ ক্ষুল্লকান্ বর্ষযামিনীঃ।
ন বেদ যান্তী র্নায়ান্তী রুর্ব্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ॥ ভাঃ ১১।২৬।৬

(২) ন চাসাং মুচ্যতে কশ্চিৎ পুরুষো হস্তমাগতঃ। মহাঃ অনুঃ ৩৯।৫

(৩) সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
গীতা ২।৬২

১৩। সংসারীরা মেয়েদের কথায় উঠতে বল্লে উঠে, বসতে বল্লে বসে। আর মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকলেই তাদের বশ হয়ে যেতে হয় (১)। আমি এক জায়গায় যাব মনে করেছিলাম। রামলালের খুড়ীকে জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে, আর যেতে পারলুম না। খানিক পরে ভাবলুম—উঃ, আমি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী। সংসার না করেই এই! সংসারীরা না জানি পরিবারদের কাছে কি রকম বশ।

১৪। যত সব দেখিস হোমরা চোমরা বাবুভায়া, কেউ জজ, কেউ মেজেষ্টর, বাইরেই যত বোল বোলাও,—স্ত্রীর কাছে সব একেবারে কেঁচো, গোলাম (১)। অন্দর থেকে কোন হুকুম এলে, অন্যায় হলেও সেটা রদ করবার কারো ক্ষমতা নেই।

১৫। টাকার অহঙ্কার করতে নাই। তুমি যত বড় ধনীই হও, তোমা অপেক্ষা আরও অনেক বড় ধনী আছে জানবে। সন্ধ্যার পর জোনাকী পোকাগুলি মনে করে, আমা হতেই জগৎ আলো পাচ্ছে, তারপর যাই তারাগুলো বেরুলো অমনি জোনাকী পোকার আলো কমে গেল। তখন তারাগুলো ভাবলে, আমরাই জগৎকে আলো দিচ্ছি। তারপর যখন চাঁদ উঠলো, তখন তারাগুলো লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চাঁদ মনে করলে, আমার আলোয় জগৎ হাসছে। দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হল ; সূর্য্য উঠছেন চাঁদ মলিন হয়ে গেল।

১৩। (১) ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাদ্ যথাপুংসো যথাতৎসঙ্গিসঙ্গতঃ। ভাঃ ৩।৩১।৩৫

১৪। (১) ললনা-বিপুলালানে মনোমত্তমতঙ্গজঃ।
রতিশৃঙ্খলয়া ব্রহ্মন্ বদ্ধস্তিষ্ঠতি মূকবৎ॥
যোঃ বাঃ রাঃ বৈঃ ২১।২৯

খানিকক্ষণ পর আর দেখাই গেল না (১)। ধনীলোকেরা যদি এইগুলি ভাবে তা হলে আর তাদের ধনের অহঙ্কার হয় না।

১৬। এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া করত। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে হৃদের সঙ্গে কোন্নগর যাচ্চি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে। আমাদের দেখে বলছে, 'কি ঠাকুর! বলি আছ কেমন?' তার স্বর শুনে হৃদেকে বল্লাম, 'ওরে হৃদে! এর টাকা হয়েছে, তাই এই রকম কথা (১)। টাকার জন্য লোকে কি না করতে পারে। ব্রাহ্মণকে, সাধুকে মোট বহাতে পারে।

১৭। বিবাহ করে ছেলেপুলে হয়েছে তাই চাকরী করতে হয়। সাধু কপ্নী লয়ে ব্যস্ত, সংসারী ব্যস্ত ভার্য্যা লয়ে (১)। চৈতন্যদেব নিতাইকে বলেছিলেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।' তবে তাঁর শরণাগত হলে আর ভয় নাই। তিনিই রক্ষা করবেন।

১৮। মেয়েমানুষ দু'রকম—বিদ্যারূপিণী ও অবিদ্যারূপিণী।

---

১৫। (১) অধিগগন মনেকা স্তারকা দীপ্তিভাজঃ
প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্তি প্রভাবম্।
দিশি দিশি বিলসন্তন্তি ক্ষুদ্র খদ্যোতপোতাঃ
সবিতরি পরিভূতে কিং ন লোকৈর্ব্যলোকি॥ তন্ত্রতত্ত্ব ১।২৯৬ পৃঃ

১৬। (১) স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ।
ভেদোবৈরমবিশ্বাসঃ সং স্পর্দ্ধা ব্যসনানিচ।
এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলা মতানৃণাম্॥ ভাঃ ১১।২৩।১৮-১৯

১৭। (১) যং যত্ত্যজতি কামানাং তৎসুখস্যাভিপূর্য্যতে।
কামস্য বশগো নিত্যং দুঃখমেব প্রপদ্যতে॥ মহাঃ শান্তিঃ ১৭৭।৪৮

কে বিদ্যারূপিণী ( ভাল স্ত্রী ), কে অবিদ্যারূপিণী ( মন্দ স্ত্রী ) সংসারীরা বুঝতে পারে না। বিদ্যারূপিণী স্ত্রীর কামপ্রবৃত্তি, ক্রোধ, আহার, নিদ্রা, স্বভাবতঃ কম থাকে (১) ; স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। আর এদের স্নেহ, দয়া, ভক্তি, লজ্জা, এই সব থাকে। এরা সকলেরই বাৎসল্যভাবে সেবা করে (২)। পাছে স্বামীর বেশী খাটতে হয় সেইজন্য বেশী খরচ করে না, পাছে ঈশ্বর চিন্তার অবসর না হয়। স্বামীকে ঈশ্বরের পথে যেতে বিশেষ সহায়তা করে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী যথার্থ সহধর্ম্মিনী।

১৯। সংসারে টাকার আবশ্যক হয় বটে, তা বলে ওর জন্যে বেশী ভেবো না। সঞ্চয়ের জন্য অত ভেবো না। যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন (১)। তারা ও নিয়ে বেশী ভাবে না। একদিক থেকে টাকা আসে, আবার একদিক থেকে খরচ হয়ে যায়। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এর নাম যদৃচ্ছালাভ—এই ভাল।

২০। পতিব্রতা ধর্ম্ম ; স্বামী দেবতা। প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন (১)।

---

১৮। (১) অল্পভক্তাল্পভাষা চ সততং মঙ্গলৈর্যুতা।
সততং ধর্ম্মবহুলা সততঞ্চ পতিপ্রিয়া॥ গঃ পুঃ ১০৮।১৯

(২) করোতি পালনং স্নেহাৎ সৎপুত্রস্য সমং পতিম্॥ ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ৬।৩৮

১৯। (১) অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ গীতা ৯।২২

২০। (১) পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্।
মানসঃ সর্ব্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ॥
স এব দেবতা লিঙ্গৈ র্নামরূপবিকল্পিতৈঃ।
ইজ্যতে ভগবান্ পুংভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্॥ ভাঃ ৬।১৮।৩৩-৩৪

# গুরুতত্ত্ব

১। মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে। ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্ত্তা (১)। যাঁর এই ভুবন-মোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। "মানুষ-গুরু মন্ত্র দেন কাণে আর জগদগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে (২)।"

২। যদি কারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সাধন ভজনের প্রয়োজন মনে করে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তার সদগুরু জুটিয়ে দেন, গুরুর জন্য সাধকের চিন্তা করবার দরকার নাই (১)। অতি ভাগ্য বলে স্বপ্নে দীক্ষা পায়।

৩। মানুষে ইষ্টবুদ্ধি ঠিক ঠিক হলে তবে ভগবান লাভ হয়। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনে এক, একে তিন। গুরু ইষ্টে লয় হন। গুরু যেন সখী—যতদিন না শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন

---

১। (১) দীক্ষাগুরুঃ স এবাত্মা নাপরো বেদপারগঃ ॥ বৃহন্নীল ৩১ পৃঃ

(২) কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখান আপনে ॥ চৈঃ চঃ মঃ ২২

২। (১) ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎ সঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ ভাঃ ১০।৫১।৫৩

হয় ততদিন সখীর কাজের বিরাম নাই, সেই জন্য যতদিন না ইষ্টের সহিত সাধকের মিলন হয় ততদিন গুরুর কাজের শেষ নাই (১)।

৪। গুরুকে মানুষ বুদ্ধি করতে নাই। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন (১)। মানুষ-গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে ত মন্ত্রে বিশ্বাস হবে (২)! শূদ্র (একলব্য) মাটির দ্রোণকে সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য্য জ্ঞানে পূজা করত, তাতেই বাণ শিক্ষায় সিদ্ধ হল (৩)। বিশ্বাস হলেই সব হয়ে গেল। গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন সূতোর খেই ধরে গেলে বস্তু লাভ হয়।

৫। গুরু যে নামটি দেবেন বিশ্বাস করে সেই নামটী লয়ে সাধন ভজন করতে হয়। সমুদ্রে এক রকম শামুক আছে তার ভিতর মুক্তা তৈয়ার হয়। তারা সর্ব্বদা স্বাতীনক্ষত্রের এক ফোঁটা বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে জলের উপর ভাসে। যেই এক ফোঁটা জল তাদের মুখে পড়ল, অমনি মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, যতদিন না মুক্তা হয় ততদিন আর উপরে আসে না (১)।

---

৩। (১) দেশিকাকৃতিমাস্থায় পশুপাশানশেষতঃ।
ছিত্ত্বা পরপদং দেবি ! নয়ত্যেব যতো গুরুঃ ॥ কুলার্ণব ১৩

৪। (১) অতস্ত গুরুতা দেবী হ্যমানুষী ন সংশয়ঃ ॥ কুলার্ণব ৬

(২) আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাঽসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ভাঃ ১১।১৭।২৭

(৩) সতু দ্রোণস্য শিরসা পাদৌ গৃহ্য পরন্তপ।
অরণ্যমনু সংপ্রাপ্য কৃত্বা দ্রোণং মহীময়ম্ ॥ মহাঃ আঃ ১৩২।৩৩

৫। (১) স্বাত্যাং স্থিতে রবৌ মেঘৈ র্যে মুক্তা জলবিন্দবঃ।
শীর্ণাঃ শুক্তিষু জায়ন্তে তৈ মুর্ক্তা নির্ম্মলত্বিষঃ ॥ শব্দকল্পঃ মুক্তা

৬। গুরু এক, কিন্তু উপগুরু অনেক হতে পারে (১)। যার কাছে কিছু শিক্ষা পাই তিনিই উপগুরু। অবধুত এই রকম চব্বিশটী উপগুরু করেছিলেন (২)।

৭। যদি সদগুরু হয়, জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়। কাঁচাগুরু হলে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহঙ্কার আর ঘুচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না (১)।

৮। গুরুভক্তি কেমন জান? গুরু যা বলবে তা তখনি দেখতে পাবে—সে ভক্তি ছিল অর্জ্জুনের (১)।

৯। যার গুরুভক্তি হয় তার গুরুর আত্মীয় কুটুম্বদের দেখলে ত গুরুর উদ্দীপনা হবেই—যে গ্রামে গুরুর বাড়ী, সে গ্রামের লোকদের দেখলেও ঐরূপ উদ্দীপনা হয়ে তাদের প্রণাম করে, পায়ের

---

৬। (১) গুরুস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তো দীক্ষাশিক্ষাপ্রভেদতঃ।
আদৌ দীক্ষাগুরুঃ প্রোক্তঃ শেষে শিক্ষাগুরুর্মতঃ॥
প্রাণতোষণী ২।২

(২) এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্ব্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষাং মন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥ ভাঃ ১১।৭।৩৫

৭। (১) নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে।
উর্দ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ॥ তন্ত্রসার
সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্তৃত্বাদীশ্বরঃ করুণানিধিঃ।
আচার্য্যরূপমাস্থায় দীক্ষয়া মোক্ষয়েৎ পশূন্॥ কুলার্ণব ১৩

৮। (১) যেন বা দর্শিতে তত্ত্বে তৎক্ষণাত্তন্ময়ো ভবেৎ।
ধন্যং তদুক্তমখিলং স গুরুঃ পরমো মতঃ॥ কুলার্ণব ১৩

ধূলো নেয়, খাওয়ায় দাওয়ায় ও সেবা করে। মাটির প্রতিমায় তাঁর পূজা হয় আর মানুষে হয় না (১)?

১০। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত। গুরুর চরিত্রের দিকে দেখবার দরকার নাই। "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় (১)।" না হলে ত মানুষের দোষগুণ আছেই। সে তার ভক্তিতে কিন্তু তখন আর মানুষকে মানুষ দেখে না, ভগবান বলেই দেখে।

১১। কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝি জ্ঞান ভক্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব। গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই (১)। তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি, তিনিই জানিয়ে দেবেন। অষ্টবন্ধন নয়, অষ্টপাশ। তা থাকলেই বা। তাঁর কৃপা হলে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে। কি রকম জান? যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায় (২)। একটু একটু করে যায় না।

---

৯। (১) নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৫

১০। (১) অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্।
অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদাগতিঃ॥ বিচার চঃ ৩

১১। (১) গুরোঃ কৃপাবশাৎ পার্থ লভ্য আত্মা ন সংশয়ঃ॥ শান্তিগীতা ৩।৫
(২) শ্রুতঃ সংকীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতাশ্চাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্॥ ভাঃ ১২।৩।৪৬

১২। সদ্গুরুর কাছে উপদেশ নিতে হয় (১)। সদ্গুরুর লক্ষণ আছে। যার সংসার অনিত্য বলে বোধ হয় নাই, তার কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। যে কাশী দেখেছে তার কাছেই কাশীর কথা শুনতে হয়। এক পণ্ডিত বলেছিল, "ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজের প্রেমভক্তি দিয়ে সরস কোরো।" বেদে যাঁকে "রসস্বরূপ" বলেছে তাঁকে কিনা নীরস বলে (২)। আর এতে বোধ হচ্ছে, ঈশ্বর কি বস্তু সে ব্যক্তি কখনও জানে নাই। তাই এইরূপ গোলমেলে কথা।

---

# ত্যাগ

১। ত্যাগ দরকার। একটা জিনিষের পর যদি আর একটা জিনিষ থাকে, তবে প্রথম জিনিষটা পেতে গেলে, ও জিনিষটা সরাতে হবে। একটা না সরালে আর একটা পাওয়া যাবে কেন? তাঁকে সর্ব্বময় দেখলে সংসার ফংসার আর কিছু দেখা যায় না। ত্যাগ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না (১)।

২। ত্যাগীরা কামিনীকাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ভগবানকে দিতে পারে। তাদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে

---

১২। (১) তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সদ্গুরোর্দীক্ষিতো ভবেৎ॥ কুলার্ণব ৩য়

(২) রসোবৈ সঃ রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বা নন্দী ভবতি॥

তৈত্তিরীয় উঃ ২।৭ অনুঃ

১। (১) ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ॥

কৈবল্য উঃ ২

না। যারা ঠিক ঠিক ত্যাগী তারা ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কথা মুখে আনে না (১)। বিষয় কথা যেখানে হয় সেখান থেকে চলে যায়।

৩। এদিককার বাসনা কামনাগুলো সব এক এক করে ছাড়, তবে ত হবে (১)। কোথা ওগুলোকে সব এক এক করে ছাড়বে, না আরও বাড়াতে চললে, তা হলে কেমন করে হবে?

৪। সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে পরিশ্রান্ত হয়, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ কষ্ট পায়, তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। ভোগ না করলে অনেকের ত্যাগ হয় না। একটা পাখী একখানা জাহাজের মাস্তলের উপর অন্যমনস্ক ভাবে বসে ছিল। জাহাজ ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। চারিদিকে কূল-কিনারা নাই দেখে তার চটক ভাঙ্গল। তখন ডাঙ্গায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল! অনেক দূর উড়ে যখন কোন কূল-কিনারা দেখতে পেলে না, তখন ফিরে এসে মাস্তলে বসল। খানিকক্ষণ পরে আবার দক্ষিণ দিকে গেল সে দিকেও কূল-কিনারা দেখতে পেলে না। তখন কি করে, আবার মাস্তলে ফিরে এল। এবার খানিকক্ষণ জিরিয়ে ক্রমান্বয়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে গিয়েও কোথাও কূল-কিনারা দেখতে পেলে না। তখন

---

২। (১) কৃষ্ণার্পিতপ্রাণ-শরীরবুদ্ধি স্বান্তেন্দ্রিয়ঃ স্ত্রীসুতাসম্পদাদিঃ।
কৃষ্ণাশ্রয়ঃ কৃষ্ণকথানুরক্তঃ কৃষ্ণেষ্টমন্ত্রস্মৃতিপূজনীয়ঃ॥

পদ্মঃ পুঃ উঃ ৯৯

৩। (১) ত্যাগ এব হি সর্ব্বেষাং মোক্ষসাধনমুত্তমম্॥

মহাঃ শান্তিঃ ২১৯।২০ টীকা

অগত্যা সে ফিরে এসে সেই জাহাজের মাস্তুলের উপর নিশ্চিন্ত হয়ে বস্‌ল, আর উঠল না। তখন মনে আর কোন অশান্তি রইল না (১)।

৫। ( মথুরবাবুর প্রতি ) আরে বাপু, তুমি ত বল্লে কোন বেগ পেতে হবে না, কোন হাঙ্গামা হবে না। আমি ত জানব যে আমার টাকা আছে, আমি এত টাকার মালিক, তা তুমি দাওয়ানজীর কাছেই রাখ, আর যেখানেই রাখ, মনে একটা দাগ পড়ে যাবে ত। শুধু তাই নয়, মার উপর বিশ্বাস কম হয়ে যাবে। আবার হয়ত ঐ টাকার জন্য ফিরে জন্ম নিতে হবে (১)। ও বড় বালাই। যাক্, তুমি ওসব কথা মুখে এন না। আমার ভাবনা কিসের ? মা আছেন, তাঁর কাছে আমার কোন অভাব নাই। নিবৃত্তিই ভাল—প্রবৃত্তি ভাল নয়।

৬। সংসার যে ত্যাগ করেছে, সে অনেকটা এগিয়েছে। একটা ভেকধারী সাধারণ পেট-বৈরাগী ও একজন চরিত্রবান্ গৃহীর ভিতর তুলনা করলে সেই পেট-বৈরাগীকেই বড় বলতে হয় (১)। কারণ ঐ ব্যক্তি যোগ যাগ কিছু না করে কেবলমাত্র চরিত্রবান্ থেকে যদি

---

৪। (১) স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং
পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলবধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত
এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং
পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলবধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে
প্রাণ বন্ধনং হি সোম্য মন ইতি। ছাঃ উঃ ৬।৮।২

৫। (১) অর্থলোলুপতা দুঃখ মিতি বুদ্ধং চিরান্ময়া।
যদা যদালম্বসে কামং তত্তদেবানুরুধ্যসে॥ মহাঃ শান্তিঃ ১৭৭।৩৭

৬। (১) অব্‌বিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসি মাসি সমশ্নুতে।
নিরপেক্ষস্তু ভিক্ষাশী স তু তস্মাদ্বিশিষ্যতে॥ শাতাতপ।

জন্মটা ভিক্ষা করে কাটিয়ে দেয়, তাহলেও সাধারণ গৃহী অপেক্ষা এ জন্মে কত অধিক ত্যাগের পথে এগিয়ে রইল।

৭। গীতার সব বইটা পড়বার আবশ্যক নাই, 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' বলতে পারলেই হল। তাই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগী।' হে জীব, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনা কর—এই গীতার সার কথা। গীতা সব শাস্ত্রের সার (১)।

---

# সত্যকথা

১। সত্যকথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন (১)। 'সত্যকথা, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃসমান।' যার সত্যনিষ্ঠা আছে সে সত্যের ভগবানকে পায়। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে তবে ভগবান লাভ হয় (২)। সত্যে আঁট না থাক্‌লে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও মিথ্যা হতে দেন না।

---

৭। (১) তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে।
শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত গীতামাহাত্ম্য ১৯

১। (১) প্রকটেঽত্র কলৌ দেবি সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ।
স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ॥
মহানির্ব্বাণ ৪।৮০

(২) সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা॥ মুণ্ডক ৩।১।৫

২। কায়মনোবাক্যে বার বৎসর সত্য পালন করলে মানুষ সত্য-সঙ্কল্প হয়। যারা বিষয় কর্ম্ম করে, আফিসের কাজ কি ব্যবসা —তাদেরও সত্যতে থাকা উচিত (১)। একজন তার নাম করব না—সে দশ হাজার টাকার জন্য আদালতে মিথ্যাকথা কয়েছিল। সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই (২)। আমি এই ভেবে যদিও কখন বাহ্যে যাব বলে ফেলি, যদি বাহ্যে নাও পায়, তবুও গাড়ুটা সঙ্গে করে একবার ঝাউতলার দিকে যাই। রামের বাড়ী গেলুম, লুচি খাবনা বলে ফেলেছি। যখন খেতে দিলে, তখন আবার ক্ষিদে পেয়েছে। কি করি, লুচি খাবনা বলেছি, তাই মিঠাই দিয়ে পেট ভরাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায় (৩)।

---

২। (১) সত্যমেব জায়তে নানৃতম্। মুণ্ডক ৩।১৬

(২) সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে॥
নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণ ৪।৭৪।৭৫

(৩) নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্।
স্থিতির্হি সত্যং ধর্ম্মস্য তস্মাৎ সত্যং ন লোপয়েৎ॥

মহাঃ শাঃ ১৬২।২৪

# বিশ্বাস

১। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই (১)। তাঁর কাছে 'আমাকে ভক্তি, বিশ্বাস দাও' বলে প্রার্থনা করতে হয়। বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল (২)। সরল বিশ্বাস, বালকের মত বিশ্বাস না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল। কিন্তু হনুমানের 'রামনামে' এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গুণে সাগর লঙ্ঘন করলে (৩)।

২। ঠিক বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়, আর সব বিশ্বাস করলে আরও শীঘ্র হয় (১)। হাবাতেগুলোর বিশ্বাস হয় না।

---

১। (১) শ্রদ্ধাঃ পূর্ব্বাঃ স্মৃতা ধর্ম্মা শ্রদ্ধা মধ্যন্ত সংস্থিতাঃ।
শ্রদ্ধা নিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠাশ্চ ধর্ম্মাঃ শ্রদ্ধৈব কীর্ত্তিতাঃ॥

দেবীপুঃ ১২৭।১২

(২) শ্রদ্ধা ধর্ম্মঃ পরঃ সূক্ষ্মঃ শ্রদ্ধা জ্ঞানং হুতং তপঃ।
শ্রদ্ধা স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ শ্রদ্ধা সর্ব্বমিদং জগৎ॥ দেবীপুঃ ১২৭।১৫

(৩) প্রাণপ্রয়াণসময়ে যস্য নাম সকৃৎ স্মরন্।
নরস্তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিমপারং যাতি তৎপদম্॥
কিং পুনস্তস্য দূতোঽহং তদঙ্গাঙ্গুলিমুদ্রিকঃ।
তমেব হৃদয়ে ধ্যাত্বা লঙ্ঘয়াম্যল্পবারিধিম্॥ অধ্যাত্ম সুন্দর ১।৪-৬

২। (১) শ্রদ্ধয়া সাধ্যতে ধর্ম্মো বহুভির্নার্থরাশিভিঃ।
অকিঞ্চনা হি মুনয়ঃ শ্রদ্ধাবন্তো দিবং গতাঃ॥ গঃ পুঃ উঃ ১৩।২৫

সর্ব্বদাই সংশয়। আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সব সংশয় যায় না।

৩। একটী সাধু এসেছিল, তার ঈশ্বরের নামেই একান্ত বিশ্বাস। সেও রামাৎ; তার সঙ্গে অন্য কিছুই নেই, কেবল একটী লোটা ও একখানি বই। বইখানি তার বড়ই আদরের—ফুল দিয়ে নিত্য পূজা করত ও এক একবার খুলে দেখতো, তার সঙ্গে আলাপ হবার পর একদিন অনেক করে বলে কয়ে বইখানি দেখতে চেয়ে নিলুম, খুলে দেখি তাতে কেবল লাল কালীতে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে 'ওঁ রাম!' সে বললে, "মেলা গ্রন্থ পড়ে কি হবে? এক ভগবান থেকেই ত বেদ পুরাণ সব বেরিয়েছে, আর তাঁর নাম এবং তিনি তো অভেদ। অতএব চার বেদ, আঠারো পুরাণ, আর সব শাস্ত্রে যা আছে, তাঁর একটী নামেতে সে সব রয়েছে (১)! তাই তাঁর নাম নিয়েই আছি।" সাধুর নামে এমনি বিশ্বাস ছিল। সরল বিশ্বাস ও অকপটতা থাকলে তবে ভগবান লাভ হয় (২)।

---

৩। (১) অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ
সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ
শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি
নিঃশ্বসিতানি ॥ বৃঃ আঃ উঃ ২।৪।১০

(২) শ্রুতিমাত্রগতাঃ সূক্ষ্মাঃ প্রধান-পুরুষেশ্বরাঃ।
শ্রদ্ধামাত্রেণ গৃহ্যন্তে ন তর্কে ন চ চক্ষুষা ॥ দেবী পুঃ ১২৭।১৩

৪। কর্ম্ম করতে গেলে আগে বিশ্বাস চাই (১)। সেই সঙ্গে জিনিষটী মনে করে আনন্দ হয়। তবে সে কাজে প্রবৃত্ত হয়। আমি দেখেছি—সাধু গাঁজা তয়ের করছে আর সাজতে সাজতে আনন্দ। মাটীর নীচে কলসী করে সোনা আছে এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস আগে চাই।

৫। পাথর হাজার বৎসর জলে পড়ে থাকলেও তার ভেতর জল কখনও ঢোকে না (১); কিন্তু মাটীতে জল লাগলে তখনি গলে যায়। যারা বিশ্বাসী ও ভক্ত, তারা হাজার হাজার আপদ বিপদের মধ্যে পড়লেও হতাশ হয় না; কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষের মন সামান্য কারণে টলে যায়।

---

৪। (১) আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ প্রেঃ ১২

৫। (১) যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা॥

কাশীরহস্য ১৯।৫৫

# ব্যাকুলতা

১। যদি ঈশ্বরের জন্য কারও প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বোঝা যায় যে এর ঈশ্বর লাভের আর দেরী নাই। এই ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। আর বিবেক বৈরাগ্য এনে যদি কেউ সর্ব্বত্যাগ করতে পারে, তাহলে সাক্ষাৎকার হবে (১)। সে ব্যাকুলতা এলে উন্মাদের অবস্থা হয় (২)—তা জ্ঞান পথেই থাক আর ভক্তি পথেই থাক।

২। ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আব্দার কর। ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। 'দাও পরিচয়, নয় গলায় ছুরি দিব' (১)।

৩। তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর যাতে শুভযোগ ঘটে, অনুকূল হাওয়া বয় (১)। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি সব সুযোগ করে দেবেন।

---

১। (১) ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্! ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি
সাক্ষাৎ॥ ভাঃ ১১।২।৪৩

(২) বিনা সর্ব্বত্যাগং ভবতি ভজনং নহ্যসুপতে
রিতিত্যাগোঽস্মাভিঃ ক্ব ত ইহ কিমদ্বৈতকথয়া॥
চৈঃ চন্দ্রোঃ ৫।২৯

২। (১) অতঃ পরং চেন্ন স বীক্ষতে মাং
ন ধারয়িষ্যে বত জীবনঞ্চ॥ চৈঃ চন্দ্রোঃ ৮।৩৩
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়॥ চৈঃ চঃ মঃ ১২ পঃ

৩। (১) নমোঽস্তুতে মহাযোগিন্ প্রপন্ন মনুশাধি মাম্।
যথা তচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী॥ ভাঃ ১১।২৯।০

৪। বৃন্দাবন লীলার ভিতর তোরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টানটাই শুধু দেখ্‌ না, ধর্‌ না—ঈশ্বরে মনের ঐরূপ টান না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। কামগন্ধহীন না হলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না। ছাখ দেখি, গোপীরা স্বামী, পুত্র, কুল, শীল, মান, অপমান, লজ্জা, ঘৃণা, লোকভয়, সমাজভয়,—সব ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কতদূর উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল!—ঐরূপ করতে পারলে তবে ভগবান লাভ হয়। সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই গোপীদের মনে কোটী কোটী রমণসুখের অধিক আনন্দ উপস্থিত হয়ে দেহবুদ্ধির লোপ হত (১)। তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাদের মনে উদয় হতে পারে রে?

৫। যখন কালী বাড়ীতে সন্ধ্যার আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠতো, তখন আমি গঙ্গার ধারে গিয়ে মাকে কেঁদে কেঁদে চীৎকার করে বলতুম, 'মা, দিন ত গেল, কই, এখনও তোমার দেখা পেলুম না।' আবার কখন বলতাম, "ওহে দীননাথ জগন্নাথ, আমি ত জগৎ ছাড়া নই নাথ! আমি জ্ঞানহীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন আমি কিছুই

---

৪। (১) গেহে বনে ন ভেদো মে পশ্বাদিষু তথা নৃষু।
কিংবা জলং স্থলং কিংবা স্বপ্নজ্ঞানং দিবানিশম্‌॥
আত্মানঞ্চ ন জানামি চোদয়ং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
ক্ষণং প্রাপ্য হরের্বার্ত্তাং চেতনা মে বভূব হ॥
কৃষ্ণাকৃতিঞ্চ পশ্যামি শৃণোমি মুরলিধ্বনিম্‌।
কুললজ্জাভয়ং ত্যক্ত্বা চিন্তয়ামি হরেঃ পদম্‌॥

ব্রঃ বৈঃ পুঃ কৃষ্ণঃ ৯৩।৮৮-৯০

জানি না, দয়া করে দেখা দিতে হবে (১)।” রোজ রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করলে ব্যাকুলতা আসে। একদিনে হয় না। রাতদিন কেবল কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকলে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে?

---

## সন্ন্যাস

১। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু অর্থ, মান, যশ কিছুই চায় না (১)। সাধু সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরের কথা বই কথা কন না (২)। সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা,—আর কাজে চার আনা। সাধুর ঈশ্বরের কথাতেই বেশী হুঁস। সাপের ন্যাজ মাড়ালে আর রক্ষা নাই।—ন্যাজে যেন তার বেশী লাগে।

২। যারা ঠিক ঠিক ত্যাগী তারাই গেরুয়া পরবে। যাদের বার ভিতর এক হয়ে গেছে, আসক্তির লেশমাত্র নাই, তারাই গেরুয়ার

---

৫। (১) গতো যামো যামাবহহ গতবন্তৌ বত গতা
অমী যামা হা ধিগ্ দিনমপি গতপ্রায়মভবৎ।
ক্রমাদাশাপাশস্ত্রুটতি বত হা সার্দ্ধমসুভি-
স্তথাপি ত্বদ্বার্ত্তা নহি গতবতী শ্রোত্রপদবীম্॥

চৈঃ চন্দ্রোঃ ৪।২৭

১। (১) কিন্তু কিঞ্চিন্ন যাচেত স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ।

ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রঃ ৩৬।১১৯

(২) মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা মজ্জ্ঞানকথনে রতাঃ॥

কূঃ পুঃ উঃ ১২।২৭৩

যোগ্যপাত্র। যার মনে আসক্তি রয়েছে, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে অথচ বাহিরে গেরুয়া, সে বড় ভয়ঙ্কর (১)। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল।

৩। সাধু তিন রকমের দেখা যায়। উত্তম, মধ্যম, অধম। যারা উত্তম সাধু তারা খাবার চেষ্টা করে না। তাদের অজগর বৃত্তি, বসে খাওয়া পাবে। অজগর নড়ে না (১)। ঈশ্বরও তাদের কোনও অভাব রাখেন না। তাঁকে পেতে যা যা দরকার সব জোগাড় করে দেন (২)। যারা মধ্যম তারা 'নমো নারায়ণ' বলে দাঁড়ায়। আর যারা অধম, যেমন দণ্ডী ফণ্ডী তারা না দিলে ঝগড়া করে (৩)। ঠিক ঠিক সাধু—ঠিক ঠিক ত্যাগী সোণার থালও চায় না, মানও চায় না (৪)।

৪। যোগী দুই প্রকার—বহূদক ও কুটীচক। যে সাধু মনে শান্তির জন্য কেবল তীর্থ করে বেড়ায়, তাকে বহূদক বলে। বহূদক

---

২। (১) যদা মনসি সম্পন্নং বৈতৃষ্ণ্যং সর্ব্ববস্তুষু।
তদা সন্ন্যাস মিচ্ছেত্তু পতিতঃ স্যাদ্বিপর্য্যয়ে ॥ কূঃ পুঃ উঃ ২৮।৩

৩। (১) গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা।
যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ ॥
শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ।
যদি নোপনমেদ্ গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্ ॥ ভাঃ ১১।৮।২-৩

(২) তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ গীতা ৯।২২

(৩) সুদূরং গমনং গেহে গৃহস্থস্য দ্বিজস্য চ।
নারায়ণং সমাভাষ্য দ্বারে তস্য ব্রজেৎ সুধীঃ ॥
প্রাণতোষণী তন্ত্রম্ ৭।১

(৪) ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ গীতা ১৮।৫৪

অর্থাৎ বহু স্থানের উদক—কি না জল খায়। তারা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না (১)। আর যে সাধু সব ঘুরে শান্তি পেয়ে মনস্থির করে নিশ্চিন্ত ও চেষ্টাশূন্য হয়ে একস্থানে কুটীর বেঁধে বসে ভগবানকে চিন্তা করে, তাকে বলে কুটীচক (২)। তার আর তীর্থে যাওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। যদি সে তীর্থে যায় সে কেবল উদ্দীপনের জন্য।

৫। পরমহংস দুইপ্রকার। জ্ঞানী আর প্রেমী। জ্ঞানীর আমার হলেই হল। তিনি আপ্তসার (১)। যে সাধুর সঙ্গে পুঁটলী-পাঁটলা থাকে, পনেরটা গাঁটওয়ালা কাপড় বুঁচকি থাকে তাদের বিশ্বাস করো না (২)। আমি একজনকে বলেছিলাম—"ও রজোগুণী সাধু ওকে সিদে-টিদে দেওয়া ভাল নয়।" আর একজন সাধু আমায় শিক্ষা দিলে

---

৪। (১) বহূদকস্য ধর্ম্মেষু বিশিষ্টানি মুনীশ্বরাঃ।
বচ্মি সর্ব্বপ্রধানানি লক্ষণানি চ যানি তে॥
অনিকেতঃ স্থিরমতি স্তথাচ দৃঢ়সংযমী।
তীর্থযাত্রাটনঞ্চৈব সমাসেন নিবোধত॥ সন্ন্যাসধর্ম্ম ৪১

(২) ক্বচিন্মনোরমে স্থানে কুটীং নির্ম্মায় সংবসেৎ।
যোগোপনিষদধ্যায়ৈঃ কুর্য্যাদাধ্যাত্মিকোন্নতিম্॥

সন্ন্যাসধর্ম্ম ৩২

৫। (১) যঃ সর্ব্বসঙ্গনির্ম্মুক্তো নির্দ্বন্দ্বশ্চৈব নির্ভয়ঃ।
প্রোচ্যতে জ্ঞানসন্ন্যাসী স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতঃ॥

কুঃ পুঃ উঃ ২৮।৬

(২) জঠরে ভরণে রক্তঃ সংসক্তঃ সঞ্চয়ে তথা।
পরাঙ্মুখঃ স্বাত্মতত্ত্বে স সন্ন্যাসী বিড়ম্বিতঃ॥ শান্তিগীতা ৫।৪

—'অমন কথা বোলো না !—সাধু তিন প্রকার—সত্ত্বগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী।' সেই দিন থেকে আমি সব রকম সাধুকে মানি (৩)।

৬। সাধু সন্ন্যাসীর বেশী ঘি খাওয়া ভাল নয় (১)। ওতে কামপ্রবৃত্তি বাড়ে।

৭। পৃথিবী সকলের চেয়ে বড়, সাগর তার চেয়ে বড়, আকাশ তার চেয়ে বড়, কিন্তু ভগবান বিষ্ণু একপদে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন। সাধুর হৃদয় মধ্যে সেই বিষ্ণুপদ। তাই সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড় (১)।

৮। বৈরাগ্য দুইপ্রকার। তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য। মন্দা বৈরাগ্য হচ্চে হবে—ঢিমে তেতালা (১), তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত ক্ষুরের ধার, মায়াপাশ কচ্ কচ্ করে কেটে দেয় (২)। ভগবান লাভ

---

৫। (৩) একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী বা শিখী মুণ্ডিত এব বা।
কাষায়সারমাত্রোঽপি যতিঃ পূজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ॥
মহাঃ অশ্বঃ ১০৫।৮

৬। (১) ঘৃতঞ্চ মুত্রসদৃশং মধু স্যাৎ সুরয়া সমং।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘৃতাদীন্ বর্জ্জয়েদ্ যতিঃ॥ সন্ন্যাস উঃ ৭৬

৭। (১) অপহতসকলৈষণামলাত্ম হ্যবিরতমেধিতভাবনোপহূতঃ।
নিজজনবশগত্বমাত্মনোঽয়ন্ ন সরতি ছিদ্রবদক্ষরঃ সতাং হি॥
ভাঃ ৪।৩১।২০

৮। (১) মন্দোৎসাহী সুসংমূঢ়ো ব্যাধিস্থো গুরুদূষকঃ।
মন্দাচারো মন্দবীর্য্যো জ্ঞাতব্যো মৃদুসাধকঃ॥ শিব সং ৫।১১

(২) মহাবীর্য্যান্বিতোৎসাহী মনোজ্ঞঃ শৌর্য্যবানপি।
শাস্ত্রজ্ঞোঽভ্যাসশীলশ্চ নির্ম্মোহশ্চ নিরাকুলঃ॥

আজই করব, এখনই করে তবে আর কাজ। দেখ, একটু পুরুষত্ব থাকা চাই (৩)। শৃগাল কুকুরের পুরুষত্ব নয়, যাতে মানুষ হীন হয়ে পড়ে, অর্জ্জুনের মত পুরুষকার চাই, যেটা ধরব, সেটা করব, প্রাণপণ, ছাড়ব না। তারই নাম পুরুষার্থ, মনুষ্যত্ব (৪)।

৯। আবার মর্কট বৈরাগ্য আছে। সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া পরে কাশী গেল। তারপর পত্র এল, তোমরা ভাবিও না, আমার একটী কর্ম্ম হইয়াছে (১)।

১০। একজনের পরিবার বল্লে, "তুমি কোন কাজের নও, বয়স বাড়ছে, এখনও তুমি আমাকে ছেড়ে এক দিনও থাকতে পার না, কিন্তু অমুক লোকের ভারি বৈরাগ্য হয়েছে। তার ষোলজন স্ত্রী, একে একে তাদের ত্যাগ করছে। তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে না।" স্বামী কাঁধে গামছা নাইতে যাচ্ছিল, সে বল্লে "ক্ষেপী, সে লোক সংসার ত্যাগ করতে পারবে না,—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয় ?

---

৮। (২) জনসঙ্গবিরক্তশ্চ মহাব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ।
অধিমাত্রো ব্রতজ্ঞশ্চ সর্ব্বযোগস্য সাধকঃ ॥ শিব সং ৫।১৪

(৩) সংসারকুহরাদস্মান্নির্গন্তব্যং স্বয়ং বলাৎ।
পৌরুষং যত্নমাশ্রিত্য হরিণেবারি পিঞ্জরাৎ ॥

যোঃ বাঃ রাঃ মুঃ ৫।১৫

(৪) পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।
শুভেনাশুভমুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ ॥

যোঃ বাঃ রাঃ মুঃ ৫।৯

৯। (১) উৎপন্নে সঙ্কটে ঘোরে চৌরব্যাঘ্রাদিগোচরে।
ভয়ভীতস্য সন্ন্যাসমঙ্গিরো মুনয়োঽব্রবীৎ ॥ যতিধর্ম্মসংগ্রহ

এই ছাখ, আমি ত্যাগ করতে পারব। আমি চল্লুম।" সে সেই অবস্থায়ই বাড়ীর কোন গোছগাছ না করেই বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেল। বাড়ীর দিকে একবার পিছন ফিরে চাইলেও না। এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য। যাই বিবেক এল তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলে (১)।

১১। ঈশ্বরের কৃপায় যখন তীব্র বৈরাগ্য হয় তখন কামিনী কাঞ্চনের আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে। সাধন ভজন—হবে এখন, আজ না হয় কাল হবে—এ হল মন্দা বৈরাগ্য। যার প্রাণ একেবারে ব্যাকুল হয়ে ভগবানের দিকে ছোটে, কোন বাধা মানে না, ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না, মাগ ছেলেদের যেন কালসাপ দেখে, সংসার যেন পাতকূয়া মনে হয়, আর ভাবে যেন ডুবে গেলুম, তারই তীব্র বৈরাগ্য (১)।

১২। একজন সস্ত্রীক বিবাগী হয়ে নানা তীর্থ করে বেড়ায়। পথে যেতে স্বামী এক জায়গায় কয়েকটা হীরা পড়ে আছে, ছাখে। হীরা দেখে তার মনে হল, 'এগুলিকে মাটী চাপা দিয়ে রাখি, কি জানি আমার স্ত্রী যদি দেখতে পায়, তবে লোভ জন্মাতে পারে। সে তাই মনে করে ঐগুলোর উপর মাটী চাপা দিচ্ছে, এমন সময় তার স্ত্রী তা দেখতে পেয়ে কাছে এসে বল্লে, "হ্যাঁগা তুমি কি কচ্ছিলে?" স্বামী থতমত খেয়ে গেল। স্ত্রী যাই পা দিয়ে ধূলো

---

১০। (১) যস্মিন্ কামাঃ প্রবিশন্তি বিষয়ত্যাগসংহিতাঃ।
বিষয়ান্ন পুনর্যাতি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥

বৃহস্পতি সং

১১। (১) উৎপন্নজ্ঞানবিজ্ঞানো বৈরাগ্যং পরমং গতঃ।
প্রব্রজেদ্ ব্রহ্মচর্য্যা ত্তু যদীচ্ছেৎ পরমাং গতিম্॥ কূঃ পুঃ পূঃ ৩।৩

সরিয়েছে অমনি হীরাগুলো দেখতে পেলে ও বল্লে, "এখনও হীরা মাটী তফাৎ বোধ রয়েছে, তবে তুমি বনে এলে কেন (১)?" মনে ত্যাগ হলেই হল, তাহলেও সন্ন্যাসী। কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে ত।

১৩। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখবে না (১)। সাধারণ লোকে তা পারে না। মেয়ে মানুষ ভক্ত হলেও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু কথা কবে, তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না। সাধুর মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয় (২)। মেয়ে ভক্তেরা আলাদা থাকবে—পুরুষ ভক্তেরা আলাদা থাকবে। তবেই উভয়ের মঙ্গল। ওখানে সকলে ডুবে যায়।

১৪। সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করবে। হাজার ভক্ত হলেও মেয়েমানুষকে বেশীক্ষণ কাছে বসতে দিই না (১)। একটু পরে বলি, তোমরা ঠাকুর দেখগে। তাতেও যদি না উঠে, নিজে তামাক খাবার নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে

---

১২। (১) উদারো ধার্ম্মিকঃ সৌম্যঃ প্রাপ্যাপি বিপুলং ধনম্।
তৃণবৎ মন্যতে তার্ক্ষ্য আত্মানং বিত্তমিত্যপি॥
গরুড় পুঃ উঃ ৩৬।৩৫

১৩। (১) ন ভাষয়েৎ স্ত্রিয়ঃ কাশ্চিৎ পূর্ব্বদৃষ্টাং ন চ স্মরেৎ।
কথাঞ্চ বর্জ্জয়েত্তাসাং ন পশ্যেল্ লিখিতামপি॥ নাঃ পঃ উঃ ৪।৩

(২) সম্ভাষণং সহ স্ত্রীভিরালাপং প্রেক্ষণং তথা।
নৃত্যং গানং সভাসেবাপরিবাদাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ যতিধর্ম্ম

১৪। (১) ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ
ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রঃ ১২৪

পড়ি। আমার দেখে আবার সবাই শিখবে। সিদ্ধ হলেও সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্য, আর লোক শিক্ষার জন্য, এইরূপ করতে হয়। ন্যাসীসন্ন্যাসী—জগদ্‌গুরু !—তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক থুথু ফেলে থুথু খাওয়া।

১৫। চৈতন্যদেব লোক শিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন (১)। সন্ন্যাসী নির্লিপ্ত হলেও, জিতেন্দ্রিয় হলেও, লোক শিক্ষার জন্য কাছে কামিনী কাঞ্চন রাখবে না (২)।

১৬। সন্ন্যাসীর পক্ষে বীর্য্যপাত বড়ই খারাপ। এমন কি স্বপ্নেও যদি কামিনী সহবাস হচ্ছে বলে মনে হয়, আর তার দ্বারা বীর্য্যপাত হয়, তাহলে এতদিনের সাধন ভজন সব নষ্ট হয়ে যায় (১)।

১৭। সন্ন্যাসী যেমন মেয়ের পট পর্য্যন্ত দেখবে না, তেমনি,

---

১৫। (১) লোকশিক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেক তোমরা সব চিন্তা কর নাশ। চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬

(২) সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ যাহে রহে দুই ধর্ম্ম॥ চৈঃ চঃ মঃ ৩

১৬। (১) ধাতুপরিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ॥ প্রাণতোষণী ৭।১
হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বিধত্তে পরিগ্রহম্।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥ প্রাণতোষণী ৭।১

কাঞ্চন—টাকা—স্পর্শ করবে না (১)। টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। কাছে থাকলে হিসাব, দুশ্চিন্তা, টাকার অহঙ্কার, দেহের সুখের চেষ্টা, লোকের উপর ক্রোধ এই সব আসে।

১৮। সাধুরা সঞ্চয় করবে না (১)। ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবে। সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে, কেননা, মাগ ছেলে আছে। তাদের খাওয়াতে হবে (২)। তাই সঞ্চয়ের দরকার। পন্‌ছী ( পাখী ) আউর দরবেশ ( সাধু ) সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাখীর ছানা হলে ছানার জন্য মুখে করে খাবার আনে, তখন সঞ্চয় করে (৩)। মৌমাছি অনেকদিন ধরে অনেক কষ্টে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু নিজে সে মধু ভোগ করতে পায় না। আর একজন চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধুত এই শিক্ষা করলেন যে সঞ্চয় করতে নাই (৪)। আবার সাধুরা নিজের জন্য বাড়ীও প্রস্তুত করে না। সাপ যেমন নিজে গর্ত্ত না করে ইঁদুরের গর্ত্তে বাস করে, তেমনি সাধুরাও আবশ্যক হলে অন্য লোকের বাড়ীতে বাস করে থাকে (৫)।

---

১৭। (১) সুবর্ণং কালকূটমিব সভাস্থলং শ্মশানস্থলমিব ॥ সন্ন্যাস উঃ ২।৭৯

১৮। (১) নিস্ত্রৈগুণ্যো নির্ব্বিকল্পো নির্ল্লোভঃ স্যাদসঞ্চয়ী ॥ মহানির্ব্বাণ ৮।২৭৭

(২) আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি ॥ গঃ পুঃ পূঃ ১০৯।১

(৩) জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥ চণ্ডী ১।৫১

(৪) সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষুকঃ।
মক্ষিকা ইব সংগৃহ্নন্ সহ তেন বিনশ্যতি ॥ ভাঃ ১১।৮।১২

(৫) গৃহারম্ভোঽতিদুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥ ভাঃ ১১।৯।১৫

১৯। এ দেহ যখন অসার ও অনিত্য, তখন সাধু ভক্তেরা এ দেহের প্রতি এত যত্ন করেন কেন জান? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করবে; তাঁর নামগুণগান গাইবে; তাঁর জ্ঞানী, ভক্ত দেখে দেখে বেড়াবে বলে (১)।

২০। সংসার করে মনের যে বাজে খরচ হয়, আর বাজে খরচের দরুণ মনের যে ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি যদি সন্ন্যাস করা যায়, তাহলে পুরণ হয়। প্রথম জন্ম দেন বাপ, উপনয়নের সময় দ্বিতীয় জন্ম হয়। আর সন্ন্যাসের সময় আবার একবার জন্ম হয় (১)।

---

# কর্ম্মযোগ

১। মোটামুটি যোগ দুইপ্রকার—কর্ম্মযোগ ও মনোযোগ। কর্ম্মের দ্বারা যোগ, আর মনের দ্বারা যোগ। পূজা, তীর্থ, জীবসেবা ইত্যাদি গুরু উপদেশে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ (১)। জনকাদি কর্ম্ম করতেন, তার নাম কর্ম্মযোগ (২)। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ

---

১৯। (১) শরীরং যত্নতো রক্ষ্যং ধর্ম্মসাধনতৎপরৈঃ।
যে শরীরমুপেক্ষন্তে তে স্যুরাত্মাবঘাতিনঃ॥ বৃঃ নাঃ পুঃ ১০।৪২

২০। (১) মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥ মনু ২।১৬৯

১। (১) ক্রিয়াযোগরতস্তস্মাচ্ছ্রদ্ধয়া হরিমর্চ্চয়েৎ। বৃঃ নাঃ পুঃ ৩১।৩২
মৎস্থানদর্শনে শ্রদ্ধা মদ্ভক্তদর্শনে তথা।
মচ্ছাস্ত্রশ্রবণে শ্রদ্ধা মন্ত্রতন্ত্রাদিষু প্রভো॥ দেঃ ভাঃ ৭।৩৭।১৯

(২) কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ॥ গীতা ৩।২০

এই তিনটীতে কর্ম্ম করতে হয় (৩)। আর সন্ন্যাস—এদের দণ্ড কমণ্ডলু, ভিক্ষা-পাত্র ধারণ করতে হয় (৪)। কোন কোন সন্ন্যাসী লোকশিক্ষার জন্য কিছু কিছু নিত্যকর্ম্ম রাখে কিন্তু হয় ত মনের যোগ নাই জ্ঞান নাই, ঈশ্বরে মন নাই (৫)। অপর তিনটী আশ্রমী যদি নিষ্কাম কর্ম্ম করতে পারে, তাহলে তাদের কর্ম্মের দ্বারা যোগ হয় (৬)। যোগীরা যে স্মরণ মনন করে, তার নাম মনোযোগ। পরমহংস অবস্থায়, পূজা, জপ, তর্পণ, সন্ধ্যা এ সব কর্ম্ম উঠে যায়। এ অবস্থায় কেবল মনের যোগ (৭)। লোকশিক্ষার জন্য সাধ কোরে কখন কখন বাহিরের কর্ম্ম করে (৮)। কিন্তু স্মরণ মনন সর্ব্বদাই থাকে।

---

১। (৩) আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে॥ মনু ৬।৩৪

(৪) সর্ব্বভূতহিতঃ শান্ত স্ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
সর্ব্বারামঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ॥ গঃ পুঃ পূঃ ১০৩।২

(৫) সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্ত শ্চিকীর্ষু র্লোকসংগ্রহম্॥ গীতা ৩।২৫

(৬) তস্মাৎ কর্ম্মণি যুক্তাত্মা তত্ত্বমাপ্নোতি শাশ্বতম্॥ মৎস্য পুঃ ৫২।৭

(৭) ন স্নানং ন জপঃ পূজা ন হোমো নৈব সাধনম্।
নাগ্নিকার্য্যাদি কার্য্যঞ্চ নৈতস্যাস্তীহ নারদ॥ নাঃ পঃ উপঃ ৬।৩৩
সদৈব মানসীং পূজাং সদা মানসতর্পণম্।
ত্রিসন্ধ্যং মানসং যোগং নাভিকুণ্ডে প্রযত্নতঃ॥ প্রাঃ তোঃ ৭।১

(৮) অথবা কৃতকৃত্যোঽপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
শাস্ত্রীয়েণৈব মার্গেণ বর্ত্তেঽহং কা মম ক্ষতিঃ॥ পঞ্চদশী ১৪।৪০

২। তাঁকে দর্শন করতে হলে কর্ম্ম চাই (১)। একদিন ভাবে হালদারপুকুর দেখলুম। দেখি একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্চে, আর একবার হাতে তুলে দেখছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেললে, জল দেখা যায় না। ভক্তি লাভ করতে হলে, ঈশ্বর দর্শন করতে হলে, কর্ম্ম চাই। মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাততে হয়, তারপর দই বসলে পরিশ্রম করে মন্থন করতে হয়, তবে মাখন তোলা হয়। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। যো সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাক। দেখা দাও বলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ (২)।

৩। অন্তরে কি আছে জানবার জন্য প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লেগে সাধনা করতে হয় (১)। তারপর আর বেশী খাটতে হয় না (২)।

৪। ভগবতী নিজে—পঞ্চমুণ্ডির উপর বসে লোকশিক্ষার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। আবার তিনি শিবের জন্য অনেক কঠোর সাধন করেছিলেন,—পঞ্চতপা, শীতকালে জলে গা ডুবিয়ে থাকা, সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা (১)।

---

২। (১) আরুরুক্ষো মুর্নের্যোগং কর্ম্ম কারণ মুচ্যতে॥ গীতা ৬।৩
(২) হে নাথ দর্শনং দেহি মাং ভক্তং শরণাগতম্॥ নাঃ পঃ ১।৩।৮৩

৩। (১) তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
স্বৈরেব যত্নঃ কর্ত্তব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ॥ বিঃ চূঃ ৬৮
(২) ততোঽভ্যাসে স্থিরীভূতে ন তাদৃঙ্ নিয়মগ্রহঃ॥ প্রাঃ তোঃ ৬।১

৪। (১) সূর্য্যে দৃষ্টিং সমাক্ষিপ্য চকার পরমং তপঃ।
দীপ্তানাঞ্চ তথাগ্নীনাং মধ্যে স্থিত্বা তু ঘর্ম্মকে।
বর্ষাসু স্থণ্ডিলে স্থিত্বা শীতে জলসমীপগা॥ শিব পুঃ জ্ঞানঃ ১২।২৪

৫। সাধনার দ্বারা শীঘ্র ঈশ্বরকে দেখতে না পেলে নিরাশ হয়ো না (১)। পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায় ? চার কর। হাতসুতো, ছিপ যোগাড় কর। হয়ত চার করে ছিপ ফেলে বসেই আছ,—মাছের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্চে তবে বুঝি পুকুরে মাছ নাই।

৬। কলিযুগে বেদ মত চলে না। কলিতে তন্ত্রোক্ত মত (১)। বৈদিক কর্ম্ম বড় কঠিন। তাতে আবার দাসত্ব। এমনি আছে যে, বার বছর না কত ঐ রকম দাসত্ব করলে তাই হয়ে যায়। যাদের অতদিন দাসত্ব করলে, তাদের সত্ত্বা পেয়ে যায়। শুধু দাসত্ব নয়, আবার পেনসান্ খায়।

৭। কর্ম্মকাণ্ড হচ্ছে আদিকাণ্ড। বৈধী-ধর্ম্মকেই কর্ম্মকাণ্ড বলে। রজোগুণে ক্রমশঃ কাজের আড়ম্বর বেড়ে যায় (১)। তাই শেষে তমোগুণ এসে পড়ে। সত্ত্বগুণ—ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করবার যো নাই (২)। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে, ভগবান অর্জ্জুনকে বলছেন—তুমি ইচ্ছা করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত

---

৫। (১) উৎসাহান্ নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ সাহসাৎ।
জনসঙ্গপরিত্যাগাৎ ষড়্ভি র্যোগোহি সিধ্যতি ॥ প্রাঃ তোঃ ৬।১

৬। (১) কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধা স্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়াঃ বিষহীনোরগা ইব ॥ মঃ নিঃ ২।১৪।১৫

৭। (১) রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ॥ গীতা ১৪।৭
(২) ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ র্গুণৈঃ ॥ গীতা ৩।৫

হতে পারবে না। তোমায় যুদ্ধ করাবে তোমার প্রকৃতিতে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর (৩)। পূজা, জপ, তপ করছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয়, কিম্বা পুণ্য করবার জন্য নয়। এই ভাবে তাঁর উপর নির্ভর করে অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করার নামই কর্ম্মযোগ (৪)। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম, জপ ও ধ্যান করা এবং ঐ ভাবে সকল কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে পথ।

৮। জগতের দুঃখনাশ তুমি করবে? জগৎ কি এতটুকু? গঙ্গায় বর্ষাকালে কাঁকড়া হয় জান? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে (১)। এই জগতের পতি যিনি, তিনি সকলের খবর নিচ্ছেন। এই জীবনের উদ্দেশ্য তাঁকে আগে জানা। তারপর যা হয় কোরো। ছুরীর ব্যবহার জেনে ছুরী হাতে কর।

৯। সামনে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেই কাজই কামনা শূন্য হয়ে করতে হয় (১)। ইচ্ছা করে কতকগুলি কাজ জড়ান ভাল নয়; তাতে ভগবানকে ভুলে যেতে হয়।

---

৭। (৩) যদহঙ্কার মাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতি স্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥ গীতা ১৮.৫৯

(৪) ন মষ্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥
ভাঃ ১০।২২।২৬

৮। (১) যাবন্তি রোমকূপাণি বিকৃতানি হরেরহো।
তাবন্ত্যেব হি বিশ্বানি চাসংখ্যানি চ নারদ॥ নাঃ পঃ ২।২।৯৬

৯। (১) কার্য্য মিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং সঙ্গবর্জ্জিতম্।
ক্রিয়তে বিদুষা কর্ম্ম তদ্ভবেদপি মোক্ষদম্॥

১০। সংসারী লোক শুদ্ধভক্ত হলে লাভ লোকসান, সুখ দুঃখ এই সব কর্ম্মের ফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করে (১)। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম্ম নিষ্কাম করতে হয়। সন্ন্যাসী বিষয় কর্ম্ম সংসারীদের মত করে না।

১১। দুর্য্যোধন বলেছিলেন, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। হাঁ, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই সব করাচ্ছেন বটে, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ (১)।

১২। সংসারে আছ, থাকলেই বা। কর্ম্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে। নিজে কোন ফল কামনা কর্ত্তে নাই (১)। তবে ভক্তি কামনা, ভক্তি প্রার্থনা করতে পার। ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়।

১৩। যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব ( গুণ ) আসে, তার ঈশ্বরচিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। কেউ কেউ জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ পায়।

---

১০। (১) প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মনানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণ মিদং পরং ॥
যদ্বাফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণা মেতদপ্যাহু র্ব্রহ্মার্পণ মনুত্তমম্ ॥ কূঃ পুঃ ২।১৭-১৮

১১।( ১) জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানামি পাপং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ॥
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥
গর্গসং অশ্বমেধ ৫০।৩৬

১২। ( ১ ) যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম গীতা ৯,২৭

কামনাশূন্য হয়ে যদি কর্ম্ম করতে চেষ্টা করা যায়, তাহলে শেষে শুদ্ধ সত্ত্ব লাভ হয় (১)।

১৪। যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে তাকে দিয়ে তিনি জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চরণ এই সব কর্ম্ম করিয়ে লন (১)। ফল কামনা না করে এই সব কর্ম্ম করে যেতে পারলে নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়। সংসারে যতদিন ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে। আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হলেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়। নিষ্কাম কর্ম্মেতে অশান্তি হয় না (২)।

১৫। কর্ম্ম যে বরাবরই করতে হয়, তা নয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হলে আপনিই কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়। যখন একবার 'হরি' বা একবার 'রাম' নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই

---

১৩। (১) তস্মাৎ কর্ম্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।
বিদ্যাময়োঽয়ং পুরুষো ন তু কর্ম্মময়ঃ স্মৃতঃ॥
মহাভাঃ অশ্বঃ ৫১।৩২

১৪। (১) যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি,
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥ দেবীসূক্ত

(২) অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
মোক্ষ ইত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্ স এব বিমলক্রমঃ॥
যোঃ বাঃ বৈঃ ৩।৮

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎ পরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তি যোগ সমন্বিতং॥ ভাঃ ১।৫।৩৫

জেনো যে জপ আহ্নিক কর্ম্ম আর করবার আবশ্যক নাই। তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে (১)। কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে।

১৬। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে, তাহলে হোম, যাগ, যজ্ঞ, পূজা এ সব কর্ম্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া না পাওয়া যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার। যদি আপনি হাওয়া আসে, তাহলে আর পাখার কোন আবশ্যক হয় না (১)।

১৭। যা কিছু কর্ম্ম আছে, শেষ হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত (১)। গৃহিণী বাড়ীর কাজ কর্ম্ম ও রান্না-বান্না সেরে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে গামছাখানা কাঁধে ফেলে পুকুরঘাটে গা ধুতে যায়, তখন আর হেসেল ঘরে ফেরে না—ডাকাডাকি করলেও—আসে না।

---

১৫। (১) তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ভাঃ ১১।২০.৯

১৬। (১) বিদিতে পরতত্ত্বে তু সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥
নারদঃ পঃ ৫।১০.৪০

১৭। (১) যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষঃ কল্পকোটিশতৈরপি॥
মহা নিঃ ১৪।১০৯

# ভক্তিযোগ

১। ভক্তির মানে—কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা (১)। কায়,—অর্থাৎ চক্ষে তাঁর মূর্ত্তি দেখা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, হাতে তাঁর পূজা, সেবা, আর কাণে তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন শোনা। মন,—অর্থাৎ তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা, সর্ব্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা। বাক্য,—অর্থাৎ তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন ও স্তব স্তুতি করা (২)।

২। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি (১)। ভক্তিযোগ যুগ-ধর্ম্ম (২)। অন্য অন্য যুগে নানা রকমের কঠোর সাধনের নিয়ম ছিল। সে সকল সাধনে এ যুগে সিদ্ধি লাভ করা বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে সব কর্ম্মের কথা বলেছে, তার সময় কৈ? একে জীবের অল্প

---

১। (১) ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধনভূয়সী॥
গরুড় পুঃ পূঃ ২৩১।৩

(২) বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং,
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥ ভাঃ ১০।১০।৩৮

২। (১) কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

(২) কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২

পরমায়ুঃ, তাতে আবার অন্নগত প্রাণ—কঠোর তপস্যা কেমন করে করবে (৩)।

৩। কলিযুগে জ্ঞানযোগও ভারি কঠিন। দেহ-বুদ্ধি কোন মতে যায় না (১)। দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয় বুদ্ধি; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই সকল বিষয়। বিষয় বুদ্ধি যাওয়া বড় কঠিন।

৪। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ আর অন্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়; কিন্তু ভক্তিপথ দিয়ে তাঁর কাছে সহজে যাওয়া যায়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান তাহলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবেন (১)। তার এ মানে নয় যে ভক্ত এক জায়গায় যাবে, আর জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। ঈশ্বর যদি খুসী হন, তা হলে ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন (২)।

---

২। (৩) প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ॥
ভুরীণি ভুরিকর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ॥ ভাঃ ১।১।১০-১১

৩। (১) ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ গীতা ১২।৫

৪। (১) যৎ কর্ম্মভি র্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩

(২) ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্ সর্ব্বান্ পরিপালয়তি। সর্ব্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি মোক্ষং দাপয়তি॥ ত্রিপাদ বিভূতি উপনিষদ্ ৮ অঃ

৫। ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়, (১) ভাব সমাধিতে রূপ দর্শন হয়, আর নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয় —তখন অহং, নাম, রূপ, থাকে না (২)। সে ভক্তি এলেই মা যেমন ছেলেকে, ছেলে যেমন মাকে, স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে, সেইরূপ ভালবাসা আসে। এ ভালবাসা, এ রাগ ভক্তি এলে স্ত্রী পুত্র আত্মীয়দের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। সংসার-একটী কর্ম্মভূমি বলে বোধ হয়।

৬। ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন (১)। যোগীরা যোগ করে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে, এইগুলি জানবার জন্য মাকে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, তিনি আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন (২)। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

৭। ওরে ভক্তেরা কি দেখতে চায়? তারা সাক্ষাৎ সেবাই

---

৫। (১) ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ গীতা ১১।৫৪

(২) ধ্যানেনৈকাগ্রমাপন্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ।
বিদ্যায়াং সচ্চিদানন্দা অখণ্ডৈকরসাত্মতাম্ ॥ পঞ্চদশী ১৫।৩১

৬। (১) পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ গীতা ৮।২২
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ॥ ভাঃ ১১।১৪।২১

(২) ভবান্ ভক্তিমতা লভ্যো দুর্লভঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ভাঃ ৪।২৪।৫৪

চায় (১)। দেখলে শুনলে (ঈশ্বরের) ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ভয় আসে, ভালবাসা চাপা পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীরা বিরহে আকুল। ঠাকুর তাদের অবস্থা জেনে উদ্ধবকে বুঝাতে পাঠালেন (২)। উদ্ধব জ্ঞানী কিনা! বৃন্দাবনের কান্নাকাটি ভাব, খাওয়ান, পরান ইত্যাদি উদ্ধব বুঝতে পারত না। গোপীদের শুদ্ধা ভালবাসাটাকে মায়িক ও ছোট বলে দেখত। তারও দেখে শুনে শিক্ষা হবে, সেও এক কথা।

৮। উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে গেলেন তখন গোপীগণ, রাখালগণ তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে এল। সকলেই জিজ্ঞাসা করছে শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন, তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন (১)? এই বলে কেউ কাঁদতে লাগলেন। কেহ কেহ তাঁকে নিয়ে বৃন্দাবনে তাঁর লীলার নানাস্থান দেখাতে লাগলেন। উদ্ধব তখন বল্লেন, "তোমরা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে অত কাতর হচ্ছ কেন? জানত, তিনি ভগবান, সর্ব্বত্র আছেন (২)। তিনি মথুরায় আছেন আর বৃন্দাবনে

---

৭। (১) মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়াপূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ভাঃ ৯।৪।৬৭

(২) গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্ব্বিমোচয় ॥ ভাঃ ১০।৪৬।৩

৮। (১) অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে,
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে,
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ভাঃ ১০।৪৭।২১

(২) মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥ ভাঃ ১০।৪৬।৩৬

নাই—এটা তো হতে পারে না।" গোপীরা বল্লে, "আমরা ও সব বুঝতে পারি না, তুমি কৃষ্ণসখা, জ্ঞানী, তুমি এ সব কি কথা বলছ? আমরা কি ধ্যানী না জ্ঞানী, না ঋষি মুনির মত জপ তপ করে তাঁকে পেয়েছি? আমরা যাকে সাক্ষাৎ সাজিয়েছি গুজিয়েছি, খাইয়েছি পরিয়েছি, ধ্যান করে তাকে আবার ঐ সব করতে যাব? আমরা তা কি আর করতে পারি? যে মন দিয়ে ধ্যান জপ করব, সে মন আমাদের থাকলে ত তা দিয়ে ঐ সব করব। সে মন যে অনেক দিন হ'ল, কৃষ্ণপাদ-পদ্মে অর্পন করেছি। আমাদের বলতে আমাদের কি আর কিছু আছে যে, তাইতে অহং বুদ্ধি করে জপ করব?"

৯। উদ্ধব ত শুনে অবাক্! তখন সে গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা যে কত গভীর ও কি বস্তু, তা বুঝতে পেরে তাদের গুরু বলে প্রণাম করে চলে গেল (১)।

১০। আবার কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা রাধিকার কাছে এসেছিলেন। শ্রীমতী ধ্যানস্থ ছিলেন (১)। তার পর যশোদাকে বল্লেন, "কৃষ্ণ চিদাত্মা আর আমি চিৎশক্তি (২)। তুমি কিছু

---

৯। (১) দৃষ্ট্বৈবমাদি গোপীনাং কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবম্।
উদ্ধবঃ পরমপ্রীতস্তা নমস্যন্নিদং জগৌ ॥ ভাঃ ১০।৪৭।৫৭

১০। (১) ধ্যায়মানাং পদাম্ভোজং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
বাহ্যজ্ঞানপরিত্যক্তাং তন্নিবিষ্টৈকমানসাম্ ॥
ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ১১০।২০

(২) বাসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ ॥
ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ১১১।৫৬

বর লও (৩)।" যশোদা বল্লেন, "আমার ব্রহ্মজ্ঞান চাই না; তবে এই বর দাও যেন কায়মনোবাক্যে তাঁরই সেবা করতে পারি, যেন এই চক্ষে তাঁর ভক্তের দর্শন হয়, এই মনে তাঁর ধ্যান চিন্তা আর বাক্যের দ্বারা তাঁর নাম গুণগান যেন হয়। আর কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ যেন সর্ব্বদা হয় (৪)।"

১১। ঠিক মাণিক লাভ করতে গেলে জলের ভেতর ডুব দিতে হয়। গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে, জলের উপর হাত পা ছুড়লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারি হয়, জলে ভাসে না—তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। তেমনি ঈশ্বরকে পেতে গেলে তাঁর প্রেমে মগ্ন হতে হবে (১)। সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক্—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভেতর ছবি, কেমন ঝিল এই সব দেখেই অবাক্, কিন্তু কই, বাগানের মালিককে খোঁজে

---

১০। (৩) রাশব্দশ্চ মহাবিষ্ণু র্বিশ্বানি যস্য লোমসু।
বিশ্বপ্রাণিষু বিশ্বেষু ধা ধাত্রী মাতৃবাচকঃ॥
ধাত্রীমাতাহমেতেষাং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
তেন রাধা সমাখ্যাতা হরিণা চ পুরা বুধৈঃ॥
ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ১১১।৭১

(৪) বরং বৃণুষ্ব ভদ্রং তে যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্।
সর্ব্বং দাস্যামি ভবতীং জ্ঞানিনামপি দুর্লভম্॥
হরৌ চ নিশ্চলা ভক্তি স্তদ্দাস্যং বাঞ্ছিতং মম॥
ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ১১১।৬৫-৬৬

১১। (১) ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ গীতা ১২।৮

কজন ? বাবুকে খোঁজে দু এক জনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়। তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কাল পাশ কাটে (২)।

১২। ঋষিরা বাল্মীকিকে 'মরা' 'মরা' জপ করতে বল্লেন (১)। ওর একটু মানে আছে। 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ, আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ (২)। আগে দরকার ঈশ্বর দর্শন, তারপর বিচার —শাস্ত্র, জগৎ। আমি রাত্রে একলা কেঁদে কেঁদে বেড়াতাম, আর বলেছিলাম, মা, বিচার বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও, বেশী বিচার করলে শেষে হানি হয়। তাই তোমাকে বলছি আর বিচার কোরো না।

১৩। ঈশ্বরকে বিচার করে কে জানতে পারবে? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য আমার অত জানবার কি দরকার (১)? আমার দরকার ভক্তি। ঈশ্বরের নাম গুণ গান করা ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা,

---

১১। (২) ধ্যাতঃ স্মৃতঃ স্তুতো বাপি নমিতো বা জনার্দ্দনঃ।
সংসারপাশবিচ্ছেদী কস্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥ বৃঃ নাঃ পুঃ ৩২।৪৪

১২। (১) ইত্যুক্ত্বা রাম তে নাম ব্যত্যস্তাক্ষর পূর্ব্বকম্।
একাগ্র মনসাত্রৈব মরেতি জপ সর্ব্বদা। অধ্যাত্ম অঃ ৬।৮০

(২) রাশব্দো বিশ্ববচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
বিশ্বানামীশ্বরো যোহি তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ১১১।২১

১৩। (১) কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্,
যোগেশ্বরোতী র্ভবত স্ত্রিলোক্যাম্।
ক বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ভাঃ ১০।১৪।২১

"হে ঈশ্বর আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও বিবেক বৈরাগ্য দাও, আমায় দেখা দাও (২)।"

১৪। জ্ঞান-বিচার-পুরুষমানুষ, বাড়ীর বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায়। ভক্তি মেয়ে মানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। কলিযুগে ভক্তিযোগই ভাল। ভক্তি দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়, বেশী বিচার করা ভাল নয়। বেশী বিচার করতে গেলে সব গুলিয়ে যায়। মার পাদপদ্মে ভক্তি থাকলেই হল (১)।

১৫। 'আমি ব্রহ্ম' একথা বলবার আমার কখনও ইচ্ছা হয় না। আমি বলি 'তুমি প্রভু আমি দাস।' ষষ্ঠভূমি পার হয়ে সপ্তম ভূমিতে বেশীক্ষণ থাকতে আমার ইচ্ছা হয় না। পঞ্চম ভূমি আর ষষ্ঠভূমির মাঝখানে বাচ্‌খেলান ভাল। আমার সেব্য সেবক ভাবই খুব ভাল লাগে (১)। আমার ইচ্ছা তাঁর সর্ব্বদা নামগুণগান করি। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না (২)।

---

১৩। (২) ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়া মেঽস্তু জন্মজন্মান্তরেষ্বপি॥ বৃঃ নাঃ পুঃ ৩৬।৪৮

দেবপ্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত॥ বিঃ পুঃ প্রঃ ২০।১৬

১৪। (১) অয়ন্তু পরয়া ভক্ত্যা দৃশ্যতে নান্যথা ক্বচিৎ॥
শিঃ পুঃ বিদ্যেঃ ১।১২

১৫। (১) মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥
চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭ অঃ

(২) সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ গর্গ সং অশ্বঃ ৩১।৪

১৬। ভক্তির 'আমি'তে অহঙ্কার হয় না। ঐ 'আমি'তে অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয় (১)। এ 'আমি' আমির মধ্যে নয়। হিংচে শাক, শাকের মধ্যে নয়; অন্য শাকে অসুখ হয়, কিন্তু হিংচে শাকে পিত্ত নাশ হয় (২); উল্টে উপকার হয়। মিছরী মিষ্টির মধ্যে নয়, মিছরীতে অম্বল নাশ হয়, অন্য মিষ্টি খেলে অপকার হয়।

১৭। মনে করো না যে বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতন্য! যে চৈতন্যে জড় পর্য্যন্ত চেতন হয়েছে, হাত পা শরীর নড়ছে (১)। বলে শরীর নড়ছে, কিন্তু তিনি নড়ছেন জানে না। বলে জলে হাত পুড়ে গেল। জলে কিছু পোড়ে না। জলের ভেতর যে উত্তাপ, জলের ভেতর যে অগ্নি তাতেই হাত পুড়ে গেল।

১৮। ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়। সে দেখে তিনিই সব

---

১৬। (১) সোঽহং দাসোঽহমিতি বা বুদ্ধির্যস্য দৃঢ়ামলা।
কর্ম্মভি র্ন স বধ্যেত অকর্ত্তৃত্বাচ্চ দেববৎ॥
ভক্তিচন্দ্রিকা ১।২।৫

(২) শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা॥
ভাবপ্রকাশ, শাকবর্গ ২৬

ভবেৎ পুষ্পাসিতা সীতা রক্তপিত্তহরী লঘুঃ।
সিতোপলী সরা লঘ্বী বাতপিত্তহরী হিমা॥ ইক্ষুবর্গ ৩১

১৭। (১) চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্॥ শিব সং ১।৪৯

হয়েছেন। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই (১)। পাকাভক্তি যখন হয়, তখন এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমে যখন ন্যাবা লাগে, তখন সবই হলদে দেখে (২)। আরশুলা কুমুরে পোকা ভেবে ভেবে নিশ্চল হয়ে যায়, শেষে কুমুরে পোকাই হয়ে যায় (৩)।

১৯। ঈশ্বর লাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে জ্যোতিঃ দেখা যায়, আনন্দ হয়, বুকের ভিতর তুবড়ির মত গুড়্ গুড়্ করে, মহাবায়ু উঠে, আর বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, সত্যকথা ঈশ্বরের নামগুণ কীর্ত্তন এই সব অনুরাগের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হলে জানবে ঈশ্বর দর্শনের আর বিলম্ব নাই (১)।

২০। ভক্তের স্বভাব কি জান? আমি বলি তুমি শুন, তুমি বল আমি শুনি। সেই রকম যখন ভক্তের সঙ্গে ভক্তের দেখা হয়,

---

১৮। (১) আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং কৃষ্ণ শ্চরাচরম্॥ নাঃ পঞ্চঃ ২।১।২১

(২) পাণ্ডুদন্তনখোযস্তু পাণ্ডুনেত্রশ্চ যো ভবেৎ।
পাণ্ডুসংঘাতদর্শীচ পাণ্ডুরোগী বিনশ্যতি॥ নিদানপাণ্ডুরোগাদি ২

(৩) কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎ সাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্॥ ভাঃ ১১।৯।২৩

১৯। (১) অমানিত্ব মদাম্ভিত্ব মহিংসা ক্ষান্তি রার্জ্জবং।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্য মাত্ম বিনিগ্রহঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য মনহঙ্কার এবচ।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্॥
অসক্তি রনভিষঙ্গঃ পুত্র দার গৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব মিষ্টা নিষ্টোপ পত্তিষু॥
ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশ সেবিত্ব মরতি র্জন সংসদি॥ গীতা ১৩।৭-১০

তখন তারা উভয়ে ধর্ম্ম কথা কয়, বড় আনন্দ করে, আর হঠাৎ সে সঙ্গ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করে না (১)।

২১। ঈশ্বরের উপর যখন ভালবাসা আসে তখন কেবল তাঁরই কথা কইতে ও শুনতে ইচ্ছা হয় (১)। সংসারী লোকেরও নিজের ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে। যদি কেউ ছেলের সুখ্যাতি করে ত বলবে, "ওরে তোর খুড়োর জন্যে পা ধোবার জল এনে দে।"

২২। ঈশ্বর ভক্ত তাঁর সঙ্গে যে ভাবে আলাপ করে, ও তাতে প্রাণে যে ভাব হয়, যার তার কাছে বলতে ইচ্ছা করে না। বলেও সুখ পায় না, আর বলতে গেলে প্রাণে সে ভাব থাকে না। কিন্তু সে আর একজন ভক্তের কাছে প্রাণ খুলে সব কথা বলে, বোলেও সুখ পায়, আর বলবার জন্য ব্যাকুল হয় (১)।

২৩। ঠিক ঠিক ভক্তি হলে সামান্য জিনিষ হতেও তার ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয়ে ভাবে বিভোর হয় (১)। শুনিসনি চৈতন্যদেব এক

---

২০। (১) মচ্চিত্তা মদগত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ গীতা ১০।৯

২১। (১) পরিপূর্ণতমে সাক্ষাৎ সর্ব্বকারণকারণে।
মনোগতি রবিচ্ছিন্না খণ্ডিতাহৈতুকীতু যা ॥
গর্গসং বিজ্ঞান ৩।১৪

২২। (১) ভক্তো নিষ্কারণো ভূত্বা জ্ঞানবৈরাগ্যসংযুতঃ।
প্রেমলক্ষণয়া বাচা হরিভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥
গর্গসং বিজ্ঞান ২।১৯

২৩। (১) উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে ॥
ভঃ রঃ দঃ ১।১৫৫

সময়ে মেড়্‌গাঁ দিয়ে যেতে যেতে শুনলেন, এই গ্রামের মাটীতে খোল তৈয়ারী হয়। অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন,—কেন না হরিনাম কীর্ত্তনের সময় খোল বাজে। মেঘ দেখলে ময়ূরের উদ্দীপন হয়। তখন আনন্দে পেখম্ ধরে নৃত্য করে।

২৪। এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত যাগ যজ্ঞ হোম করবে, এত উপচারে পূজা করতে হবে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ করবে, এত উপবাস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধী ভক্তি এ সব অনেক করতে করতে ক্রমে রাগ ভক্তি আসে (১)।

২৫। শাস্ত্রে অনেক কর্ম্ম করতে বলেছে তাই করছি; এইরূপ ভক্তিকে 'বৈধী-ভক্তি' বলে। আর ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে, অনুরাগ থেকে যে ভক্তি হয় তাকে বলে 'রাগ-ভক্তি' (১)। যেমন প্রহ্লাদের। সে ভক্তি এলে আর বৈধীকর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। প্রথমে একবার পাপ পাপ করতে হয়, কিসে পাপ থেকে মুক্তি হয়, কিন্তু তাঁর কৃপায়

---

২৪। (১) শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্য্যাদয়ান্বিতা।
বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদা মার্গ উচ্যতে॥
ভঃ রঃ পূঃ ২।১৩০

২৫। (১) ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে॥
ভঃ রঃ পূঃ ২।১৩১

(২) বন্যাসু তরণী সরণি র্জবেন গম্যং নয়ত্যনিয়তাপি।
ন সহজকুটিলেষু পুনর্নদী প্রবাহেষ্বনিয়তাপি॥
চৈঃ চন্দ্রোদয়ঃ ৩।১৯

যদি একবার ভালবাসা কি রাগভক্তি আসে, তাহলে পাপপুণ্য সব ভুল হয়ে যায়। তখন আইনের সঙ্গে, শাস্ত্রের সঙ্গে তফাৎ হয়ে যায়। অনুতাপ কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এ সব ভাবনা আর থাকে না। বাঁকা নদী দিয়ে গন্তব্য স্থানে যেতে অনেকক্ষণ সময় লাগে ও অনেক কষ্ট হয়। কিন্তু যদি বন্যে হয় তাহলে সোজাপথে অল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া যায় (২)।

২৬। যারা নিত্যসিদ্ধ, (১) অথবা যাদের পূর্ব্বজন্মে অনেক কাজ করা আছে, তাদের রাগ ভক্তি (২)। যেমন কোন পোড়ো বাড়ীতে বন জঙ্গল সাফ করতে করতে এক জায়গায় মাটি ঢাকা ফোয়ারা পাওয়া গেল, আর যাই সেই মাটিগুলি সরিয়ে দিয়েছে অমনি ফর্ ফর্ করে জল বেরুতে লাগল। যাদের রাগ-ভক্তি তারা এমন কথা বলে না, 'আর ভাই কত হবিষ্য করলুম, কতবার বাড়ীতে পূজা আনলুম, কিন্তু কি হলো।' খানদানী চাষা যদি বার বৎসর অনাবৃষ্টি হয়, তবুও চাষ দিতে ছাড়ে না (৩)।

২৭। ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমা-

---

২৬। (১) আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ॥
সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তঃ সমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ ভঃ রঃ পূঃ

(২) রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ চৈঃ চঃ মঃ ৮পঃ

(৩) আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়া॥ ভঃ রঃ পূঃ ৩।১৫

ভক্তি না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না (১)। প্রেম, অনুরাগ না হলে ভগবান লাভ হয় না। গোপীদের প্রেমাভক্তি। অহংতা আর মমতা এই দুটী জিনিষ প্রেমা-ভক্তিতে থাকে (২)। অহংতা কি না, আমি যদি কৃষ্ণের সেবা না করি তবে তাঁর অসুখ হবে। এতে ঈশ্বর বোধ থাকে না। আর মমতা কি না, 'আমার' 'আমার' করা। শ্রীকৃষ্ণের পায়ে পাছে কাঁটা ফোটে সেইজন্য গোপীদের সূক্ষ্ম শরীর তাঁর চরণ তলে থাকতো, গোপীদের এত মমতা (৩)।

২৮। ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হলে প্রেমাভক্তি হয় না। প্রেমাভক্তির লক্ষণ—আপনা আপনি ভক্তিআসা (১)। প্রেমের স্বভাব এই যে, আপনাকে বড় মনে করা আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করা। পাছে তার কষ্ট হয়। যাকে ভালবাসে তার পায়ে কাঁটাটি পর্য্যন্ত না ফোটে কেবল এই ইচ্ছা (২)।

---

২৭। (১) সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥
উঃ নীঃ স্থায়ীভাব ১০২

(২) "অহংকারস্য দ্বে বৃত্তী, অহন্তা মমতাচেতি।" তয়ো র্জ্ঞানেন লয়ো মোক্ষঃ ॥ মাধুর্য্যকাদম্বিনী ৮মী বৃষ্টিঃ ॥

(৩) সদা কৃষ্ণ ব্যাঘ্র হইতে রক্ষার কারণে।
লগুড় হস্ততে ফিরে শ্রীকুঞ্জের বনে ॥ ভক্তমাল, ৩য় মালা ॥

২৮। (১) সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৪৬

(২) অনুযোগে কৈল বহু আর্ত্তনাদ করি,
কৃষ্ণে দুঃখ দেহ কেনে অনশন করি।

২৯। প্রেম কি সামান্য জিনিষ গা? চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেম কাকে বলে জান? প্রেম হলে সমস্ত জগৎ ভুল হয়ে যাবে, আপনাকে ভুল হয়ে যাবে। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ তার উপর পর্য্যন্ত মমতা থাকবে না। দেহাত্মবোধ একে-বারে চলে যাবে। চৈতন্যদেব "বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে (১)।" ঝড় উঠলে যেমন গাছপালা আর চেনা যায় না, সব এক রকম দেখায়; তেমনি ভগবৎ প্রেমের উদয় হলে সব ভেদবুদ্ধি চলে যায়। ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না।

৩০। যশোদা বল্লেন, "আমার গোপাল, তোদের চিন্তামণি কৃষ্ণ

---

২৮। (২) মাধুকরী ভিক্ষা করি উদর ভরহ।
সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে দুঃখ নাহি দেহ॥ ভক্তমাল, ২য় মালা

২৯। (১) একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখে আচম্বিতে॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥ চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৫
এবং সঞ্চিন্তয়ন্ বিষ্ণুমভেদেনাত্মনো দ্বিজ।
তন্ময়ত্বমবাপাগ্র্যং মেনে চাত্মানমচ্যুতম্॥
বিসস্মার তথাত্মানং নান্যৎ কিঞ্চিদজানত॥
বিষ্ণুঃ পুঃ প্রঃ ২০।১-২
শরজ্জ্যোৎস্না সিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাম্॥
চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৮

আমি জানি না।" গোপীরাও 'কোথায় হৃদয় বল্লভ! কোথায় প্রাণ বল্লভ!' বলছে, ঈশ্বর বোধ নাই (১)। যেমন ছোট ছেলেরা বলে, 'আমার বাবা'। যদি কেউ বলে, 'না, তোর বাবা নয়',—তাহলে বলবে, 'না, আমার বাবা'। ভালবাসা একদিক থেকে হলে 'একাঙ্গী প্রেম' বলে (২)। যেমন হাঁস জলে থাকতে ভালবাসে, কিন্তু জল হাঁসকে চাচ্ছে না। 'সাধারণী প্রেম' (৩) তুমি সুখী হও আর না হও, আমার সুখ হলেই হল। যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। 'সমঞ্জসা প্রেম' (৪) কিনা, দুজনেরই সুখ হোক। আমারও হোক তোমারও হোক। এ খুব ভাল অবস্থা। আবার আছে 'সমর্থা প্রেম' (৫)—যেমন শ্রীমতীর। কৃষ্ণসুখে সুখী, আমার যাই হোক, তুমি সুখে থাক। এইটি সকলের উচ্চ অবস্থা। গোপীদের এই বড় উচ্চ ভাব।

---

৩০। (১) বাৎসল্য ভক্ত পিতামাতা যত গুরুজন।
মধুররসে মুখ্যভক্ত ব্রজে গোপীগণ॥ চৈঃ চঃ মধ্য ১৯

(২) অন্তঃশুদ্ধি র্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃশান্ত্যাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভি কামিনাম্।
সা ভক্তিরেকমুখ্যাঙ্গাশ্রিতানেকাঙ্গিকাথবা॥ ভঃ রঃ পূঃ ২।১২৮

(৩) নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা।
সম্ভোগেচ্ছানিদানেহয়ং রতিঃ সাধারণী মতা॥
উঃ নীলমণি স্থাঃ ৩০

(৪) পত্নী ভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা।
ক্বচিদ্ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা॥ উঃ নীলমণি স্থাঃ ৩৩

(৫) কিঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াতিতঃ।
রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে॥ উঃ নীলমণি স্থাঃ ৩৭

৩১। গোপীরা কে জান ? কোন কোন পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যখন বনে বনে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য ষাট হাজার ঋষি ব্যাকুল হয়ে বসেছিলেন। রামচন্দ্র স্নেহপরবশ হয়ে তাঁদের দিকে একবার চেয়ে দেখেছিলেন ; তাঁরাই পরে গোপী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১)।

৩২। সকাম ভক্তিও আছে (১), আবার নিষ্কাম ভক্তি (২), শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী ভক্তি এও আছে। কোন কামনা নাই, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি। এটি যদি হয় তাহলে খুব ভাল। সেরূপ ভক্ত মুক্তি, ধন মান, দেহসুখ, রোগ ভাল হওয়া এসব কিছুই চায় না। কেবল তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি চায়। দেখ আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে না তবু ভালবাসে। আর ভালবাসে বলে দেখতে আসে। একেই বলে অকারণ ভালবাসা। ভগবানের উপর এই রকম ভালবাসা চাই। কেন ভালবাসি তা জানি না। ভালবাসি বলে ভালবাসি।

---

৩১। (১) পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

ভঃ রঃ পূঃ ২।১৫৬

৩২। (১) কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা॥ ভঃ রঃ পূঃ ২।১৫৩
(২) অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ ভঃ রঃ পূঃ ১।৯

৩৩। অহল্যা বলেছিলেন, "হে রাম, আমার যদি শূকর গর্ভে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি থাকে (১)। ধন, মান, দেহ, সুখ কিছুই চায় না, কেবল ঈশ্বরকে দেখতে চায়। এরই নাম শুদ্ধা ভক্তি। যখন নারদ রাবণ বধের কথা রামচন্দ্রকে স্মরণ করাবার জন্য অযোধ্যায় গিছলেন (২) তখন সীতারাম দর্শন করে স্তব করতে লাগলেন। রামচন্দ্র নারদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাহিলেন। নারদ বল্লেন, "রাম, যদি একান্ত আমায় বর দিবে, তবে এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে; আর যেন তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই (৩)।" রাম আরও কিছু বর দিতে চাহিলেন, নারদ বল্লেন, "আর কোন বর চাই না।"

৩৪। আবার আছে উর্জিতা ভক্তি। তাতে ভাবে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়—ভক্তি যেন উথলে পড়ছে (১)। যেমন চৈতন্যদেবের। রাম লক্ষ্মণকে বল্লেন, "ভাই যেখানে দেখবে উর্জিতা

---

৩৩। (১) দেব মে যত্র কুত্রাপি স্থিতায়া অপি সর্ব্বদা।
ত্বৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্তু মে ॥ অধ্যাত্ম আঃ ৫।৫৮

(২) উবাচ বচনং রামং ব্রহ্মণা নোদিতোঽস্ম্যহম্।
রাবণস্য বধার্থায় জাতোঽসি রঘুসত্তম ॥ অধ্যাত্ম অঃ ১।৩২-৩৩

(৩) অহং ত্বদ্ভক্তভক্তানাং তদ্ভক্তানাঞ্চ কিঙ্করঃ।
অতো মামনুগৃহ্লীষ মোহয়স্ব ন মাং প্রভো ॥ অধ্যাত্ম অঃ ১।৩০

৩৪। (১) বাগ্‌গদ্গা দ্রবতে যস্য চিত্তং, রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ ॥
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ, মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥
ভাঃ ১১।১৪।২৪

ভক্তি, সেখানে আমি স্বয়ং বর্ত্তমান জানবে (২)। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব এই সব হয়; আর দু-একজনের (ঈশ্বর কোটীর) মহাভাব, প্রেম এ সব হয় (৩)।

৩৫। একটি আছে নিষ্ঠাভক্তি (১)। শ্বশুর, শাশুড়ী দেওর ভাসুর সবাইয়ের সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, আসন দেয়, কিন্তু পতিকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ সেবা আর কাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা। সবাইকে প্রণাম করবে, কিন্তু একটীর উপর প্রাণ ঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা। হনুমানের এত নিষ্ঠা যে রামরূপ বই আর কোনরূপ তার ভাল লাগতো না। নিষ্ঠা ভক্তি না হলে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। যেমন এক পতিতে নিষ্ঠা থাকলে সতী হয়, তেমনি আপনার ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা হলে ইষ্টদর্শন হয়। নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হলে মহাভাব হয়। সর্ব্বশেষে প্রেম (২)। প্রেম রজ্জু স্বরূপ।

---

৩৪। (২) যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং,
তাবন্মদারাধনতৎপরো ভবেৎ।
শ্রদ্ধালুরত্যুর্জ্জিত ভক্তিলক্ষণো,
যস্তস্য দৃশ্যোঽহমহর্নিশং হৃদি॥ অধ্যাত্ম উঃ ৫।৫৮

(৩) হ্লাদিনীর সারপ্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥ চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ

৩৫। (১) মূলতো ভজনাসক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ॥ ভঃ রঃ পঃ ২।৭

(২) পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ চৈঃ চঃ মঃ ৮

প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দঁড়ি পাওয়া যায়। যাই দেখতে চাইবে দড়ি ধরে টানলেই হয়।

৩৬। গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, মথুরায় রাজবেশে পাগড়ী মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন করলে, তখন তারা 'ইনি আবার কে, এর সঙ্গে আলাপ করে কি আমরা দ্বিচারিণী হব ?" বলে ঘোমটা দিলে (১)। তারা বৃন্দাবনের মোহনচূড়া, পীতধড়াপরা রাখাল কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভালবাসবে না (২)। দ্বারকায় হনুমান এসে বল্লে 'সীতারাম দেখবো'। ঠাকুর রুক্মিণীকে বললেন, "তুমি সীতা হয়ে বস, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই (৩)।"

৩৭। তুমি এ রকম ঢিমে তেতালা বাজালে চলবে না (১)। তীব্র বৈরাগ্য দরকার। ১৫ মাসে একবৎসর করলে কি হয় ?

---

৩৬। (১) গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্যে প্রবীণ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি। চৈঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ

(২) যস্মোত্তংসঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছপ্রণীতো
হারঃ কণ্ঠে বিলুণ্ঠতি কৃতঃ স্থূলগুঞ্জাবলীভিঃ।
বেণুর্বক্ত্রে রচয়তি রুচিং হন্ত চেতস্ততো মে
রূপং বিশ্বোত্তরমপি হরে নান্যদঙ্গীকরোতি॥

ললিতমাধব নাটক ৭।৬

(৩) তখন জানকীরূপা রুক্মিণী হইলা।
তাঁহাকে আপন বামভাগে বসাইলা॥ বৃঃ ভাগবতামৃত ১।৪

৩৭। (১) যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥

ভঃ রঃ পুঃ ২।৮২

তোমার ভিতরে যেন জোর নাই। শক্তি নাই। চিঁড়ের ফলার আঁট নাই, ভ্যাদ ভ্যাদ করচে। উঠে পড়ে লাগো। কোমর বাঁধো। কেউ কেউ বলে 'এ জন্মে না হোক পর জন্মে পাব'—ও কি কথা? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নাই।

৩৮। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, বা মধুর (১)—এই সকলের মধ্যে একটা ভাব আশ্রয় না করলে তাঁকে লাভ করা যায় না (২). ঋষিদের শান্তভাব ছিল (৩)। তারা আর কিছু ভোগ করবার ইচ্ছা কোরতো না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা, সে জানে আমার পতি কন্দর্প। হনুমানের দাস্যভাব (৪)। যখন রামের কাজ করে তখন সিংহ তুল্য। স্ত্রীরও দাস্যভাব থাকে। তাই স্বামীর সেবা প্রাণপণে করে। মার কিছু কিছু থাকে; যশোদারও ছিল। সখ্য; বন্ধুভাব। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখনও মুখের এঁটো খাবার খাওয়াচ্ছে, কখনও বা কাঁধে উঠছে। এস, এস কাছে এসে বস। বাৎসল্য ভাব—যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কিছু কিছু থাকে; স্বামীকে প্রাণভরে খাওয়ায়। কৃষ্ণের কখন্ খেতে ইচ্ছা হবে বলে যশোদা ননী হাতে করে

---

৩৮। (১) ভক্তাস্তু কীর্ত্তিতাঃ শান্তাস্তথা দাসসুতাদয়ঃ।
সখায়ো গুরুবর্গাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা॥ ভঃ রঃ দঃ ১।১৫৪

(২) অলৌকিকপদার্থানামচিন্ত্যা শক্তিরীদৃশী।
ভাবং তদ্বিষয়ঞ্চাপি যা সহৈব প্রকাশয়েৎ॥ ভঃ রঃ পূঃ ২।১১৬

৩) শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণতৎপ্রেষ্ঠকারুণ্যেন রতিং গতাঃ।
আত্মারামাস্তদীয়াধ্ববদ্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ॥ ভঃ রঃ পঃ ১।৫

(৪) দাসাস্তু প্রশ্রিতাস্তস্য নিদেশবশবর্ত্তিনঃ।
বিশ্বস্তাঃ প্রভুতজ্ঞানবিনম্রিতধিয়শ্চ তে॥ ভঃ রঃ পঃ ২।৪

বেড়াতেন। ছেলেটী যদি পেট ভরে খায়, তবেই মার আনন্দ। মধুর—যেমন শ্রীমতীর (৫)। স্ত্রীরও মধুর ভাব।

৩৯। কথাটা এই—ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে, সচ্চিদানন্দে প্রেম। ভগবানকে জানতে হলে ভগবতীর মত হতে হবে। ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন সেইরূপ তপস্যা করতে হয় (১)। রামকে জানতে হলে সীতার মত হতে হবে। পুরুষকে জান্‌তে হলে সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব এই সব প্রকৃতিভাব আশ্রয় করতে হয়। আপনাকে পুরুষ বলে বোধ থাকে না। মীরাবাঈ স্ত্রীলোক বলে রূপ গোস্বামী তার সহিত দেখা করতে চান নাই। মীরাবাঈ বলে পাঠালেন 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, বৃন্দাবনে সকলেই সেই পুরুষের দাসী; গোস্বামীর পুরুষ অভিমান করা কি ঠিক হয়েছে (২)?'

৪০। তাঁকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্যচক্ষু দেন তবে

---

৩৮। (৫) আত্মোচিতবিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি।
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোঽসৌ মধুরা রতিঃ॥ ভঃ রঃ পঃ ৫।২

৩৯। (১) এবং কৃত্বা পরং বর্ষং ন প্রাপ্তা শঙ্করং সতী।
শুচা কৃত্বাগ্নিকুণ্ডঞ্চ প্রবেষ্টুং সা সমুদ্যতা॥
ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ৪০।১৮

(২) আমি ত পাগল হইয়াছি সর্ব্বত্যাগী,
যুবতী নিকটে গিয়া কি ফল বৈরাগী।
তখন রবে না ভেদ স্ত্রী পুরুষজাতি।
কেবল পুরুষ হন আপনি শ্রীপতি॥ মীরাবাই কড়চা॥

দেখা যায়। অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ঠাকুর দিব্য চক্ষু দিয়েছিলেন (১)। সাধনা করতে করতে একটী প্রেমের শরীর হয়, তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ, সেই চক্ষে তাঁকে দেখে (২)। সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়।

৪১। ভক্ত তিন শ্রেণীর – উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম ভক্ত বলে, "যা কিছু দেখছি, সবই তাঁর এক একটী রূপ। তিনিই এই সব হয়েছেন (১)।" মধ্যম ভক্ত বলে, "তিনি হৃদয় মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে আছেন (২)।" অধম ভক্ত বলে, 'ঐ ঈশ্বর' অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখিয়ে দেয় (৩)। তাঁকে কিন্তু দর্শন করলে সব সংশয় চলে যায়। আর এক রকম ভক্ত আছে। কপট ভক্ত (৪)।

---

৪০। (১) ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ গীতা ১১।৮

(২) প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ভাঃ ১।৬।২৮

৪১। (১) সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ভাঃ ১১।২।৪৫

(২) ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ভাঃ ১১।২।৪৬

(৩) অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ভাঃ ১১।২।৪৭

(৪) সম্মুখেতে অতিপ্রিয় কহয়ে বচন।
অসাক্ষাতে নিন্দয়ে যে শঠের লক্ষণ ॥ ভক্তমাল, ২৩ মালা
শিশ্নোদরার্থং যোগস্থ কথং বা বেশধারিণঃ।
অন্নপানবিহীনাস্তু বঞ্চয়ন্তি জনান্ কিল ॥ প্রাঃ তোঃ ৬১

৪২। ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হয়ে থাকে। জাত সাপ যখন বেহুলার গান হয় তখন স্থির হয়ে শুনে; কিন্তু কেউটে নয় (১)।

৪৩। ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি হলেই বিষয় কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যায়। তার আর বিষয় কর্ম্ম ভাল লাগে না (১)। যেমন ওলা মিছরির পানা খেলে চিটেগুড়ের পানা আর কেউ খেতে চায় না। যার ভগবানে ভক্তিলাভ হয়েছে, তার কিরূপ ভাব হয় জান? আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন চালাও তেমনি চলি।

৪৪। ঈশ্বরে ষোল আনা মন গেলে, 'অমুক দিন সংক্রান্তি, ভাল করে হরিনাম করবো' এ সব আর ঠিক থাকে না। রাম হনুমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সীতাকে কিরূপ দেখে এলে বল।' হনুমান বল্লে, 'রাম! সীতার শুধু শরীর পড়ে আছে দেখলাম। তার ভিতর মন প্রাণ নেই। সীতার মন প্রাণ যে তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন।

---

৪২। (১) তস্মাচ্ছ্রবণমেবাদৌ শ্রুত্বাগুরুমুখাদ্ যতঃ।
ততঃ সংসাধয়েদন্যৎ কীর্ত্তনং মননং সুধীঃ॥
শিব পুঃ বিদ্যেশ্বর ১।২৫

৪৩। (১) বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈ র্নাভিভূয়তে॥ ভাঃ ১১।১৪।১৮

তাই শুধু শরীর পড়ে আছে। আর কাল (যম) আনাগোনা করছে। কিন্তু কি করবে? শুধু শরীর। মন প্রাণ তাতে নেই। (১)

৪৫। ভক্ত সব অবস্থাই লয়। সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ তিন গুণও লয়। ভক্ত দেখে তিনিই জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। (১) সব তত্ত্ব শেষে আকাশ তত্ত্বে লয় হয় (২)। আবার সৃষ্টির সময় মহৎ তত্ত্ব থেকে অহংকার, এই সব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে (৩)। অনুলোম বিলোম। ভক্ত সবই লয়।

৪৬। ভক্তের ভগবানকে চাই, আবার ভগবানের ভক্তকে চাই। ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না (১)। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক। সেই রস পান করেন। ভক্ত হন পদ্ম, আর ভগবান হন

---

৪৪। (১) পুছে রাম কাঁহা হনুমান্ সীয়া সুব্বী হৈ জগমাঈ।
হায় প্রভু, লঙ্ক কলঙ্ক বিনা সো তো বৈঠে রাবণকে বনমাহী।
জীবত হৈ প্রভু জীবত হৈ মর কোঁ নহীঁ গঙ্গ হামারী বিচারী।
প্রাণ বসে পদপঙ্কজ মেঁ যম আবত ঢুঢ়ত পাবত নহীঁ॥ তুঃ রামায়ণ

৪৫। (১) ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে
মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং য়দেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥ মঃ নিঃ তঃ ৪।১০।১১
(২) রবি র্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্বিলীয়তে তু খে॥ জ্ঞাঃ সঃ তঃ ২৬
(৩) প্রকৃতে র্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ॥ প্রাঃ তোঃ ১ কাঃ ৩ পঃ

৪৬। (১) অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈ র্ভক্তজন প্রিয়ঃ॥ ভাঃ ৯।৪।৬২

অলি। ভক্ত পদ্মের মধুপান করেন। তিনি নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করবার জন্য দুটী হয়েছেন। তাই রাধাকৃষ্ণ লীলা (২)। ভাগবৎ (শাস্ত্র), ভক্ত ও ভগবান—তিন এক, এক তিন। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্ত হৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান (৩)।

৪৭। শ্রীকৃষ্ণকে দুর্য্যোধন কত যত্ন দেখিয়ে তাঁর বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করতে বল্লেন। ঠাকুর কিন্তু বিদুরের কুটীরে গিয়ে শাকান্ন সুধার ন্যায় খেলেন (১)। কখনো ঈশ্বর চুম্বক হন, ভক্ত ছুঁচ হয়। আবার কখনো ভক্ত চুম্বক হয়, তিনি ছুঁচ হন। ভক্ত তাঁকে টেনে লয় (২)—তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন। তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন (৩)।

---

৪৬। (২) রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি। চৈঃ চঃ আঃ ৪

(৩) সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ভাঃ ৯।৪।৬৮

৪৭। (১) হরেঃ স্বতন্ত্রস্য কৃপাপি তদ্ব—
দ্বত্তে ন সা জাতিকুলাদ্যপেক্ষাম্।
সুযোধনস্যান্ন মপোজ্‌ঝ্য হর্ষা-
জ্জগ্রাহ দেবো বিদুরান্নমেব ॥ চৈঃ চন্দ্রোঃ ৮।১৮

(২) ময়ি নির্ব্বদ্ধ হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎ পতিং যথা ॥
ভাঃ ৯।৪।৬৬

(৩) তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে

৪৮। একমাত্র ভক্তির দ্বারা জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। ভক্তের জাতি নাই (১)। ভক্তের থাক আলাদা। তাদের মধ্যে জাতি বিচারের কোন দরকার নাই। ভক্তি হলেই দেহ মন, আত্মা, সব শুদ্ধ হয়। গৌর নিতাই হরিনাম দিতে লাগ্‌লেন, আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাক্‌লে শুদ্ধ, পবিত্র হয়। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল, চণ্ডাল নয় (২)। ভক্ত হলে চণ্ডালেরও অন্ন খাওয়া যায়।

---

৪৭। (৩) তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ ॥
গতে ময়ি যুবাং লব্ধা বরং মৎসদৃশং সুতম্ ॥

ভাঃ ১০।৩।৩৭-৪০

রাজ্ঞা দশরথেনাপি তপসারাধিতো হরিঃ ॥
পুত্রত্বাকাঙ্ক্ষয়া বিষ্ণোস্তদাপুত্রোঽভবদ্ধরিঃ ॥

অধ্যাত্ম অঃ ৫।২২

৪৮। (১) নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যা-রূপকুল-ধনক্রিয়াদিভেদঃ।

শাণ্ডিল্য সূঃ ৭২

(২) চাণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ ॥
বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধিকঃ ॥

বৃঃ নাঃ পুঃ ৩২।৩৯

জ্ঞানযোগ -ব। ব্রহ্ম—সত্ত্ব, রজঃ,

১। যে জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে, ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মনঃস্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান (১)। যে ঠিক ঠিক অদ্বৈত বাদী সে চুপ হয়ে যায় (২)। বলতে কইতে গেলেই দুটো এসে পড়ে (৩)। ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা এইটী ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা, নাম রূপ এ সব স্বপ্নবৎ (৪)। ব্রহ্ম যে

---

১। (১) দৃশ্যং নাস্তীতিবোধেন মনসো দৃশ্যমার্জ্জনম্।
সম্পন্নং চেৎ তদোৎপন্না পরা নির্ব্বাণনির্বৃতিঃ॥
পঞ্চদশী দ্বৈতবিবেকঃ ৬৫ শ্লোকঃ

(২) বাস্কলিনাচ বাধ্বঃ পৃষ্টঃ সন্নবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রূয়তে :—"সহোবাচাধীহি ভো ইতি স তুষ্ণীং বভূব তংহ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ ব্রূমঃ খলু ত্বং তু ন বিজানাসি। উপশান্তোঽয়মাত্মা।" ব্রহ্মসূত্র ৩য় অধ্যায় ২য় পাদ ১৭ সূত্র শাঙ্করভাষ্যে॥

(৩) চোদ্যং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া।
অদ্বৈতভাষয়া চোদ্যং নাস্তি নাপি তদুত্তরম্॥ পঞ্চদশী ভূতবিবেকঃ ৩৯

(৪) পারমার্থিকজীবস্তু ব্রহ্মৈক্যং পারমার্থিকম্। প্রত্যেতি বীক্ষ্যতে নান্যদ্বীক্ষ্যতে ত্বনৃতাত্মনা। ৪২—দৃগ্দৃশ্যবিবেকঃ॥
বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥ ছাঃ উঃ ৬ষ্ঠ প্রপাঠকঃ ১ম খণ্ড ৪র্থ শ্লোকঃ॥
অয়ং প্রপঞ্চো মিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমব্যয়ম্।
শঙ্করকৃত ব্রহ্মানুচিন্তন ২৬ শ্লোকঃ॥
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥
২১ শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা

বস্তু তা আজ পর্য্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারেনি (৫)। তিনি যে ব্যক্তি তাও বলবার যো নেই। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কেবল একটী জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটী ব্রহ্ম (৬)। বেদ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তন্ত্র শিবের মুখ থেকে বেরিয়েছে, কাজেই এঁটো হয়েছে, সচ্চিদানন্দকে কেউ মুখ দিয়ে বের কর্ত্তে পারেনি, কাজেই তিনি উচ্ছিষ্ট হননি (৭)।

২। আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই (১)। যেমন অগ্নির কোন রং নাই। শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনগুণ শক্তিরই গুণ (২)। আগুনে যে রং ফেলে দেবে—

---

১। (৫) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥

তৈঃ উপঃ ব্রহ্মানন্দ বল্লী ৪ অনু ২।৪, ২।৯

(৬) উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ম্॥

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র ৫২

(৭) স্বয়ম্ভুবেশো ভগবান্ বেদোগীতস্তয়া পুরা।
শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ॥
তন্ত্রবক্তা সদাশিবঃ॥ বৃহন্নীলতন্ত্র ৪র্থ পটলঃ॥

২। (১) যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ গীতা ১৩।৩২

(২) সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনোগুণাঃ॥ ভাঃ ৭।১।৭

লাল, কাল, সাদা, আগুন সেই রংই দেখাবে। ব্রহ্ম—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি করে করে যা বাকি থাকে আর যেখানে আনন্দ, সেই ব্রহ্ম (৩)।

৩। মানুষে মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়ে একদানা খেয়ে পেট ভরে গেল। আর একদানা মুখে করে বাসায় যাবার সময় ভাবছে,—এবার এসে সমস্ত পাহাড়টাকে লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই রকম মনে করে। ব্রহ্ম যে বাক্য মনের অতীত তা তারা জানে না। যে যত বড়ই হউক না কেন, তাঁকে কি জানা যায়? শুকদেবাদি না হয় ডেও পিঁপড়ে, —চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক (১)।

৪। বেদ পুরাণে যা বলেছে, সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে আসবার পর যদি তাকে সাগর কি রকম দেখলে

---

২। (৩) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দমেতজ্জীবস্য যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ॥ ব্রহ্ম উঃ ৪৪

৩। (১) ভরদ্বাজো হ ত্রিভিরায়ুর্ভি র্ব্রহ্মচর্য্য মুবাস॥ তং হ জীর্ণং স্থবিরং শয়ানম্ ইন্দ্র উপব্রজ্যোবাচ। ভরদ্বাজ! যত্তে চতুর্থমায়ুর্দদ্যাম্। কিমনেন কুর্য্যা ইতি। ব্রহ্মচর্য্য মেবৈনেন চরেয় মিতি হো বাচ। তং হ ত্রীন্ গিরিরূপা-নবিজ্ঞাতানিব দর্শয়াঞ্চকার। তেষাং হৈকৈকস্মান্মুষ্টি মাদদে সহোবাচ ভরদ্বাজেত্যা মন্ত্র্য। বেদা বা এতে। অনন্তা বৈ বেদাঃ। এতদ্বা এতৈস্ত্রিভি রাসুভি রম্ববোচকাঃ। অথ ত ইতরদনুক্তমেব॥ তৈঃ ব্রাঃ ৩য় কাঃ ১০ প্রঃ ১১ অনুঃ-

বস্তু তা আজ পর্য্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারেনি (৫)। তিনি যে ব্যক্তি তাও বলবার যো নেই। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কেবল একটী জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটী ব্রহ্ম (৬)। বেদ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তন্ত্র শিবের মুখ থেকে বেরিয়েছে, কাজেই এঁটো হয়েছে, সচ্চিদানন্দকে কেউ মুখ দিয়ে বের কর্ত্তে পারেনি, কাজেই তিনি উচ্ছিষ্ট হননি (৭)।

২। আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই (১)। যেমন অগ্নির কোন রং নাই। শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনগুণ শক্তিরই গুণ (২)। আগুনে যে রং ফেলে দেবে—

---

১। (৫) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥
তৈঃ উপঃ ব্রহ্মানন্দ বল্লী ৪ অনু ২।৪, ২।৯

(৬) উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ম্ ॥
জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র ৫২

(৭) স্বয়ম্ভুবেশো ভগবান্ বেদোগীতস্তয়া পুরা।
শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ ॥
তন্ত্রবক্তা সদাশিবঃ ॥ বৃহন্নীলতন্ত্র ৪র্থ পটলঃ ॥

২। (১) যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ গীতা ১৩৩২

(২) সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে র্নাত্মনোগুণাঃ ॥ ভাঃ ৭।১।৭

লাল, কাল, সাদা, আগুন সেই রংই দেখাবে। ব্রহ্ম—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি করে করে যা বাকি থাকে আর যেখানে আনন্দ, সেই ব্রহ্ম (৩)।

৩। মানুষে মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়ে একদানা খেয়ে পেট ভরে গেল। আর একদানা মুখে করে বাসায় যাবার সময় ভাবছে,—এবার এসে সমস্ত পাহাড়টীকে লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই রকম মনে করে। ব্রহ্ম যে বাক্য মনের অতীত তা তারা জানে না। যে যত বড়ই হউক না কেন, তাঁকে কি জানা যায়? শুকদেবাদি না হয় ডেও পিঁপড়ে, —চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক (১)।

৪। বেদ পুরাণে যা বলেছে, সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে আসবার পর যদি তাকে সাগর কি রকম দেখলে

---

২। (৩) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দমেতজ্জীবস্য যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ॥ ব্রহ্ম উঃ ৪৪

৩। (১) ভরদ্বাজো হ ত্রিভিরায়ুর্ভি র্ব্রহ্মচর্য্য মুবাস॥ তং হ জীর্ণং স্থবিরং শয়ানম্ ইন্দ্র উপব্রজ্যোবাচ। ভরদ্বাজ! যত্তে চতুর্থমায়ুর্দদ্যাম্। কিমনেন কুর্য্যা ইতি। ব্রহ্মচর্য্য মেবৈনেন চরেয় মিতি হো বাচ। তং হ ত্রীন্ গিরিরূপা-নবিজ্ঞাতানিব দর্শয়াঞ্চকার। তেষাং হৈকৈস্মান্মুষ্টি মাদদে সহোবাচ ভরদ্বাজেত্যা মন্ত্র্য। বেদা বা এতে। অনন্তা বৈ বেদাঃ। এতদ্বা এতৈস্ত্রিভি রায়ুভি রন্ববোচকাঃ। অথ ত ইতরদনুক্তমেব॥ তৈঃ ব্রাঃ ৩য় কাঃ ১০ প্রঃ ১১ অনুঃ-

৯

জিজ্ঞাসা করা যায় সে মুখ হাঁ করে বলে,—'ও কি হিল্লোল কল্লোল দেখলুম।' ব্রহ্মের কথাও সেই রকম (১)। বেদে বলেছে,—তিনি আনন্দ স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। তাঁরা এ সাগরে নামেন নি। এ সাগরে নামলে আর ফিরবার যো নাই।

৫। অস্তি, ভাতি, প্রিয়—সেটা কি জানিস? ব্রহ্মের স্বরূপ, বেদান্তে ঐ ভাবেই বুঝান আছে যিনিই 'অস্তি'—কিনা ঠিক ঠিক বিদ্যমান আছেন—তিনিই 'ভাতি,' কিনা, প্রকাশ পাচ্চেন। এখন 'প্রকাশটা' হচ্ছে জ্ঞানের স্বভাব। যে জিনিষটার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়েছে, সেটাই আমাদের কাছে প্রকাশিত রয়েছে। যেটার জ্ঞান নাই সে জিনিষটা আমাদের কাছে অপ্রকাশ রয়েছে। কেমন, না? তাই বেদান্ত বলে, যে জিনিষটার যখনি আমাদের অস্তিত্ব বোধ হ'ল, তখনি অমনি সেই বোধের সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিষটা আমাদের কাছে দীপ্তিমান বা প্রকাশিত বলে বোধ হ'ল—অর্থাৎ তার জ্ঞান-স্বরূপের কথাটা আমাদের বোধ হ'ল। আর অমনি সেটা আমাদের প্রিয় বলে বোধ হ'ল (১)।

৬। বেদে আছে 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম একও নয় দুইও নয়।

---

৪। (১) যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাত মবিজানতাম্‌॥
কেনউঃ ২য় খঃ ৩য় শ্লোঃ

৫। (১) অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্‌।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্‌॥ দৃগ্‌দৃশ্য বিবেকঃ ২০

এক দুয়ের মধ্যে (১)। অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না। তবে অস্তি নাস্তির মধ্যে (২)।

৭। ব্রহ্ম বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়ার অতীত। এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে, জ্ঞানভক্তি আছে আবার কামিনীকাঞ্চনও আছে, ভালও আছে, মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত, যেন প্রদীপ। প্রদীপের সম্মুখে কেউ ভাগবৎ পড়ে, কেউ বা জাল করে,—প্রদীপ নির্লিপ্ত (১)।

৮। যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনি নির্লিপ্ত। তাঁতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতরে তিনগুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যিনি

---

৬। (১) ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং সচ্চিদানন্দরূপম্ নৃসিংহতাপন্যুপনিষৎ

উঃ ৭ম খঃ ৪র্থ শ্লোঃ

(২) দ্বয়োর্মধ্যাতং নিত্যমস্তিনাস্তীতিপক্ষয়োঃ।
প্রকাশনং প্রকাশ্যানা মাত্মানং সমুপাস্মহে ॥

যোঃ বাঃ উঃ ৮।১১

৭। (১) সৃষ্টিলীলাং যদা কর্ত্তুমীহসে রঘুনন্দন।
অঙ্গীকরোষি মায়াং ত্বং তদা বৈ গুণবানিব ॥
রাম মায়া দ্বিধা ভাতি বিদ্যা বিদ্যেতি তে সদা।
প্রবৃত্তিমার্গনিরতা অবিদ্যাবশবর্ত্তিনঃ।
নিবৃত্তিমার্গনিরতাঃ বেদান্তার্থবিচারকাঃ।
ত্বদ্ভক্তিনিরতা যে চ তে বৈ বিদ্যাময়াঃ স্মৃতাঃ ॥
অবিদ্যাবশগা যে তু নিত্যং সংসারিণস্ত তে।
বিদ্যাভ্যাসরতা যেতু নিত্যমুক্তা স্ত-এব হি ॥

অধ্যাত্ম অরণ্য ৩।৩০-৩২

শুদ্ধ আত্মা তাঁতে এই তিনগুণ থাকলেও তিনি নির্লিপ্ত (১)। আগুনে যে রংয়ের বড়ি দেবে সেই রং দেখা যাবে।

৯। শঙ্করাচার্য্য গঙ্গাস্নান করে আসছিলেন। চণ্ডাল মাংসের ঝুরি নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুই আমায় ছুঁলি যে।" সে বললে, "ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই। তুমি বিচার কর।" তুমি কি দেহ, কি মন, কি বুদ্ধি, কি তুমি বিচার কর (১)।

---

৮। (১) অজ্ঞান সাক্ষিণ্যরবিন্দলোচনে,
মায়াত্রয়স্থান্ন বিমোহকারণম্ ॥ অধ্যাত্ম, আদি ১।২৫
মায়াত্রয়ং বিগতমায় মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্ ॥ অঃ আঃ ১।২
যোঽবিদ্যয়ানুপহতোঽপি দশার্দ্ধবৃত্ত্যা,
নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ ॥ ভাঃ ৩।৯।২০
অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো,
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা,
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ কঠোপনিষৎ ২।২।৯

৯। (১) লবণমেতদুদকে হবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি…
অঙ্গ তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ যথা বিলীনমেব।
……তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন
নিভালয়সে হ থৈব। সোঽন্ত্যজং পথি নিরীক্ষ্য চতুর্ভি-
র্ভীষণৈঃ শ্বভি রনুদ্রুত মারাৎ। গচ্ছ দূরমিতি তং নিজ-
গাদ প্রত্যুবাচ চ স শঙ্করমেনম্।……..
গচ্ছ দূরমিতি দেহমুতাহো দেহিনং পরিজিহীর্ষসি বিদ্বন্।
ভিদ্যতে হন্নময়তোঽন্নময়ং কিং
সাক্ষিণশ্চ যতিপুঙ্গব সাক্ষী ॥ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ঃ ৬।২৫।২৮

জড় ভরত রাজা রহুগণের পাল্কা বহিতে বহিতে যখন আত্মজ্ঞানের কথা বলতে লাগল, রাজা পাল্কী হতে নেমে এসে বল্লে, "তুমি কেগো ?" জড় ভরত বল্লেন, "আমি নেতি নেতি শুদ্ধ আত্মা (২)।" শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত।

১০। শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থায় স্বাক্ষীস্বরূপ (১)। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কার্য্য ভাবি, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলি (২)। চুম্বুক পাথর অনেক দূরে আছে, অথচ ছুঁচ নড়ছে কিন্তু চুম্বুক পাথর চুপ করে আছে—নিষ্ক্রিয়। শুদ্ধাত্মা সেইরূপ (৩)।

১১। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা করলে আর কাঁদলে চিত্তশুদ্ধি হয়। নির্ম্মল জলেই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। প্রতিবিম্ব সূর্য্যই সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তি (১)। সেই প্রতিবিম্বকে ধরেই সত্য সূর্য্যের দিকে

---

৯। (২) স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ
ক্ষুত্তৃড়্ ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ।
নিদ্রারতির্মন্যুরহংমদঃশুচো
দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি ॥ ভাঃ ৫।১০।১০

১০। (১) কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১১

(২) জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ব্রঃ সূঃ ১।১।২

(৩) মণিসন্নিধিমাত্রেণ যথায়ঃ স্পন্দতে জড়ম্।
তৎসত্তয়া তথৈবায়ং দেহশ্চেতত্যচিদ্বপুঃ ॥
যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৯।৩২

১১। (১) তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা সা রাজন্ দ্বিবিধা স্মৃতা।
সত্ত্বাত্মিকা তু মায়া স্যাদবিদ্যাগুণমিশ্রিতা।

যেতে হয় (২)। সগুণ ব্রহ্মই প্রার্থনা শুনেন, তাঁরেই বল, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন (৩)। কেননা যিনিই সগুণ ব্রহ্ম তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম (৪)। যিনিই শক্তি তিনিই ব্রহ্ম (৫)। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ। ভক্তের আমি রূপ আর্সিতে সেই সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তির দর্শন হয়। আর্সি খুব পরিষ্কার চাই, ময়লা থাকলে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়ে না।

১২। তিনি আছেন বলে জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব,—এসব আছে। সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আবার তির্য্যকগতি হয়ে এঁকে বেঁকে চললেও সাপ। বাবু যখন চুপ করে

---

১১। (১) স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষেৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে ॥
তস্যাং তৎ প্রতিবিম্বং স্যাদ্ বিম্বভূতস্য চেশিতুঃ।
স ঈশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয় জ্ঞানবান্ পরঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তাচ সর্ব্বানুগ্রহকারকঃ ॥ দেঃ ভাঃ ৭।৩২।৪২-৪৪

(২) নির্গুণপ্রাপ্তয়ে নৃণাং প্রতিমালম্বনং স্মৃতম্।
সগুণান্নির্গুণপ্রাপ্তি র্ভবতীতি সুনিশ্চিতম্।
শিবপুঃ জ্ঞানঃ ১৮।২৮

(৩) প্রকৃতেশ্চ পরং ব্রহ্ম যৎ তচ্ছিব উদাহৃতঃ।
স এব গুণরূপেণ অবতীর্ণো হরঃ স্বয়ম্ ॥
শিবপুঃ জ্ঞানঃ ১৮।১৪

(৪) তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মা মুপযান্তি তে ॥ গীতা ১০।১০

(৫) এবমাহুস্তথাচান্যে সর্ব্বে বেদার্থতত্ত্বপাঃ।
হৃদি সংসারিণাং সাক্ষাৎ সকলঃ পরমেশ্বরঃ ॥
শিবপুঃ জ্ঞানঃ ১৮।২৫

আছে তখনও যে ব্যক্তি, যখন কাজ করছে তখনও সেই ব্যক্তি। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না (১)। একের পিঠে অনেকশূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। এককে পুঁছে ফেললে শূন্যের কোন মূল্যই থাকে না।

১৩। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটাকে মানতে হয়। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। তাঁকেই মা বলে ডাকি। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি,—অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, একটাকে ছেড়ে আর একটাকে ভাবা যায় না। সূর্য্যকে ছেড়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না। আবার রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না। দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না (১)। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।

---

১২। (১) এতস্মাচ্চ শিবাদন্যদ্‌বস্তুং নৈব ভবেদিহ ॥ শিবপুঃ জ্ঞানঃ ১৮।১

১৩। (১) অহমাত্মা চ সাক্ষী চ নির্লিপ্তঃ সর্ব্বজীবিষু।
জীবোমৎপ্রতিবিম্বশ্চ ইত্যেব সর্ব্বসম্মতঃ ॥
প্রকৃতির্ম্মদ্‌বিকারা বা সাপ্যহং প্রকৃতিঃ স্বয়ম্।
যথা দুগ্ধে চ ধাবল্যং ন তয়ো র্ভেদ এব চ।
যথা জলং তথা শৈত্যং যথা বহ্নৌ চ দাহিকা।
যথাকাশস্তথাশব্দো ভূমৌ গন্ধো যথা নৃপ।
যথা শোভা চ চন্দ্রে চ যথা দিনকরে প্রভা।
যথা জীবস্তথাত্মাহং তথৈব রাধয়া সহ।
অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ সা চ প্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ২৭।৪৫-৪৯

১৪। সেই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। আবরণ গেলেই যা ছিলুম তাই হলুম। ‘আমিই তুমি,’ ‘তুমিই আমি (১)।’ বেদান্তবাদীদের সোঽহং অর্থাৎ ‘আমিই সেই পরব্রহ্ম,’ যতক্ষণ আবরণ রয়েছে ততক্ষণ একথা খাটে না (২)। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কিছু জল নয় (৩)। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্বিবংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চলে যায়—তাই অহং তত্ত্ব থাকে না। ঠিক জ্ঞান হলে অহঙ্কার থাকে না। সমাধি হলে মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায় (৪)। সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না। ঠিক দুপুরের সময় সূর্য্য মাথার উপর থাকলে নিজের ছায়া দেখা যায় না। তাই ঠিক জ্ঞান হলে, সমাধি হলে অহংরূপ ছায়া থাকে না।

১৫। আমি একটী, তুমি একটী—এ ভেদ বোধ তিনিই করাচ্ছেন। যতক্ষণ এই ভেদবোধ, ততক্ষণ শক্তি মানতে হবে। যতক্ষণ ‘আমি’ আছে, ভেদ বুদ্ধি আছে,—ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো

---

১৪। (১) অন্তর্দৃগ্‌ দৃশ্যয়োর্ভেদো বহিশ্চ ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
আবৃণোত্যপরা শক্তিঃ সা সংসারস্য কারণম্॥ দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক ১৫

(২) অস্য জীবত্বমারোপাৎ সাক্ষিণ্যপ্যবভাসতে।
আবৃতৌতু বিনষ্টায়াং ভেদে ভাতেঽপযাতি তৎ॥
দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক ১৭

(৩) সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সমুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ ষট্‌পদীস্তোত্র

(৪) বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু পরং ব্রহ্মোপলব্ধিমান্॥ বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।৩৩

নাই (১)। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে। বেদ পুরাণ, তন্ত্রে এই সগুণ ব্রহ্মকে কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে।

১৬। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি আদ্যাশক্তি। রাধা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। এর ভেতরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণ। বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে কামরাধা চন্দ্রাবলী, প্রেমরাধা শ্রীমতী, নিত্যরাধা গোপাল কোলে যাহা নন্দ দেখেছিলেন (১)। সীতা হনুমানকে বলেছিলেন, "বৎস আমি, একরূপে রাম, আর একরূপে সীতা, একরূপে ইন্দ্র, একরূপে ইন্দ্রাণী (২)।

১৭। চিদাত্মা আর চিৎশক্তি। চিদাত্মা পুরুষ, চিৎশক্তি প্রকৃতি। চিদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, চিৎশক্তি শ্রীরাধা (১)। ভক্ত ঐ চিৎশক্তির এক একটী রূপ।

---

১৫। (১) সন্নিবেশং বিনা সত্তা যথা হেম্নো ন বিদ্যতে।
তথা জগদহংভাবং বিনা নেশস্য সংস্থিতিঃ ॥
যোঃ বাঃ নি পূঃ ৯৬।৪৩-৪৪

১৬। (১) তদৈব কোট্যর্ক সমূহদীপ্তি রাগস্ফুতি র্বাচলতী দিশাসু।
বভূব তস্যাং বৃষভানুপুত্রীং দদর্শ রাধাং নবনন্দরাজঃ।
...তত্তেজসা ধর্ষিত আশু নন্দো নত্বাথ তামাহ কৃতাঞ্জলিঃ সন্।
অয়ংতু সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমস্ত্বং প্রিয়াসি মুখ্যাসি সদৈব রাধে।
গৃহাণ রাধে নিজনাথমঙ্কাৎ ॥ গর্গসং গোলোকখঃ ১৬।৪-৮

(২) সীতোবাচ—মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥
অধ্যাত্মঃ আঃ ১।৩।৪

১৭। (১) যথাজীবস্তথাত্মাহং তথৈব রাধয়া সহ।
অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ সা চ প্রকৃতিরীশ্বরী ॥
ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণ জঃ ৪৮, ৪৯

১৮। এক বই আর কিছুই নাই (১)। সেই পরব্রহ্ম 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে আদ্যাশক্তিরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটো থাকে না। অভেদ। এক। সে একের দুই নাই। অদ্বৈতম্ (২)।

১৯। আমি আর কি বলবো বাবু—সচ্চিদানন্দ যে কি, তা কেউ বলতে পারে না। তাই তিনি প্রথম হলেন—অর্দ্ধনারীশ্বর! কেন?—না, দেখাবেন বলে যে পুরুষ প্রকৃতি দুইই আমি। তারপর তা থেকে আরও একথাক নেবে আলাদা আলাদা পুরুষ ও আলাদা আলাদা প্রকৃতি হলেন (১)।

২০। সাংখ্যদর্শনে বলে, 'পুরুষ অকর্ত্তা,' কিছু করেন না; প্রকৃতিই সকল কাজ করেন। পুরুষ প্রকৃতির ঐ সকল কাজ সাক্ষী-

---

১৮। (১) সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম্ ॥ ছাঃ উঃ ৬।২।১

(২) দ্বৈতং ন সম্ভবতি চিত্তময়ং মহাত্মন্,
আত্মন্যথৈক্যমপি ন দ্বিতীয়োদিতাত্ম।
অদ্বৈতমৈক্যরহিতং সততোদিতং সৎ।
সর্ব্বং ন কিঞ্চিদপি চাহুরতঃ স্বরূপম্ ॥ যোঃ বাঃ উপঃ ১৭।৩১

১৯। (১) তস্যৈবং তপতো বক্ত্রাদ্রুদ্রঃ কালাগ্নিসম্ভবঃ।
ত্রিশূলপাণি রীশানঃ প্রাদুরাসীৎ ত্রিলোচনঃ ॥
অর্দ্ধনারীশ্বরপুর্দুষ্প্রেক্ষ্যো হতি ভয়ঙ্করঃ।
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা ব্রহ্মা চান্তর্দধে ভয়াৎ ॥
তথোক্তোহসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ ॥
কূর্ম্ম পুঃ পূঃ ১১।২-৪

স্বরূপ হয়ে দেখেন; প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে আপনিও কোনও কাজ করতে পারেন না (১)।

২১। সাধনের সময় নেতি নেতি করে ত্যাগ করতে হয় (১)। তাঁকে লাভের পর বুঝা যায় তিনিই সব হয়েছেন। রামচন্দ্রের যখন বৈরাগ্য হল, দশরথ তখন বিশেষ চিন্তিত হয়ে বশিষ্ঠদেবের শরণাগত হলেন—রাম যাতে সংসার ত্যাগ না করেন (২)। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে দেখলেন, তিনি অতি বিমর্ষভাবে বসে আছেন। অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ বল্লেন, 'রাম তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন? 'সংসার কি তিনি ছাড়া?' রাম দেখলেন, সংসার সেই পরব্রহ্ম থেকেই হয়েছে (৩)। তাই চুপ করে রইলেন।

---

২০। (১) তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্ব মকর্ত্তৃভাবশ্চ॥ সাংখ্যকারিকা ১৯

২১। (১) স এষ নেতি নেত্যাত্মেত্যতদ্ব্যাবৃত্তিরূপতঃ॥
পঞ্চদশী পঞ্চকোশ বিবেকঃ ৩২

(২) ততো দশরথো রাজা রামঃ কিং খেদবানিতি।
অপৃচ্ছৎ সর্ব্বকার্য্যজ্ঞং বশিষ্ঠং বদতাং বরম্॥
যোঃ বাঃ বৈঃ ৫।১৩

(৩) (বশিষ্ঠ উবাচ) সর্ব্বমেবমজং শান্ত মনন্তং ধ্রুবমব্যয়ম্।
পশ্যন্ ভূতার্থচিদ্রূপং শান্তমাস্স্ব যথাসুখম্॥
যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ১২৬।৯৮

শিবং সর্ব্বগতং শান্তং বোধাত্মকমজং শুভম্।
তদেকভাবনং রাম সর্ব্বত্যাগ ইতি স্মৃতঃ।
ভাবয়ঞ্ছ্বদন্তঃ স্বং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার॥
যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ১২৬।১০১

২২। যতক্ষণ নেতি নেতি ততক্ষণ অনুলোমে যাচ্ছ। নেতি নেতি করে উঠে গেলেই ব্রহ্ম (১)। যখন বিলোমে আসবে সব মানবে। সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর এই অবস্থা। সাকার চিন্ময়রূপ,—নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্ম আছেন বোধ থাকলেই—জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বও আছে। যিনি ব্রহ্ম, তাঁর সত্তাতেই জীবজগৎ (২)।

---

২১। (৩) ইতি শ্রুত্বা বশিষ্ঠস্য বাক্যং বেদান্তসংগ্রহম্।
বিদিতাখিলবিজ্ঞানো রামঃ কমললোচনঃ।
ন কিঞ্চিদূচে সম্পন্নঃ শিবে পরিণতঃ পদে ॥
যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ১২৭।৩, ৭

২২। (১) দেহত্রয়ে পঞ্চকোষা অন্তঃস্থাঃ সন্তি সর্ব্বদা।
পঞ্চকোষপরিত্যাগে ব্রহ্মপুচ্ছং হি লভ্যতে ॥
নেতি নেত্যাদিভি র্বাক্যৈ র্মম রূপং যদুচ্যতে ॥
দেঃ ভাঃ ৭।৩৪।৩০।৩১

(২) অহমেবাসং পূর্ব্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ।
তদাত্মরূপং চিৎ সম্বিৎ পরব্রহ্মৈকনামকম্ ॥
অপ্রতর্ক্য মনির্দ্দেশ্য মনৌপম্যমনাময়ম্ ॥
এতদ্ধি যন্ময়া প্রোক্তং মম রূপ মলৌকিকম্।
অব্যাকৃতং তদব্যক্তং মায়াশবলমিত্যপি ॥
প্রোচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বকারণকারণম্।
তত্ত্বানামাদিভূতঞ্চ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্ ॥
সর্ব্বকর্ম্মঘনীভূত মিচ্ছাকালক্রিয়াশ্রয়ম্।
হ্রীঙ্কারমন্ত্রবাচ্যং তদাদিতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥
দেঃ ভাঃ ৭।৩২।২,২৪-২৬

২৩। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তাই নিত্য লীলা সবই নিতে হয় (১)। আমি তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থাই লই। যা থেকে ব্রহ্ম বলছো তাই থেকে জীবজগৎ। তাই রামানুজ বলতেন, জীব-জগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ (২)।

২৪। জ্ঞানীরা সব স্বপ্নবৎ দেখে (১)। ভক্তেরা সব অবস্থা লয় (২)। উত্তম ভক্ত—নিত্য লীলা দুই-ই লয়; তাই নিত্য থেকে মন নেমে এসেও তাঁকে সম্ভোগ করতে পারে।

---

২৩। (১) স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপোঽব্যক্ত স্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্ববেত্তা সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ।
সং জায়তে যেন তদস্তদোষং শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্ ॥
বিষ্ণু পুঃ ৬।৫।৮৬।৮৭

(২) ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষো ঽনবধিকাতি-
শয়াসংখ্যেয় কল্যাণগুণগুণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। শ্রীভাষ্যম্
তস্মাদ্বদ্ধান্মুক্তান্নিত্যাচ্চ নিখিলহেয়প্রত্যনীকদ
তয়া কল্যাণগুণ-গানৈকতানতয়া চ সর্ব্বাবস্থচিদচিদ্ব্যাপক-
তয়া ধারকতয়া নিয়ন্তৃতয়া শেষিতয়া চ অত্যন্তবিলক্ষণঃ
পরমাত্মা রামানুজকৃত বেদান্তদীপ ভাবতারিকা

২৪। (১) সংসারঃ স্বপ্নতুল্যোহি রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেঽসত্যবদ্ভবেৎ ॥ আত্মবোধ ৬

(২) বিশ্বেশ্বরস্তু সুধিয়া গলিতেঽপি ভেদে
ভাবেন ভক্তিসহিতেন সমর্চ্চনীয়ঃ।
প্রাণেশ্বরশ্চতুরয়া মিলিতেঽপি চিত্তে
চৈলাঞ্চলব্যবহিতেন নিরীক্ষণীয়ঃ ॥ বোধসারভক্তিরসায়নম্ ৪৮

২৫। তোমরা ওঁকারের ব্যাখ্যা কেবল 'অকার, উকার, মকার' —কিনা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বল (১)। আমি উপমা দিই, ওঁকার ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয়; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ হতে মহাকারণে লয়; জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্তি হতে তুরীয়ে লয় (২)।

২৬। পূর্ণ জ্ঞান হলে মরা মারা এক বোধ হয়। মলেও কিছু মরে না—মেরে ফেল্লেও কিছু মরে না (১)। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। সেই একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা।

২৭। তাঁকে কি বুঝা যায়গা (১)? তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন। কামিনীকাঞ্চন মায়া। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায় (২)। পানা ঢাকা পুকুরে ঢিল

---

২৫। (১) অকারো রাজসো রক্তো ব্রহ্মচেতন উচ্যতে।
উকারঃ সাত্বিকঃ শুক্লো বিষ্ণু রিত্যভিধীয়তে।
মকার স্তামসঃ কৃষ্ণো রুদ্রশ্চেতি অথোচ্যতে॥
যোগচূড়ামণ্যুপণিষৎ ৭৫।৭৬

(২) কাংস্যঘন্টানিনাদস্তু যথা লীয়েত শান্তয়ে।
ওঁকারস্তু তথা যোজ্যঃ শান্তয়ে সর্ব্বমিচ্ছতা।
যস্মিন্ স লীয়তে শব্দস্তৎপরং ব্রহ্ম গীয়তে॥ ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ ১২-১৩

২৬। (১) যস্য নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ গীতা ১৮।১৭

২৭। (১) বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ॥ বৃহদাঃ উঃ ২।৪।১৪

(২) ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহকনিবন্ধনম্॥ পঞ্চদশীতত্ত্ব বিঃ ১৪
ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ।
তদাবিদ্যা স্বকার্য্যৈশ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ॥ অধ্যাত্মঃ আদি ১।৫২-৫৩

মারলে খানিকটা জল দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই পানা নাচতে নাচতে এসে জলকে ঢেকে ফেলে (৩)। তবে যদি পানাকে সরিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে আর বাঁশকে ঠেলে আসতে পারে না। সেই রকম মায়াকে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞানভক্তির বেড়া দিতে পারলে আর মায়া তার ভিতর আসতে পারে না।

২৮। সংস্কার দোষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়। এক রাজার ছেলে পূর্ব্বজন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। একদিন খেলা করবার সময় সমবয়সীদের বলছে, "এখন অন্য খেলা থাক। আমি উপুড় হয়ে শুই, তোরা আমার পিঠে হুস্ হুস্ করে কাপড় কাচ।" সংস্কারের কত ক্ষমতা (১)।

২৯। এ সংসার তাঁর মায়া। মায়াতে সৎ বা নিত্য অসৎ বা অনিত্য বলে মনে হয়, আবার অনিত্য নিত্য বলে মনে হয় (১)। মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না (২)।

---

২৭। (৩) যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ।
প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ॥

ভাঃ ১১।৮।৮

২৮। (১) স্বপ্নোপমানা তেনেহ শ্রেয়সে বাসনাক্ষয়ঃ।
চিরাভ্যাসবশাৎ প্রৌঢ়া সংসারভ্রমকারিণী॥

যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৫৫।৩৬

২৯। (১) দুর্ঘটত্বমবিদ্যায়াঃ ভূষণং নতু দূষণম্॥ সংক্ষেপশারীরক
(২) মায়ামাত্রমিদং দ্বৈত মদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥

মাণ্ডুক্যকারিকা আগমপ্রঃ ১৭

৩০। কামিনীকাঞ্চনই মায়া। মায়াকে যদি চিনতে পার আপনি লজ্জায় পালাবে (১)। হরিদাস বাঘের ছাল পরে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল। যাকে ভয় দেখাচ্ছে সে বল্লে 'আমি চিনেছি, তুই আমাদের হরে।' তখন সে হাসতে হাসতে চলে গেল। তিনিই সত্য, আর যা কিছু সব মায়ার কার্য্য।

৩১। ঈশ্বর লাভ না করলে ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন (১)। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে রেখেছে। ঈশ্বরকে জান্‌তে দেয় না।

৩২। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে। ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা রং দেখা যায়; বস্তুতঃ কোন রং

---

২৯। (২) বিবেকমাচ্ছাদয়তি জগন্তি জনয়ত্যলম্।
ন চ বিজ্ঞায়তে কৈষা পশ্যাশ্চর্য্য মিদং জগৎ॥
অপ্রেক্ষ্যমাণা স্ফুরতি প্রেক্ষিতা তু বিনশ্যতি।
মায়েয়মপরিজ্ঞায়মানরূপৈব বল্গতি।
অহোনু খলু চিত্রেয়ং মায়া সংসারবন্ধনী।
অসত্যেবাতিসত্যেব স্বজ্ঞানং বিহিতং তথা॥
যোঃ বাঃ স্থিতি ৪১।১৬-১৮

৩০। (১) বৈরাগ্যবীরমনসো মায়েয়মতিমোহিনী।
পলায্য যাতি সংসারী মৃগী কেশরিণো যথা॥
যোঃ বাঃ উপঃ ৭৪।৫৭

৩১। (১) নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ গীতা ১৪।১৯
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ গীতা ৫।১৫

নাই। তেমনি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম বই আর কিছু নাই, কিন্তু মায়াতে, অহঙ্কারেতে, নানা বস্তু দেখাচ্ছে (১)।

৩৩। জ্ঞানীরা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা উড়িয়ে দেয়। ভক্তেরা এ সব অবস্থাই লয়। যতক্ষণ 'আমি' আছে ততক্ষণ সবই আছে। যতক্ষণ 'আমি' আছে ততক্ষণ দেখে যে, তিনিই মায়া, জীবজগৎ, চতুর্বিবংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন। মায়াবাদ শুকনো। জ্ঞানীর মুখ চেহারা শুকনো হয়। বেদান্ত বিচারে সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মত। যিনি পরমাত্মা, তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থারই সাক্ষী স্বরূপ। স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য (১)। স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমন মিথ্যা। আত্মাই একমাত্র নিত্য বস্তু (২)।

৩৪। কেশব সেনকে বল্লাম যে, 'আমি' ত্যাগ না করলে হবে না। 'আমি' ঢিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফ্যালো। সে বল্লে, "তাহলে মশায় দলটল থাকবে না।" তখন আমি বল্লাম, 'কাঁচা আমি', ত্যাগ করতে হয়। 'পাকা আমি'তে দোষ নাই (১)। 'কাঁচা আমি',—বামুন আমি, কায়েৎ আমি,

---

৩২। (১) ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ ॥ মহানির্ব্বাণ ১৪।১১৩

৩৩। (১) বস্তুতস্ত্বস্তি ন স্বপ্নো ন জাগ্রন্ন সুষুপ্ততা।
ন তুর্য্যং ন ততোঽতীতং সর্ব্বং শান্তং পরং নভঃ ॥ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১৬৭।১৮

(২) প্রাগ্‌ নাস্তি চরমে নাস্তি বস্তু সর্ব্বমিদং সখে।
বিদ্ধি মধ্যেঽপি তন্নাস্তি স্বপ্নবৃত্তমিদং জগৎ ॥ যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ১২৭।১৯

৩৪। (১) অহঙ্কারদৃশাবেতে সাত্ত্বিকে দেহতি নির্ম্মলে।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তেতে মোক্ষদে পারমার্থিকে ॥

অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি, এ সব অবিদ্যার আমি—যাতে বোধ হয় আমি কর্ত্তা, আমি বিদ্বান, আমি ধনবান এই সব। ওতে বন্ধন নিয়ে আসে। আর 'পাকা আমি'—বালকের আমি, বিদ্যার আমি, ঈশ্বরের দাস আমি, ভক্তের আমি—এইটী খেতে শুতে বসতে সব সময় স্মরণ রাখা। 'পাকা আমি' সমাধির পর লোকশিক্ষার জন্য, রসাস্বাদনের জন্য কাহারও কাহারও থাকে। যেমন বড় আগুন আর তার একটী ফিন্‌কি। বাহ্যজ্ঞান চলে যায় কিন্তু একটু অহং রেখে দেন। কখন কখন সে 'আমি'—টুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন। এর নাম 'জড়সমাধি'—নির্ব্বিকল্প সমাধি। 'কাঁচা আমি' একটা মোটা লাঠির ন্যায়। সচ্চিদানন্দ সাগরের জল ও লাঠি যেন দুভাগ করছে। কিন্তু 'পাকা আমি' জলের উপর রেখার ন্যায়। জল এক বেশ দেখা

---

৩৪। (১) পরোঽণুঃ সকলাতীত রূপোঽহং চেত্যহঙ্কৃতিঃ।
প্রথমা সর্ব্বমেবাহ মিত্যন্যোক্তা রঘূদ্বহ ॥
অহঙ্কারদৃগন্যাতু তৃতীয়া বিদ্যতেঽনঘ।
দেহোঽহমিতি তাং বিদ্ধি দুঃখায়ৈব ন শান্তয়ে ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৭৩।৯-১১
ত্রিবিধো রাঘবাস্তীহ হ্যহঙ্কারো জগত্রয়ে।
দ্বৌ শ্রেষ্ঠাবিতরস্ত্যাজ্যঃ শৃণু ত্বং কথয়ামি তে ॥
অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচ্যুতঃ।
নান্যদস্তীতি পরমা বিজ্ঞেয়া সাহহঙ্কৃতিঃ ॥
মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে।
সর্ব্বস্মাদ্ ব্যতিরিক্তোঽহং বালাগ্রশতকল্পিতঃ ॥
ইতি যা সম্বিদেবাসৌ দ্বিতীয়াহঙ্কৃতিঃ শুভা।
মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে।

যাচ্ছে—শুধু মাঝখানে একটা রেখা, যেন দুভাগ জল। জ্ঞান বিচারের শেষে সমাধি হলে 'আমি' টামি কিছু থাকে না (২)। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলেই ফিরে এই সংসারে আসতে হয়।

৩৫। সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার (১)। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার (২)। সংসার অরণ্যে সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণ ডাকাতের মত জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে

---

৩৪। (১) অহঙ্কারাভিধা যা সা কল্প্যতে ন তু বাস্তবী।
পাণিপাদাদিমাত্রোঽহমহমিত্যেষ নিশ্চয়ঃ॥
অহঙ্কারস্তৃতীয়োঽসৌ লৌকিকস্তুচ্ছ এব সঃ।
বর্জ্জ্য এব দুরাত্মাসৌ শত্রুরেব পরঃ স্মৃতঃ॥
যোঃ বাঃ স্থিতি ৩৩।৪৯—৫৪

(২) এবমপান্তরতমঃপ্রভৃতয়োঽপীশ্বরাঃ পরমেশ্বরেণ তেষু তেষ্বধিকারেষু নিযুক্তাঃ সন্তঃসত্যপি সম্যগদর্শনে কৈবল্য-হেতাবক্ষীণকর্ম্মাণো যাবদধিকারমবতিষ্ঠন্তে॥
শঙ্করভাষ্যে ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৩২

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ কঠ উঃ ২।৩।১০
বিচার্য্যার্যৈঃ সহালোক্য শাস্ত্রাণ্যধ্যাত্মভাবনাৎ।
সত্তাসামান্যনিষ্ঠত্বং যৎ তৎ ব্রহ্মপদং বিদুঃ॥ যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ১০।১৫
দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগোজ্ঞানঞ্চ রাঘব।
যোগস্তদ্বৃত্তিরোধশ্চজ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥ যোঃ বাঃ উঃ ৭৮।৮

৩৫। (১) স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া
বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং
কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥ ভাঃ ১০।৩।২০

(২) বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥ ভাঃ ১০।৩।১

লয় (৩)। ব্রহ্মজ্ঞান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে। সত্ত্বগুণ জীবের সংসার-বন্ধন মোচন করে। সত্ত্বগুণ ও চোর, তবে সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয় (৪)। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। নানা কাজ জড়ায়, ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু সত্ত্বগুণ রজস্তম থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণ কাম, ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা করে (৫)।

৩৬। সব দেখছি এক একটা খোল নিয়ে মাথা নাড়ছে। একটা চামড়া ঢাকা অখণ্ড। জড়ের সত্তা চৈতন্যে আরোপ করা হয় আর চৈতন্যের সত্তা জড়ে আরোপ করা হয়। শরীরের রোগ হলে মনে হয় আমার রোগ হয়েছে। যখন তাঁতে মনের যোগ হয়, তখন রোগের কষ্ট একধারে পড়ে থাকে (১)।

---

৩৫। (৩) সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ গীতা ১৪।৫, ৯

(৪) সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ গীতা ১৪।১১

(৫) সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ গীতা ১৪।১৭

৩৬ (১) পুত্রভার্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বা অহমেব বিকলঃ সকলো বেতি বাহ্যধর্ম্মান্ আত্মন্যধ্যস্যতি। তথা দেহধর্ম্মান্ স্থূলোঽহং কৃশোঽহং গৌরোঽহং তিষ্ঠামি গচ্ছামি লঙ্ঘয়ামি চেতি।......তথা অন্তঃকরণধর্ম্মান্ কামসঙ্কল্প-বিচিকিৎসা-ব্যবসায়াদীন্। এবং অহংপ্রত্যয়িনম্ অশেষ স্বপ্রচার-সাক্ষিণি প্রত্যগাত্মন্যধ্যস্য তং চ প্রত্যগাত্মানং সর্ব্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্য্যয়েণান্তঃকরণাদিষধ্যস্যতি॥ শারীরক অধ্যাস ভাষ্য।

৩৭। যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে এই বোধ ততক্ষণ অজ্ঞান, যতক্ষণ ঈশ্বর নিকটে এই বোধ ততক্ষণ জ্ঞান। যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ অজ্ঞান (১)। অহঙ্কার থাক্‌তে মুক্তি নাই (২)। নীচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতক পাখীর বাসা নীচে, কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না। খাল জমি চাই, তাতে জল জমে তবে চাষ হয়। তেমনি তাঁর কৃপাবারি, যেখানে অহঙ্কার সেখানে জমে না (৩)। দীনহীন ভাবই ভাল (৪)।

৩৮। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে (১)। 'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। মেঘ সূর্য্যকে ঢেকে

---

৩৭। (১) যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে। গীতা ৬।২২
স্ফুরতাহঙ্কারঘনে হৃদ্ব্যোম্নি সলিলাত্মনি।
বিকসত্যভিতঃ কায়কদম্বে দোষমঞ্জরী ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৫৩।২৮

(২) অন্যোঽসৌ অন্যোঽহমস্মি ইতি ন স বেদ। বৃঃ উঃ ১।৪।১০

(৩) নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্‌জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্ ॥ ভাঃ ১১।১৯।১৪

(৪) তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো-
ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ মণ্ডুক উঃ ১।২।১৩

৩৮। (১) অজ্ঞানভ্রান্তিরেবান্তশ্চিত্তমিত্যেব কথ্যতে ॥
অজ্ঞানমুচ্যতে চিত্তমসৎসদিব সংস্থিতম্ ॥ যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ১০০।১৭-১৮
যথা ধ্বান্তসমুচ্ছেদে স্বয়মালোকবেদনম্।
তথাহঙ্কারবিচ্ছেদে স্বয়মাত্মাবলোকনম্ ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৬৪।৪৬
অহম্ভাবে পরিক্ষীণে শুষ্কসংসারপাদপঃ।
ভূয়ঃ প্রযচ্ছত্যরসো ন পাষাণবদঙ্কুরম্ ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৫৩।৩২

রেখেছে। মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। এই মায়া বা অহং যেন মেঘ। গুরুর কৃপায় এই অহং বুদ্ধি গেলেই ঈশ্বর দর্শন হয় (২)।

৩৯। অহঙ্কার করা বৃথা। ধন, মান, যৌবন কিছুই চিরকাল থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমার রূপ ও সাজ্‌গোজ্‌ দেখে বলেছিল, "মা যতই কেন সাজ গোজ, তিন দিন পরে তোকে টেনে গঙ্গার জলে ফেলে দিবে।" তাই বলি, জজই হও আর যেই হও, সব দুদিনের জন্য। তাই অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ করতে হয়। এ সব অহঙ্কার করা, দুদিনের অহঙ্কার (১)। ঈশ্বরের কৃপা হলে মায়া দ্বার ছেড়ে দেন (২)। যেমন দ্বারোয়ানরা বলে, বাবু হুকুম দিন, ওকে দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি।

৪০। 'আমি' যায় না, থাকবেই থাকবে। যেমন অনন্ত সমুদ্র, জলের অবধি নাই। উপর নীচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে জল পরিপূর্ণ। সেই জলের মধ্যে একটী ঘট রয়েছে। ঘটের বাহিরে

---

৩৮। (২) স্ফুরত্যহঙ্কারঘনে হৃদ্ব্যোম্নি সলিলাত্মনি ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৫৩।২৮
সংসাররজনী দীর্ঘা মায়ামনসি মোহিনী।
ততোঽহঙ্কার দোষেণ কিরাতেনেব বাগুরা ॥ যোঃ বাঃবৈঃ ১৫।৫

৩৯। (১) সর্ব্বা এব মুখে ফল্গু বিভবা ভূতজাতয়ঃ।
দুঃখায়ৈব দুরন্তায় দারুণা ভোগভূময়ঃ।
আয়ুরত্যন্তচপলং মৃত্যুরেকান্তনিষ্ঠুরঃ।
তারুণ্যাঞ্চাতিতরলং বাল্যং জড়তয়াহৃতম্ ॥
অহঙ্কারকলঙ্কায় বুদ্ধয়ঃ পরিপেলবাঃ ॥১২
(২) মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ৭।১৪

ভিতরে জল (১)। কিন্তু না ভাঙ্গলে ঠিক একাকার হচ্ছে না। তিনিই এই 'আমি ঘট' রেখে দিয়েছেন। জ্ঞানী দেখে—অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা।

৪১। অহং থাকতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান হলে, ঈশ্বরকে দর্শন হলে, তবে অহং নিজের বশে আসে। ঈশ্বর দর্শন না হলে অহংকে বশ করা যায় না (১)। নিজের ছায়াকে ধরা শক্ত, কিন্তু মাথার উপর যখন সূর্য্য আসে তখন আধ হাতের মধ্যে ছায়া থাকে।

৪২। মন কুড়িয়ে এক করে যাই এনেছি, আর অমনি 'মা'র মূর্ত্তি এসে সামনে দাঁড়াল—তখন আর তাঁকে ত্যাগ করে তার পরে এগিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। যতবার মন থেকে সব জিনিষ তাড়িয়ে নিরালম্ব হয়ে থাকতে চেষ্টা করি ততবারই ঐরূপ হয়। শেষে ভেবে চিন্তে, মনে খুব জোর এনে, জ্ঞানকে অসি ভেবে, সেই অসি দিয়ে ঐ মূর্ত্তিটাকে মনে মনে দুখানা করে কেটে ফেললুম। তখন মনে আর কিছুই রইল না ; হুহু করে একেবারে নির্ব্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছুল (১)।

৪৩। যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, ততক্ষণ 'আমি কর্ত্তা' এ ভুল থাকবে। আমি সৎকাজ করছি, অসৎ কাজ করছি, এ সব ভেদ বোধ থাকবেই থাকবে। এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া। তাঁকে লাভ

---

৪০। (১) অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে ॥ মৈত্রেয়্যুপনিষৎ ২।২৭

৪১। (১) গলত্যলমহঙ্কারঃ কালমেঘে হৃদম্বরে ॥
সুপ্রসন্নে চিদাকাশে স্থীয়তে পরমাত্মনি ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৬৪।৩,৫

৪২।. (১) আগচ্ছতো যথাকামং প্রতিভাসান্ পুনঃ পুনঃ।
অচ্ছিন্নমনসা শূরঃ খড়্গেনেব রণে রিপূন্ ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৫৪।৪২

করতে হলে বিদ্যামায়া আশ্রয় করতে হবে, সৎ পথ ধরতে হবে। যে তাঁকে লাভ করে, সেই মায়া পার হয়ে যেতে পারে (১)।

৪৪। মানুষ মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মনেতেই জ্ঞানী, মনেতেই অজ্ঞান (১)। কাপড়ের মত মনকে যে রঙ্গে ছোপাবে সেই রঙ্গে ছুপবে। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল। তেমনি "আমি মুক্ত পুরুষ সংসারেই থাকি বা বনেই থাকি, আমার আবার বন্ধন কি ? আমি ঈশ্বরের সন্তান। রাজাধিরাজের ছেলে।" এই কথাটী রোক করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। তবেই হল মন নিয়ে কথা।

৪৫। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন চাই (১)। শ্রবণ, অর্থাৎ ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা—আগে শুনতে হয় ; তারপর মনন, অর্থাৎ বিচার কোরে মনে মনে পাকা করলে ; তারপর নিদিধ্যাসন, অর্থাৎ মিথ্যাবস্তু জগৎকে ত্যাগ কোরে সদ্‌বস্তু ব্রহ্মের ধ্যানে মন লাগাতে হয় (২)। শুধু শুনলে, বুঝলে, কিন্তু যেটা মিথ্যা সেটাকে ছাড়তে

---

৪৩। (১) তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি ॥ শ্বেতাশ্বতরঃ উঃ ৩।৮

৪৪। (১) মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গি মোক্ষে নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥ মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ৬।৩৪

৪৫। (১) আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ ॥
বৃঃ উঃ ২।৪।৫

(২) শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥ মানব উপপুঃ ৪
ইত্থং শ্রুত্যাচ মত্যাচ নিশ্চিত্যাত্মানমাত্মনা।
ভাবয়েন্মামাত্মরূপাং নিদিধ্যাসনতোঽপিচ ॥ দেঃ ভাঃ ৭।৩৪।৪০
নাহং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢ়াদ্বধ্যতে মনঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢ়ান্মুচ্যতে মনঃ ॥

চেষ্টা করলুম না—তাহলে কি হবে? সেটা হচ্ছে সংসারীদের জ্ঞানের মত; ও রকম জ্ঞানে বস্তু লাভ হয় না (৩)। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই—তবে হবে।

৪৬। মনের নাশ হলেই ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা হয় (১)। মনের নাশ হলেই 'অহং' নাশ,—যেটা 'আমি' 'আমি' করছে। এটী ভক্তি, জ্ঞান অর্থাৎ বিচার পথেও হয়। এটা নয়, এটা নয়, অর্থাৎ 'এ সব মায়া স্বপ্নবৎ' জ্ঞানীরা এই বিচার করে। জগৎ যখন উড়ে গেল, বাকী রইল কতকগুলি জীব—'আমি' ঘটমধ্যে রয়েছে (২)। মনে কর সূর্য্য আর দশটা জলপূর্ণ ঘট রয়েছে; প্রত্যেক ঘটে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। প্রথমে দেখা যাচ্ছে একটী সূর্য্য ও দশটী প্রতিবিম্ব সূর্য্য। যদি নয়টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া যায় তাহলে একটা প্রতিবিম্ব সূর্য্য আর একটা সত্য সূর্য্য দেখা যায় (৩)।

---

৪৫। (৩) দৃঢ়ভাবনয়া চেতো যৎ যথা ভাবয়ত্যলম্।
তৎ তৎ ফলং তদাকারং তাবৎকালং প্রপশ্যতি॥
যোঃ বাঃ স্থিতিঃ ২১।৫৬

৪৬। (১) সকলাশাবনং সত্ত্যা ৎস্বয়ং চেতসঃ ক্ষয়ঃ।
স মোক্ষনাম্না কথিতস্তত্ত্বজ্ঞৈরাত্মদর্শিভিঃ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৭৩।৩৬

(২) পরয়া প্রজ্ঞয়া ধীরবিচারগততীক্ষ্ণয়া
গলত্যলমহঙ্কারঃ কালমেঘ হৃদম্বরে॥ যোঃ বাঃ উঃ ৬৪।৩
যথা ধ্বান্তসমুচ্ছেদে স্বয়মালোকবেদনম্।
তথাহঙ্কারবিচ্ছেদে স্বয়মাত্মাবলোকনম্॥ যোঃ বাঃ উঃ ৬৪।৪৬

(৩) যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন তথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ॥
এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্॥ ভাঃ ৩.২৭ ১২-১৩

৪৭। জ্ঞানের পথও সত্য, ভক্তির পথও সত্য, আবার জ্ঞান ভক্তির পথও সত্য, সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায় (১)। তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা (২)। জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিষ, একটা হচ্ছে 'জল' আর অন্যটা হচ্চে 'জলের খানিকটা চাপ।'

৪৮। 'আমি' আর 'আমার' অজ্ঞান (১)। যাকে 'আমি' 'আমি' করছো বিচার করলে দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। 'আমি কি?' এটা খোঁজ দেখি, আমি কি হাড়, না মাংস, না রক্ত, না নাড়ী-ভুঁড়ী, না মন, না বুদ্ধি? আমি খুঁজতে খুঁজতে তুমি এসে পড়ে, আমি বলে একটা আলাদা কিছু নাই (২)। অর্থাৎ অন্তরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছু নাই।

৪৯। জ্ঞান থাকলেই অজ্ঞান থাকে। লক্ষ্মণ রামকে বল্লেন, "দাদা একি আশ্চর্য্য! সাক্ষাৎ বশিষ্ঠদেব—তাঁর পুত্রশোক হল?" রাম বল্লেন, "ভাই যার কাছে জ্ঞান তার আছে অজ্ঞান।" জ্ঞান

---

৪৭। (১) মার্গাস্ত্রয়ো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম ॥
ত্রয়াণামপ্যয়ং যোগঃ কর্ত্তুং শক্যোঽস্তি সর্ব্বথা।
সুলভত্বাৎ মানসত্বান্ কায়চিত্তাদ্যপীড়নাৎ ॥ দেঃ ভাঃ ৭।৩৭।২।৩

(২) ওঁ অন্যস্মাৎ সৌলভং ভক্তৌ ॥ নারদভক্তিসূত্র ৫৮।৮

৪৮। (১) মমেদং তদয়ং সোঽহমিত্যুদ্‌ভ্রান্তেন চেতসা ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৭৪।৫৩

(২) রক্তমাংসাস্থি সংঘাতাদ্দেহাদেবাস্থিপঞ্জরাৎ।
কোঽহং স্যামিতিচিত্তেন স্বয়ং পুত্র বিচারয় ॥
দৃষ্ট্যাতু পারমার্থিক্যা ন কশ্চিত্ত্বং ন বাস্ম্যহম্ ॥ যোঃ বাঃ উঃ ২০।৫।৬

অজ্ঞানের পারে যাও (১)। পায়ে একটী কাঁটা ফুটলে অন্য একটী কাঁটা জোগাড় করে পায়ের কাঁটাটী বার করতে হয়, তার পর দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয় (২)। অজ্ঞান কাঁটা তোলবার জন্য জ্ঞান কাঁটা যোগাড় কর্‌তে হয়। তারপর জ্ঞান অজ্ঞান দুটো কাঁটা ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান (৩)। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—তুমি ত্রিগুণাতীত হও (৪)। বেদান্তবাদীর মত, আগে সাধন চাই, শম, দম, তিতিক্ষা চাই (৫)। এরা নির্ব্বাণের চেষ্টা করছে।

৫০। বিচার পথেও তাঁকে পাওয়া যায়, একেই জ্ঞানযোগ

---

৪৯। (১) পয়স্তরঙ্গয়োর্ব্বিম্বভাবনাদেব ভিন্নতা।
বিদ্যাবিদ্যাদৃশোর্ভেদভাবনাদেব ভিন্নতা॥
প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদবশাদেতদ্রঘূদ্বহ॥ যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৯।১৭, ১৯

(২) উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্॥ গঃ পুঃ পূঃ ১১০।২০

(৩) যো মুমুক্ষুরবিদ্যাংশঃ কেবলো নাম সাত্ত্বিকঃ।
সাত্ত্বিকৈরেব সোঽবিদ্যাভাগৈঃ শাস্ত্রাদিনামভিঃ॥
অবিদ্যাং শ্রেষ্ঠয়া শ্রেষ্ঠাং ক্ষালয়ন্নিহ তিষ্ঠতি।
মলং মলেনাপহরন্ যুক্তিজ্ঞো রজকো যথা॥
কাকতালীয়বৎ পশ্চাদবিদ্যা ক্ষয় আগতে।
প্রপশ্যত্যাত্মনৈবাত্মা স্বভাবস্থৈব নিশ্চয়ঃ॥ যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৪১।৫-৭

(৪) নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন॥ গীতা ২।৪৫

(৫) শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি॥ বৃঃ উঃ ৪।৪।২৩

বলে। কিন্তু বিচার পথ বড় কঠিন (১)। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হলে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কলিতে অন্নগত প্রাণ, তাতে আয়ু কম। আবার দেহ বুদ্ধি কোন মতে যায় না। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' দেহ বুদ্ধি না গেলে কেমন করে বোধ হবে?

৫১। বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন, মন বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপ যুক্ত জগৎ মিথ্যা এইটাই সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত (১)। তাই বলছি বেদান্ত দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ মুখে বলা যায় না। কিন্তু তুমি নিজে যতক্ষণ সত্য, জগৎও ততক্ষণ সত্য। তাঁর নাম রূপও সত্য। তাঁকে ব্যক্তি বোধও সত্য (২)।

৫২। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি জীবের এই তিন অবস্থা। যারা জ্ঞান বিচার করে তারা তিন অবস্থাই উড়িয়ে দেয়। তারা বলে, ব্রহ্ম তিন অবস্থারই পার, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন দেহের পার, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণের পার; সমস্তই মায়া, যেমন আয়নাতে

---

৫০। (১) ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ গীতা ১২।৫

৫১। (১) আনন্দময়-বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ।
মায়য়া কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাং সর্ব্বং প্রকল্পিতম্॥ পঞ্চদশী চিত্রদীপঃ ২১২

(২) স খলু পরমযোগী বিশ্ববন্দ্যঃ সুরেশো
জননমরণহীনঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ।
সকলগুণনিধানং সন্নিধানং রমায়া—
স্ত্রিজগদুদয়রক্ষানুগ্রহাণাং মধীশঃ॥ যোঃ বাঃ নিঃপূঃ ১২৭।২

প্রতিবিম্ব পড়েছে, প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয় ; ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ব্রহ্মজ্ঞানীদের মতে দেহাত্মবুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়। তখন প্রতিবিম্বটাকেও সত্য বলে বোধ হয়। ঐ বুদ্ধি চলে গেলে, 'আমিই সেই ব্রহ্ম'—সোঽহং, এই অনুভূতি হয় (১)। চিত্তশুদ্ধি না হলে ঈশ্বর দর্শন হয় না (২)। ছুঁচে কাদা মাখান থাকলে চুম্বকে টানে না।

৫৩। যতক্ষণ তাঁর কৃপা না হয় ততক্ষণ দর্শন হয় না। তিনি জ্ঞানসূর্য্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি (১)। ঈশ্বরকে দর্শন করতে হলে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে কৃপা কোরে জ্ঞানের আলো তাঁর নিজের উপর ধরেন (২)।

৫৪। কিন্তু হাজার চেষ্টা কর তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না। অহঙ্কার একবারে ত্যাগ না করলে কৃপা হয় না (১)।

---

৫২। (১) ভবভাবনয়াহীনং ভাবাভাবদশোজ্ঝিতম্।
ভাবয়ন্নেবমাত্মান মাত্মসংস্থঃ স্বয়ং ভব ॥ যোঃ বাঃ উপশম ১৪।৫৩
(২) চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম্ম শুভাশুভম্।
প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমব্যয়মশ্নুতে ॥ মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ৬।৩৪

৫৩। (১) অনাদ্যবিদ্যোপ হতাত্ম সংবিদ-
স্তন্মূল সংসার পরিশ্রমাতুরাঃ।
যদৃচ্ছয়েহোপসৃতা যমাপ্নুয়ু-
র্বিমুক্তিদো নঃ পরমোগুরুর্ভবান্ ॥ ভাঃ ৮।২৪।৪৬
(২) তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ কঠ উঃ ২।২।১৫

৫৪ (১) কৃতং পুরুষকারেণ কেবলেন চ কর্ম্মণ।
মহেশানুগ্রহাদেব প্রাপ্তব্যং প্রাপ্যতে নবৈঃ ॥ যোঃ বাঃ নিঃ পৃঃ১২৭।৩৮

যদি একজনের উপর ভাঁড়ারের ভার দেওয়া থাকে, তাহলে যদি বাড়ীর কর্ত্তাকে কেউ কোন জিনিষ দিতে বলে, তখন কর্ত্তা বলবে "ভাঁড়ারে একজন রয়েছে, আমি আর গিয়ে কি করব ? তার কাছেই বলগে।" আমি কর্ত্তা এ বোধ থাকলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। যে নিজে কর্ত্তা হয়ে বসেছে, তার হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।

৫৫। কাম, ক্রোধ, লোভ এ সব জয় না করলে তাঁর কৃপা হয় না। এ সব জয় করলে তবে তাঁর দর্শন হয় (১)। আদ্যাশক্তিরূপিণী মাকে প্রসন্ন না করলে তাঁর কৃপা হয় না। তিনিই মহামায়া। জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে অন্দরে যাওয়া যায় না (২)। বাহিরে পড়ে থাকলে কেবল বাহিরের জিনিষই দেখা যায়।

৫৬। জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হবার নয় (১)। কি জান ? কামকাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে জ্ঞানে

---

৫৫। (১) কামক্রোধ বিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ গীতা ৫।২৬

(২) তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥ চণ্ডী ১।৫৬-৫৮

৫৬। (১) শিবে ভক্তি র্ন সন্দেহস্তয়াযুক্তো বিমুচ্যতে।
প্রসাদাদেব সা ভক্তিঃ প্রসাদো ভক্তিসম্ভবঃ॥ শিবপুঃ বায়ুঃ সং ২।৬৫

ধারণা হওয়া কি কম কথা ? তাঁর দয়া না হলে কি হয় ? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয় (২)।

৫৭। 'ঈশ্বরই কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা'—এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্ত্তা তাঁর হাতের যন্ত্র। তাই বলি, মা, আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়র আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী ; আমি ঘর, তুমি ঘরণী ; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি ; যেমন চালাও তেমনি চলি ; নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ। আমি কেহ নই, তুমি কর্ত্তা (১)। ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ, এইটী জানার নাম জ্ঞান। যিনি সৎ তাঁর একটী নাম ব্রহ্ম, আর একটী নাম কাল ( মহাকাল ) তাই বলে 'কালে কত গেল, কত হলরে ভাই (২)।

৫৮। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান। তৎ মানে পরমাত্মা, ত্বং মানে জীবাত্মা। জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান হলে তত্ত্বজ্ঞান হয় (১)।

৫৯। ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয় (১)। ঈশ্বর নিজে বালক স্বভাব, তাই যে তাঁকে দর্শন করে তারও বালক স্বভাব হয়ে যায়। বালক কোন গুণের বশ নয়, ত্রিগুণাতীত। ছেলে

---

৫৬। (২) তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ গীতা ১৮।৬২

৫৭। (১) ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ গীতা ১৮।৬১

(২) অমূর্ত্তো ভগবান্ কালো ব্রহ্মৈব তমজং বিদুঃ ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৪৯।১৫

৫৮। (১) তত্ত্বমোঃ পদয়ো রৈক্য মেব তত্ত্বমসী ত্যলম্।
ইত্থমৈক্যাববোধেন সম্যগ্ জ্ঞানং দৃঢ়ং নয়ৈঃ। তত্ত্বোপদেশ ৪২

৫৯। (১) ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বৃঃ উঃ ৩।৫

তমো গুণের বশ নয়। এই একজনের সঙ্গে মারামারি করলে, আবার কিছু পরেই তার গলা ধরে কত ভাব।

৬০। জগৎ দেখলে বোঝা যায় যে তিনি আছেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ে শোনা একরকম, তাঁকে দেখা একরকম, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর একরকম (১)। দুধের কথা কেউ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে।

৬১। আমার জ্ঞানীর স্বভাব নয়। জ্ঞানী আপনাকে বড় দেখে। আমার স্বভাব মা সব জানে। তিনি আমায় ভক্তের অবস্থায় বিজ্ঞানীর অবস্থায় রেখেছেন (১)। তাই রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে ফচ্‌কিমি করি। জ্ঞানীর অবস্থায় উটি হয় না।

৬২। যে নিত্যে পৌঁছে লীলা নিয়ে থাকে, আবার লীলা থেকে নিত্যে যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি। নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন (১)। এরই নাম বিজ্ঞান। শুধু

---

৬০। (১) ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥ ভাঃ ২।২।৩৫

৬১। (১) আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ভাঃ ১।৭।১০

৬২। (১) তজ্‌জ্ঞানং নির্ম্মলং শুদ্ধং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
মমাত্মাসৌ তবৈবেদ মিতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ॥
যেঽপ্যনেকং প্রপশ্যন্তি তেঽপরং পরমং পদম্।
আশ্রিতাঃ পরমাং নিষ্ঠাং বুদ্ধৈক্যং তত্ত্বমব্যয়ম্।
যে পুনঃ পরমং তত্ত্বমেকং বানেকমীশ্বরম্।
সাক্ষাদ্দেবং প্রপশ্যন্তি স্বাত্মানং পরমেশ্বরম্।
নিত্যানন্দং নির্ব্বিকল্পং সত্যরূপমিতিস্থিতিঃ।
ভজন্তে পরমানন্দং সর্ব্বগং জগদাত্মকম্॥ কূঃ পুঃ উঃ ১০।৬-১১

শুষ্ক জ্ঞান—ও যেন ভস্ করে ওঠা তুবড়ি—খানিকটা ফুল কেটে ভস্ করে ভেঙ্গে যায়। জ্ঞানী সাধু আর বিজ্ঞানী সাধুর প্রভেদ আছে। জ্ঞানী সাধুর বসবার ভঙ্গি আলাদা। গোঁপে চাড়া দিয়ে বসে। কেউ দেখা করতে এলে বলে, 'তুমি কেমন আছ; বাড়ীর সব কেমন আছে? তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে?' আর বিজ্ঞানী সাধু, যে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা দর্শন করছে, তাঁর সঙ্গে কথা কচ্চে, তার স্বভাব কখনও বালকবৎ, কখনও জড়বৎ, কখনও উন্মাদবৎ, কখনও পিশাচবৎ। পাঁচ বছর বালকের মত স্বভাব হয়। লজ্জা, ঘৃণা, সঙ্কোচ প্রভৃতি কোন পাশ নাই—ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নেই। জড়বৎ—সমাধিস্থ হয়ে বাহ্য শূন্য হয়—জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে থাকে (২)।

৬৩। ঈশ্বর দর্শন করলে আর ছেলে মেয়ের জন্ম দেওয়া, সৃষ্টির কাজ হয় না (১)। ধান পুতলে গাছ হয়, কিন্তু সিদ্ধ ধান পুতলে গাছ হয় না। ঈশ্বর দর্শন করলে 'আমি'টা নাম মাত্র থাকে, সে 'আমি'র দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয় না। যেমন নারিকেলের দাগ, বেল্লো ঝরে গেলে কেবল দাগমাত্র থাকে (২)।

---

৬২। (২) দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা,
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥ বিবেক চূঃ ৫৪০

৬৩। (১) ভর্জ্জিতানি তু বীজানি সন্ত্যকার্য্যকরাণিচ॥ পঞ্চদশীতৃপ্তি ৭।১৬৪
(২) নির্ব্বাণৈকতয়া জন্তু বাসনৈব ন বাসনা।
লেখাদামোপমা ত্বদ্ধে কর্ম্মাদি ন জলেতরং॥ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৩০।৬

৬৪। প্রহ্লাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান হত, তখন তিনি সোঽহং হয়ে থাকতেন। আবার যখন দেহবুদ্ধি আসত তখন 'আমি তোমার দাস' এই ভাব আসত। হনুমানেরও কখন 'সোঽহং' কখন 'দাস আমি' কখন 'আমি তোমার অংশ' এই ভাব আসত (১)। ভক্তি নিয়ে না থাকলে মানুষ কি নিয়ে দিন কাটায়? 'আমি' তো যাবার নয়, সমাধিস্থ হলে 'আমি' পুঁছে যায়,—তখন যা আছে তাই (২)।

৬৫। পরমহংসের সর্ব্বদা এই বোধ—ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। দুধকে জল থেকে তফাৎ করা কেবল হাঁসেরই শক্তি আছে। দুধে জলে যদি মিশিয়ে থাকে, তাদের জিভেতে একরকম টক রস আছে, সেই রসের দ্বারা দুধ আর জল আলাদা আলাদা হয়ে যায় (১)। পরমহংসের মুখেও সেই টক রস আছে, প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তি থাকলেই নিত্য অনিত্য বিবেক হয়। ঈশ্বরের অনুভূতি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

৬৬। জ্ঞান জ্ঞান বল্লেই কি জ্ঞান হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। দুটী লক্ষণ—প্রথম, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ চাই, ভালবাসা চাই। শুধু

---

৬৪। (১) দেহবুদ্ধ্যা তু দাসোঽহং জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥

(২) যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ॥
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ কঠউঃ ২।৩।১৪

৬৫। (১) হংসস্য হি বিবেকোঽস্তি জলদুগ্ধ-বিভাগয়োঃ।
অজ্ঞান-জ্ঞানয়োস্তত্ত্বং তদ্বিবেকায় হংসকঃ॥ শিঃ পুঃ জ্ঞানঃ ৫।৭, ৮

জ্ঞান বিচার করছি, অথচ তাঁর উপর ভালবাসা নাই, সে মিছে (১)। আর একটী, কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাতে হবে। কুণ্ডলিনী শক্তি যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন ততক্ষণ জ্ঞান হয় না (২)। বসে বসে বই পড়ে বিচার করছি অথচ ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, সেটী জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

৬৭। শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত,—প্রকৃতির পার। তাঁর জন্ম মৃত্যু নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই।—অজর অমর সুমেরুবৎ (১)। ব্রহ্মজ্ঞানী ঠিক বুঝতে পারে, আত্মা আলাদা, আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না। দুটী আলাদা। যতদিন মায়া থাকে, ততদিন মানুষ ডাবের মত থাকে। নারিকেল যতদিন ডাব থাকে, তার নেয়াপাতি তুলতে গেলেই সঙ্গে মালার একটু উঠে আসবেই। আর যখন মায়া শেষ হয়ে যায় তখন হয় ঝুনো। ঐ শাঁস আর মালা পৃথক হয়ে যায়, তখন শাঁসটা ভিতরে টপর টপর করে। আত্মা আলাদা আর শরীর আলাদা হয়, আত্মাটী যেন দেহের

---

৬৬। (১) যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথাদেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

(২) কন্দোর্দ্ধে কুণ্ডলীশক্তি র্মুক্তিরূপাঽথ যোগিনাম্।
বন্ধনায় চ মূঢ়ানাং যস্তাং বেত্তি স যোগবিৎ॥ যোগশিখ উঃ ৬।৫৫
অস্য টীকা—কুণ্ডলী যদি স্বস্থানাদূর্দ্ধং গচ্ছতি তদা
অয়ং মুক্তো ভবতি যদি সা স্বস্থানং ন মুঞ্চতি
তদা অয়ং বদ্ধো ভবতি

৬৭। (১) যো অশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যু-
মত্যেতি এতং বৈ তমাত্মানম্॥ বৃঃ উঃ ৩।৫।১

ভিতর নড়্ নড়্ করে। দেহটার সঙ্গে আর যোগ থাকে না (২)। বেদান্তবাদীরা বলে, 'সুখ দুঃখ, পাপপুণ্য, এ সব আত্মার কোন অপকার করতে পারে না', আত্মা নির্লিপ্ত—তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। ধোঁয়া দেওয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু করতে পারে না (৩)।

৬৮। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ হন। হাঁড়ীতে ভাত ফুটছে; চালগুলি সুসিদ্ধ হয়েছে কি না জানতে তুই তার ভিতর থেকে একটা ভাত তুলে টিপে দেখলি যে হয়েছে—আর অমনি বুঝতে পারলি যে, সব চালগুলিই সিদ্ধ হয়েছে। কেন? তুই তো ভাতগুলির সব এক একটী করে টিপে টিপে দেখলি না—তবে কি করে বুঝলি? ঐ কথা যেমন বোঝা যায়, তেমনি জগৎ সংসারটা নিত্য কি অনিত্য, সৎ কি অসৎ, একথাও সংসারের দুটো চারটে জিনিষ পরখ করে দেখেই বুঝা যায়। মানুষটা জন্মাল, কিছুদিন বেঁচে রইল, তারপর মোলো; গরুটাও—তাই; গাছটাও তাই; এইরূপ দেখে দেখে বুঝলি যে, যে জিনিষেরই নাম আছে, রূপ আছে, সেগুলোরই এই ধারা। পৃথিবী, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, সকলের নাম রূপ আছে, অতএব তাদেরও এই ধারা। এইরূপে জানতে পারলি, সমস্ত

---

৬৭। (২) তথা বিশুদ্ধো ভবতি প্রকৃতেঃ পরিবর্জ্জনাৎ।
অন্যোঽহমন্যেয়মিতি যদা বুধ্যতি বুদ্ধিমান্॥
তদৈষোঽব্যয়তামেতি নচ মিশ্রত্বমাব্রজেৎ॥ ব্রহ্ম পুঃ ২৪৪।২০, ২১

(৩) তজ্জ্ঞস্য পুণ্যপাপাভ্যাং স্পর্শোহ্যন্তর্ন জায়তে।
নহ্যাকাশস্য ধূমেন দৃশ্যমানাপি সঙ্গতিঃ॥ অষ্টাবক্রসংহিতা ৪।৩

জগৎ সংসারটাই এই স্বভাব (১)। তখন জগতের ভিতরের সব জিনিষেরই স্বভাবটা জানলি—কি না ?

৬৯। দেখি কি—যেন গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল সব ভিন্ন রকমের খোলগুলো। বালিশের খোল যেমন হয়, দেখিস নি ?—কোনটা খেরোর, কোনটা ছিটের, কোনটা বা অন্য কাপড়ের, কোনটা চারকোণা, কোনটা গোল—সেই রকম। আর, বালিশের ঐ সব রকম খোলের ভিতরই যেমন একই জিনিষ—তুলো ভরা থাকে—সেই রকম ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, জল, পাহাড়, পর্ব্বত সব খোলগুলোর ভিতরেই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন (১)। ঠিক ঠিক দেখতে পাই রে, মা যেন নানা রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানা রকম সেজে ভিতর থেকে উঁকি মারছেন !

---

৬৮। (১) এতদুক্তং ভবতি—একেন মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদাত্মনা বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং ঘটশরাবোদঞ্চনাদিকং মৃদাত্মকত্বাবিশেষাদ্বিজ্ঞাতং ভবেৎ। যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং বাচৈব কেবলমস্তি ইত্যারভ্যতে বিকারো ঘটঃ শরাব উদঞ্চনঞ্চেতি। নতু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি। নামধেয়মাত্রং হ্যেতদনৃতম্ মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ইত্যেষ ব্রহ্মণোদৃষ্টান্ত আম্নাতঃ। তত্র শ্রুতাদ্বাচারম্ভণশব্দাৎ দার্ষ্টান্তিকেঽপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্য অভাব ইতি গম্যতে।……ন চান্যথৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে ॥
ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।১৪

৬৯। (১) এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ পঞ্চদশী ১৫।৮

৭০। ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ হচ্ছে—আনন্দ, আর সঙ্কোচ থাকে না (১)। যেমন সমুদ্রের উপর খুব শব্দ শোনা যায়, আর ঢেউ দেখা যায়, কিন্তু নীচে গভীর জল। যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে সে কখন বাল্যভাবে, কখনও পৌগণ্ডভাবে—বার তের বছরের ছোকরার মত ফষ্টি নষ্টি করে, হয়ত খেয়ূড় মুখ দে বেরোয়, কখন যুবার ভাব—যখন কর্ম্ম করে, লোক শিক্ষা দেয় তখন সিংহ তুল্য। শান্ত স্বভাব, অভিমান শূন্য, সাধুর কাছে ত্যাগী, স্ত্রীর কাছে রসরাজ (২)।

৭১ জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্ব স্বরূপকে জানা, এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি। নিজের স্বরূপ হচ্ছে পরমব্রহ্ম (১)। আমি আর পরমব্রহ্ম এক, মায়ার জন্য জানতে পারা যায় না। সোনার উপর মাটী চাপা আছে, ঐ মাটী সরিয়ে দিতে হবে। ন্যাংটা বলতো,—মন

---

৭০। (১) জীবন্নেব বিনির্ম্মুক্তো বিশ্রান্তঃ শান্তিমাশ্রয় ॥ তত্ত্বোপদেশ ৮৩
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ গীতা ২।৭১

(২) ভক্তে ভক্তসমাচারঃ শঠে শঠ ইব স্থিতঃ।
বালো বালেষু বৃদ্ধেষু বৃদ্ধো ধীরেষু ধৈর্য্যবান্।
যুবা যৌবনবৃত্তেষু দুঃখিতেম্বনুদুঃখিতঃ ॥
প্রবৃত্তবাক্ পুণ্যকথো দৈন্যাদ্যপগতাশয়ঃ।
ধীরধী রুদিতানন্দঃ পেশলঃ পুণ্যকীর্ত্তনঃ ॥
যোঃ বাঃ উঃ ৭৭।১৩-১৫

৭১। (১) আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। বৃঃ আঃ উঃ ৪।৪।১২
যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ্ যচ্ছেদ্ জ্ঞান আত্মনি ॥
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ কঠ উঃ ১।৩।১৩

বুদ্ধিতে লয় করো, বুদ্ধি আত্মাতে লয় করো, তবে স্ব স্বরূপে থাকবে।

৭২। যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে। যাই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গাতে উঠে। তখন সে জলেও থাকতে পারে আবার ডাঙ্গাতেও থাকতে পারে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসাররূপ জলে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খস্‌লে—জ্ঞান লাভ হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে সংসারেও থাকতে পারে। তার সব সমান (১)।

৭৩। 'দিব্যোন্মাদ,' 'জ্ঞানোন্মাদ' হলে, ঝড়ে ধূলো উড়ে যেমন সব একাকার দেখায়, এটা আম গাছ, ওটা কাঁঠাল গাছ বলে বুঝা দূরে থাক, দেখাও যায় না, সেই রকমটা হয়েছিল রে; ভাল, মন্দ, নিন্দা, স্তুতি, শৌচ, অশৌচ এ সকলের কোনটাই বুঝতে দেয়নি (১)। কেবল এক চিন্তা, এক ভাব—কেমন করে তাঁকে পাব—এইটেই মনে সদা সর্ব্বক্ষণ থাকতো। লোকে বোলতো—পাগল হয়েছে।

৭৪। দেখ নির্ব্বিকল্প অবস্থায় উঠলে তখন ত আর আমি তুমি, দেখা শুনা, বলা কহা কিছুই থাকে না, সেখান থেকে দুই

---

৭২। (১) তথা বিগলিতাবিদ্যো ব্যবহারপরোঽপ্যলম্।
সম্যগ্ দৃষ্টিঃ সদাচারো মুদমেত্যন্তরাত্মনা॥
যোঃ বাঃ উঃ ৭৪।৮৯

৭৩। (১) সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ।
বৃঃ উঃ ৪।৩।৩২

তিন ধাপ নেমে এসেও এতটা ঝোঁক থাকে যে, তখনও বহু লোকের সঙ্গে বা বহু জিনিষ নিয়ে ব্যবহার চলে না (১)। তখন যদি খেতে বসি আর পঞ্চাশ রকম তরকারী সাজিয়ে দেয়, তবু হাত সে সকলের দিকে যায় না; এক জায়গা থেকেই মুখে উঠবে। এমন সব অবস্থা হয়! তখন ভাত ডাল তরকারী পায়েস সব একত্রে মিশিয়ে নিয়ে খেতে হয়।

৭৫। সমাধি কাকে বলে?—যেখানে মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড় সমাধি হয়। তার 'আমি' থাকে না (১)। ভক্তের চৈতন্য সমাধি হয়—তার সেব্য সেবকের 'আমি' থাকে। ঈশ্বর সেব্য,—ভক্ত সেবক; ঈশ্বর আস্বাদ্য—ভক্ত আস্বাদক; ঈশ্বর রসস্বরূপ,—ভক্ত রসিক। চিনি হতে চাই না মা, চিনি খেতে ভালবাসি।

৭৬। সপ্তমভূমি—শিরোদেশে মন গেলে অহঙ্কার থাকে না, মনের নাশ হয়, সমাধি হয় ও ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না (১)। কালাপানীতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না। জাহাজের খবরও পাওয়া যায় না, সমুদ্রের খবরও

---

৭৪। (১) অত্যন্তাভাবসম্পত্তৌ দ্রষ্টৃদৃশ্যদৃশাং মনঃ।
একধ্যানে পরে রূঢ়ে নির্ব্বিকল্পসমাধিনি॥
যোঃ বাঃ উঃ ২১।৭৬

৭৫। (১) চিত্তবৃত্তি র্যদা লীনা কুলাখ্যে পরমেশ্বরে।
তদা সমাধিসাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ॥ শিব সং ৫।১৫৫

৭৬। (১) অবরোধং বিতুর্জ্ঞানং তদিদং সপ্তভূমিকম্।
মুক্তিস্তু জ্ঞেয়মিত্যুক্তং ভূমিকাসপ্তকাৎ পরম্॥
যোঃ বাঃ উঃ ১১।৩৮

জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না। সে অবস্থায় শরীর বেশীদিন থাকে না। সর্ব্বদা বেহুঁস, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা।

৭৭। ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ (১)। এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। এ মনের গোচর নয় বটে—কিন্তু শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গেচুরে দেয়। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে, আর তোলপাড় করে। আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিষ পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে একটা হৈচৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম ক্রোধ সব রিপুদের নাশ করে, তারপর অহং বুদ্ধি নাশ করে (২)। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে। তখন ঠিক ভগবানের হাতের পুতুল, যেমন নাচান্, তেমনি নাচে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না।

৭৮। আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ (১)। অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনের আনন্দ, ঈশ্বরের নামগুণ-গান করে

---

৭৭। (১) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥
তৈত্তিরীয় উঃ ২।৪

(২) যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ গীতা ৪.৩৭

৭৮। (১) ব্রহ্মজ্ঞানেঽনর্থহানিমানন্দঞ্চাপ্যঘোষয়ন্।
আনন্দস্ত্রিবিধোব্রহ্মানন্দো বিদ্যা সুখং তথা॥
বিষয়ানন্দ ইত্যাদি ব্রহ্মানন্দো বিবিচ্যতে॥ পঞ্চদশী ১১।১০-১১

তিন ধাপ নেমে এসেও এতটা ঝোঁক থাকে যে, তখনও বহু লোকের সঙ্গে বা বহু জিনিষ নিয়ে ব্যবহার চলে না (১)। তখন যদি খেতে বসি আর পঞ্চাশ রকম তরকারী সাজিয়ে দেয়, তবু হাত সে সকলের দিকে যায় না; এক জায়গা থেকেই মুখে উঠবে। এমন সব অবস্থা হয়! তখন ভাত ডাল তরকারী পায়েস সব একত্রে মিশিয়ে নিয়ে খেতে হয়।

৭৫। সমাধি কাকে বলে?—যেখানে মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড় সমাধি হয়। তার 'আমি' থাকে না (১)। ভক্তের চৈতন্য সমাধি হয়—তার সেব্য সেবকের 'আমি' থাকে। ঈশ্বর সেব্য,—ভক্ত সেবক; ঈশ্বর আস্বাদ্য—ভক্ত আস্বাদক; ঈশ্বর রসস্বরূপ,—ভক্ত রসিক। চিনি হতে চাই না মা, চিনি খেতে ভালবাসি।

৭৬। সপ্তমভূমি—শিরোদেশে মন গেলে অহঙ্কার থাকে না, মনের নাশ হয়, সমাধি হয় ও ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না (১)। কালাপানীতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না। জাহাজের খবরও পাওয়া যায় না, সমুদ্রের খবরও

---

৭৪। (১) অত্যন্তাভাবসম্পত্তৌ দ্রষ্টৃদৃশ্যদৃশাং মনঃ।
একধ্যানে পরে রূঢ়ে নির্ব্বিকল্পসমাধিনি॥
যোঃ বাঃ উঃ ২১।৭৬

৭৫। (১) চিত্তবৃত্তির্যদা লীনা কুলাখ্যে পরমেশ্বরে।
তদা সমাধিসাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ॥ শিব সং ৫।১৫৫

৭৬। (১) অবরোধং বিদুর্জ্ঞানং তদিদং সপ্তভূমিকম্।
মুক্তিস্তু জ্ঞেয়মিত্যুক্তং ভূমিকাসপ্তকাৎ পরম্॥
যোঃ বাঃ উঃ ১১।৩৮

জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না। সে অবস্থায় শরীর বেশীদিন থাকে না। সর্ব্বদা বেহুঁস, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা।

৭৭। ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ (১)। এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। এ মনের গোচর নয় বটে—কিন্তু শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গেচুরে দেয়। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে, আর তোলপাড় করে। আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিষ পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে একটা হৈচৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম ক্রোধ সব রিপুদের নাশ করে, তারপর অহং বুদ্ধি নাশ করে (২)। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে। তখন ঠিক ভগবানের হাতের পুতুল, যেমন নাচান্, তেমনি নাচে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না।

৭৮। আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ (১)। অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনের আনন্দ, ঈশ্বরের নামগুণ-গান করে

---

৭৭। (১) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥
তৈত্তিরীয় উঃ ২।৪

(২) যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ গীতা ৪।৩৭

৭৮। (১) ব্রহ্মজ্ঞানেঽনর্থহানিমানন্দঞ্চাপ্যঘোষয়ন্।
আনন্দস্ত্রিবিধোব্রহ্মানন্দো বিদ্যা সুখং তথা॥
বিষয়ানন্দ ইত্যাদি ব্রহ্মানন্দো বিবিচ্যতে॥ পঞ্চদশী ১১।১০-১১

আনন্দ, আর ভগবান দর্শনের আনন্দ। ব্রহ্মানন্দ লাভের পর ঋষিদের স্বেচ্ছাচার হয়ে যেত। অন্তর্দ্দশা, অর্দ্ধ বাহ্যদশা, বাহ্যদশা চৈতন্যদেবের এই তিনরকম অবস্থা হতো। অন্তর্দ্দশায় ভগবান দর্শন করে জড় সমাধির অবস্থা হতো। অর্দ্ধ বাহ্যদশায় একটু বাহিরের হুঁস থাকত। বাহ্যদশায় নামগুণকীর্ত্তন করতে পারতেন।

৭৯। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন না হয়, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করতে হবে (১)। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয়। ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয়, তাহলে তইরি লাল হাঁড়ি সরাগুলো ফেলে দেয়। তার দ্বারা আর কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গলে কুমোর সেগুলোকে তাল পাকিয়ে আবার চাকে ফেলে, আবার নূতন হাঁড়ি তৈয়ার হয়।

৮০। জ্ঞান লাভের অধিকারী বড়ই কম। হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন তাঁকে জানতে ইচ্ছা করে। আবার যারা জানতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন জানতে পারে (১)। সংসারে আসক্তি যত কমবে, জ্ঞান ততই বাড়বে। ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, তাহলে সাধুসঙ্গ কর।

৮১। জ্ঞান সকলেরই হতে পারে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। প্রার্থনা করলে পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হতে

---

৭৯। (১) অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ গীতা ৫।১৫
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্বাংসোঽবুধা জনাঃ ॥ বৃঃ উঃ ৪।৪।১১

৮০। (১) মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ॥
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ গীতা ৭।৩

পারে (১)। গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই খাটান আছে। শিয়ালদহে গ্যাস কোম্পানীর কাছে দরখাস্ত করলে ঘরে ঘরে আলোর বন্দোবস্ত করে দেবে।

৮২। পঞ্চভূতে গঠিত স্থূলদেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত লয়ে সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ। যে দেহে ভগবানের আনন্দ অনুভব হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটী কারণ দেহ বা তন্ত্রের ভাগবতী তনু (১)। এ সকল দেহের অতীত মহাকারণ বা তুরীয়, ইহা মুখে বলা যায় না। এই সব দেহের সঙ্গে আবার বেদান্তের পঞ্চকোষের সম্বন্ধ আছে। পঞ্চকোষ, যথা—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। স্থূল শরীর অর্থাৎ অন্নময় কোষ ও প্রাণময় কোষ, সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ, কারণ শরীর অর্থাৎ আনন্দময় কোষ (২)। মহাকারণ পঞ্চকোষের অতীত। স্থূল দেহে অন্নময় ও প্রাণময়

---

৮১। (১) তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ গীতা ১০।১০-১১

৮২। (১) প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ভাঃ ১।৬।২৮

(২) এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি।
এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি।
এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি।
এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি ॥
এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি ॥ তৈত্তিরীয় উঃ ২।৮

কোষে মন থাকে (৩)। সূক্ষ্ম দেহে মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে মন থাকে।

৮৩। এক রাজার সামনে একজন ভেল্‌কি দেখাতে এসেছিল। সে যখন একটু সরে দাঁড়াল, তখন রাজা দেখলে একজন খুব সাজগোজ—হাতে অস্ত্র শস্ত্র লয়ে ঘোড়ার উপর চড়ে আসছে। তখন রাজা আর সভাশুদ্ধ লোক বিচার করছে, এর ভিতর কোনটা সত্য? ঘোড়া, সাজগোজ, অস্ত্রশস্ত্র তো কোনটাই সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখলে যে সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি না ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—বিচার কর্ত্তে গেলে কিছুই থাকে না (১)।

---

৮২। (৩) পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতম্।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে॥ আত্মবোধঃ ১২
লিঙ্গশরীরং মনোবুদ্ধিভ্যামুপেতং জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক
কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক-প্রাণাদিপঞ্চকসংযুক্তং জায়তে।
বেদান্ত পরিভাষা—৭ম পং

৮৩। (১) মিথ্যাত্বস্য মিথ্যাত্বে মিথ্যাত্বং বাধিতং ভবেৎ।
সত্যত্বস্য চ সত্যত্বে সত্যত্বং স্থাপিতং ভবেৎ॥
অদ্বৈতসিদ্ধি মিথ্যাত্ব সামান্য উপপত্তিঃ

———

# যোগতত্ত্ব

১। ঠিক দুপুরে ঘড়ির দুটো কাঁটা যেমন এক হয়ে যায়—ঠিক যোগ হলে সেইরূপ হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় এক হয়ে যায় (১)। ক্ষণকাল তাঁর সঙ্গে যোগ হলেই মুক্তি (২)।

২। কামিনী কাঞ্চনের ভারে মানুষের মন সংসারের দিকে ঝুকে পড়েছে, কাজেই ঈশ্বরের সঙ্গে আর মনের যোগ হয় না (১)। যোগীর চক্ষুও ফ্যালফেলে, বাহিরের জিনিষে তাদের বড় নজর নাই, দেখলেই বুঝা যায়। সর্ব্বদাই আত্মস্থ—সর্ব্বক্ষণ তাদের মন ঈশ্বরেতে থাকে (২)। যোগী বিষয় থেকে মন সরিয়ে নিয়ে পরমাত্মাতে মনস্থির করতে চেষ্টা করে (৩)। উদ্দেশ্য জীবাত্মা

---

১। (১) জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগশ্চাষ্টাঙ্গসংযুতম্।
সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।
যোঃ বাঃ ১।৪৩

(২) নিমেষমাত্রমপি চেৎ সংযম্যাত্মানমাত্মনি।
গচ্ছত্যাত্মপ্রসাদেন বিদুষাং প্রাপ্তিমব্যয়াম্॥
মহাঃ অশ্বঃ ৪৮।৩

২। (১) নারী শয্যাসনং বস্ত্রং ধনমস্ত বিড়ম্বনম্॥ শিবসংহিতা ৫।৩
(২) অন্তর্লক্ষ্যং বহির্দৃষ্টি র্নিমেষোন্মেষবর্জ্জিতা॥ হঠঃ ৪;৩৬
(৩) যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চল মস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ গীতা ৬।২৬

ও পরমাত্মার যোগ। তাই প্রথমাবস্থায় নির্জ্জনে, স্থির আসনে অনন্য মন হয়ে ধ্যান চিন্তা করে (৪)।

৩। শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হয়, তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে, জ্ঞানের কথা—তাতে কি হবে (১)? নির্জ্জনে, গোপনে একাগ্রতার সহিত গান গাইলেও তিনি জাগ্রতা হন। "জাগো মা কুল-কুণ্ডলিনী! তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিনী, প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী।" গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয় (২)।

৪। ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী (১)। সুষুম্নার মধ্যে ছয়টী পদ্ম আছে। সর্ব্ব নীচে মূলাধার। তার উপরে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এইগুলিকে বলা হয় ষট্‌চক্র (২)।

---

২। (৪) নিঃশব্দং দেশমাস্থায় তত্রাসনমবস্থিতঃ।
কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সংহৃত্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ॥
ক্ষুরিকোপনিষৎ ২।২-৩

৩। (১) ক্রিয়াযুক্তঃ স সিদ্ধঃ স্যাদক্রিয়স্য কথং ভবেৎ।
শাস্ত্রস্য পাঠমাত্রেণ কথং সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥

(২) গানেন নামগুণয়োর্ম্মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
নিদর্শনং কৌশিকোঽত্র গানাদ্মল্লোকমাপ্তবান্।
অদ্ভুত রামায়ণ ৬,৩০

৪। (১) ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্নাচ তৃতীয়িকা॥ প্রাঃ তোঃ ১।৪

(২) মূলাধারঃ স্বাধিষ্ঠানং মণিপূরমনাহতম্।
বিশুদ্ধমপি চাজ্ঞাখ্যং ষট্‌চক্রং পরিকীর্ত্তিতম্॥ নাঃ পঃ ২।৮।৬

মূলাধার পদ্ম চতুর্দ্দল (৩)। যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে আছেন, ঠিক যেন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে (৪)। "প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী।"

৫। বেদমতে এ সব চক্রকে 'ভূমি' বলে। সপ্তভূমি (১)। হৃদয় চতুর্থভূমি, উহাকেই অনাহত পদ্ম,—দ্বাদশ দল বলা হয় (২)। বিশুদ্ধ চক্র—পঞ্চমভূমি। উহার স্থান কণ্ঠ। ষোড়শদল পদ্ম (৩)। তারপর ষষ্ঠভূমি—আজ্ঞাচক্র—দ্বিদল পদ্ম। এর স্থান ভ্রূমধ্যে (৪)। কণ্ঠ ছাড়িয়ে যদি কারো মন ভ্রূমধ্যে ওঠে তো আর পড়বার ভয় নেই। তখন ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। এখানটার আর সহস্রারের মধ্যে একটা আড়াল আছে। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো থাকলে ছুঁই ছুঁই মনে হলেও ছোঁয়া যায় না। কাঁচ

---

৪। (৩) আধারপদ্মমেতদ্ধি যোনির্যস্যাস্তি কন্দতঃ।
পরিস্ফুরৎ বাদিসান্তচতুর্ব্বর্ণং চতুর্দ্দলম্॥ শিবসংহিতা ৫।৬৩

(৪) সুপ্তা নাগোপমা হ্যেষা স্ফুরন্তী প্রভয়া স্বয়া।
অহিবৎ সন্ধিসংস্থানা বাগ্‌দেবীবীজসংজ্ঞকা॥
শিবসংহিতা ৫।৫৮

৫। (১) ইমাং সপ্তপদাং জ্ঞানভূমি মাকর্ণয়ানঘ॥ মহোপনিষৎ ৫।২১

(২) হৃদয়েঽনাহতং পদ্মং চতুর্থং পঙ্কজং ভবেৎ।
কাদি-ঠান্তার্ণসংস্থানং দ্বাদশচ্ছদশোভিতম্। শিবসংহিতা ৫।৮৩

(৩) কণ্ঠস্থানস্থিতং পদ্মং বিশুদ্ধং নাম পঞ্চমম্।
সুহেমাভং স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদশোভিতম্॥ শিবসং ৫।৯০

(৪) আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্মধ্যে হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকম্॥
শিঃ সং ৫।৯৬

ব্যবধান আছে (৫)। তখন পরমাত্মা এত নিকটে মনে হয় যেন তাঁতে মিশে এক হয়ে গেছি ; কিন্তু তখনও এক হয় নি।

৬। তারপর সপ্তমভূমি—সহস্রার পদ্ম (১)। ষট্‌চক্র ভেদ হবার পর কুলকুণ্ডলিনী সেখানে গিয়া মিলিত হন। কুণ্ডলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয়, কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে গিয়ে সেখানে যে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন তাঁর সহিত মিলিত হন (২)। সহস্রারে মন এলেই সমাধি—তখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না (৩)।

৭। সাধনার অবস্থায় আত্মার রমণ প্রত্যক্ষ দেখলাম। কেমন করে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়ে ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে গেল, ও শেষে সমাধি হল (১)। দেখলাম, ঠিক আমার মত এক ছোকরা সুষুম্না নাড়ীর ভেতরে গিয়ে জিভ দিয়ে যোনিরূপ পদ্মের সঙ্গে রমণ করতে লাগল। ষট্‌পদ্ম মুদিত হয়েছিল,—টক্

---

৫। (৫) অনির্ব্বাণোঽপি নির্ব্বাণশ্চিত্রদীপ ইবস্থিতঃ ॥
যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ১২৬।৬৮

৬। (১) ষষ্ঠ্যাং ভূম্যামসৌ স্থিত্বা সপ্তমীং ভূমিমাপ্নুয়াৎ ॥
যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ১২৬।৭০

অত ঊর্দ্ধং তালুমূলে সহস্রারং সুশোভনম্ ॥ শিঃ সং ৫।১২০

(২) অত্র কুণ্ডলিনীশক্তি র্লয়ং যাতি কুলাভিধা ॥ শিঃ সং ৫।১৫৭

(৩) চিত্তবৃত্তির্যদা লীনা কুলাখ্যে পরমেশ্বরে।
তদা সমাধিসাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ ॥ শিঃ সং ১৫৫

৭। (১) সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপিচ ॥ হঠযোগ ৩।২

টক্ করে রমণ করে আর একটী পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়,—আর সব অধোমুখ পদ্ম উর্দ্ধমুখ হল (২)।

৮। সমাধি আরও দুরকম আছে—স্থিত-সমাধি আর উন্মনা-সমাধি। একেবারে বাহ্যশূন্য অবস্থায় অনেকক্ষণ বা অনেকদিন থাকলে স্থিত-সমাধি হয়; আর হঠাৎ মনটা চারিদিক থেকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরেতে যোগ করে দেওয়ার নাম উন্মনা-সমাধি (১)। যেমন থিয়েটার দেখতে গিয়ে লোকেরা সব পরস্পর কথা কচ্চে, এমন সময় পর্দ্দা উঠে গেল; তখন সকলের সমস্ত মনটা অভিনয়ে যায়, আর বাহ্যদৃষ্টি থাকে না—ইহাই উন্মনা-সমাধি (২)।

৯। শব্দ ব্রহ্ম। সিদ্ধ হলে শুনতে পাওয়া যায়, নাভি থেকে ঐ অনাহত শব্দ আপনি উঠছে। অনাহত শব্দ কি জান? অনাহত শব্দ এমনিই সর্ব্বদা হচ্ছে (১)। প্রণবের ধ্বনি। পরব্রহ্ম থেকে আসছে, বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না, যোগীরা শুনতে পায়। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে ওঠে

---

৭। (২) অধোবক্ত্রে ক্রমেণৈব সর্ব্বপদ্মেষু ভাবনা।
নিবৃত্তিযোগমার্গেণ সদৈবোর্দ্ধমুখানি চ॥ প্রাঃ তোঃ ৬।৪

৮। (১) রাজযোগঃ সমাধিশ্চ উন্মনী চ মনোন্মনী॥ হঠঃ প্রঃ ৪।৪

(২) কাষ্ঠবজ্জায়তে দেহ উন্মন্যাবস্থয়া ধ্রুবম্।
ন জানাতি স শীতোষ্ণং ন দুঃখং ন সুখং তথা॥
নাদবিন্দুঃ উঃ ৫৩

৯। (১) শব্দব্রহ্মময়ং শব্দানাহতং তত্র দৃশ্যতে।
অনাহতাখ্যং তৎপদ্মং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥
দেঃ ভাঃ ৭।৩৫।৪১

ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে। ন্যাংটা বলতো গভীর রাত্রে—অনাহত শব্দ শোনা যায় (২)। মুনি ঋষিরা ওই শব্দ লাভের জন্যই তপস্যা করতেন। অনাহত শব্দ ধরে ধরে গেলে ব্রহ্মের কাছে পৌঁছান যায়। তাকেই পরমপদ বলেছে (৩)।

১০। শাস্ত্রে বায়ুর পাঁচ রকম গতির কথা বলেছে—যেমন, পিপীলিকাগতি, ভেকগতি, সর্পগতি, পক্ষীগতি, বাঁদরগতি। পিপীলিকা গতি—মনে হয় কতকগুলা পিঁপড়ে সারবন্দী হয়ে পা থেকে মাথার দিকে সুড় সুড় করে উঠছে (১), আর যেই সুড়সুড়ানি মাথা পর্য্যন্ত যায় অমনি সমাধি হয়। ভেকগতি—ব্যাঙগুলো টুপ্ টুপ্ টুপ্—টুপ্ টুপ্ টুপ্ করে দু'তিনবার লাফিয়ে আবার একটু থামে (২), সেই রকম করে কি একটা পায়ের দিক থেকে মাথায় উঠছে বোঝা যায়, আর যেই মাথায় উঠল, অমনি সমাধি।

---

৯। (২) অর্দ্ধরাত্রে গতে যোগী জন্তূনাং শব্দবর্জ্জিতে।
কর্ণৌ পিধায় হস্তাভ্যাং কুর্য্যাৎ পূরককুম্ভকম্।
শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং সুধীঃ।

(৩) অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

ঘেরণ্ডঃ ৫।৭৭, ৭৮, ৮০, ৮১

১০। (১) পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্যতে ॥ মাঃ পুঃ ৪২।৫

(২) দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো দার্দ্দুরী মধ্যমে মতা ॥

শিবঃ সং ৩।৪১

যথৈব দর্দ্দুরো গচ্ছেদুৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য ভূতলে ॥

যোগকর্ণিকা ৩য় পাদ

১১। কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনী কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত (১)। ভোগের বাসনা কিছু থাকলেই যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসে পড়ে। সেই বাসনাগুলো ভোগ হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে, আবার সেই যোগের অবস্থা (২)।

১২। দীপ-শিখা দেখ নাই? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপশিখার মত,—যেখানে হাওয়া নাই। মনস্থির না হলে যোগ হয় না (১)। সংসার হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্ব্বদা চঞ্চল করছে। ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে তাহলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়। মনটী কতক দিল্লী, কতক ঢাকা, কতক কুচবিহারে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই মনকে কুড়িয়ে এক জায়গায় করে পরমাত্মাতে স্থির করতে হবে (২)। ষোল আনা মন তাঁর জন্য দিলে, তবে তাঁকে পাবে।

---

১১। (১) দারাপত্যানি বিষয়া বিঘ্না এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

শিঃ সং ৫.৩

(২) ভোগকালে পরিক্ষীণে জায়ন্তে যোগিনো ভুবি।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে গুপ্তে গুণবতাং সতাম্।
জনিত্বা যোগমেবৈতে সেবন্তে যোগবাসিতাঃ।
তত্র প্রাগ্ ভাবনাভ্যস্ত-যোগভূমিক্রমং বুধাঃ।
স্মৃত্বা পরিপতন্ত্যাচ্ছেরুত্তরং ভূমিকাক্রমম্॥

যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ১২৬।৫০।৫১

১২। (১) যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ গীতা ৬।১৯

(২) যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ॥ পতঞ্জলি ১।২

১৩। যেমন বাতাসে জল নড়লে ঠিক প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনি মনস্থির না হলে তাতে ভগবানের প্রকাশ হয় না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হয়। এইজন্য যোগীরা আগে কুম্ভক দ্বারা মনঃস্থির করে ভগবানের ধ্যান ধারণা করেন (১)। মনঃস্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ। যোগী মনের বশ নয়। মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়—কুম্ভক হয় (২)।

১৪। নেতি ধৌতির অর্থ—দু' আঙ্গুল চওড়া ও প্রায় দশ পনর হাত লম্বা একটা ন্যাকড়ার ফালি ভিজিয়ে আস্তে আস্তে গিলে ফেলা ও পরে তাহা আবার টেনে বার করার নাম নেতি। আর ২।৩ সের জল খেয়ে পুনরায় বমি করে ফেলার নাম ধৌতি (১)।

---

১৩। (১) চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।
যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥ হঠঃ ২।২

(২) পবনো বধ্যতে যেন মনস্তেনৈব বধ্যতে।
মনশ্চ বধ্যতে যেন পবনস্তেন বধ্যতে ॥ হঠঃ ৪।২১

১৪। (১) চতুরঙ্গুলবিস্তারং হস্তপঞ্চদশায়তম্।
গুরূপদিষ্টমার্গেণ সিক্তং বস্ত্রং শনৈর্গ্রসেৎ ॥
পুনঃ প্রত্যাহরেচ্চৈতদুদিতং ধৌতিকর্ম্ম তৎ ॥ হঠঃ ২।২৪
আকণ্ঠং পূরয়েদ্বারি বক্ত্রেণ চ পিবেচ্ছনৈঃ।
চালয়েদুদরেণৈব চোদরাদ্রেচয়েদধঃ ॥ ঘেরণ্ড ১।১৭
নাভিদঘ্নজলে পায়ৌ ন্যস্তনালোৎকটাসনঃ।
আধারাকুঞ্চনং কুর্য্যাৎ ক্ষালনং বস্তিকর্ম্ম তৎ ॥ হঠঃ ২।২৬
নাভিপরিমাণে নদ্যাদিতোয়ে পায়ৌ ন্যস্তবংশনালঃ।

গুহ্যদ্বার দিয়ে জল টেনে নিয়ে পুনরায় বার করাকেও ধৌতি বলে (২)। হঠযোগীরা এই রকমে শরীরের সমস্ত শ্লেষ্মাদি বার করে ফেলে। তারা বলে এতে শরীরে রোগ আসতে পারে না এবং দৃঢ় হয়। লিঙ্গ দিয়ে দুধ ঘি টানে। জিহ্বা সিদ্ধি অভ্যাস করে। আসন কোরে শূন্যে কখন কখন উঠে (৩)। ওসব বায়ুর কার্য্য; ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই। রাজযোগের উদ্দেশ্য ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য। (৪)

১৫। হঠযোগের ক্রিয়াগুলো অভ্যাস করতে হলে সিদ্ধগুরুর সঙ্গে নিরন্তর থাকতে হয় (১)। এবং আহার বিহারাদি সকল বিষয়ে তাঁহার উপদেশ নিয়ে কঠোর নিয়ম সকল পালন করতে হয়। নিয়মের একটু ব্যতিক্রমে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত হয় এবং অনেক সময়ে সাধকের মৃত্যুও হয়ে থাকে (২)।

---

১৪। (২) অর্থাৎ কনিষ্ঠিকা প্রবেশরন্ধ্রযুক্তং ষড়ঙ্গুলদীর্ঘং বংশনালং গৃহীত্বা চতুরঙ্গুলং পায়ৌ প্রবেশয়েৎ॥ অঙ্গুলিদ্বয়মিতং বহিঃ স্থাপয়েৎ॥

(৩) ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্ ভূমিত্যাগশ্চ জায়তে॥

যোগতত্ত্ব উঃ ৫৪

(৪) যদা তু রাজযোগেন নিষ্পন্না যোগিভিঃ ক্রিয়া।
তদা বিবেকবৈরাগ্যং জায়তে যোগিনো ধ্রুবম্॥ যোগতত্ত্ব-উঃ ১৩০

১৫। (১) যোগোপদেশং সম্প্রাপ্য লব্ধ্বা চ যোগবিদ্‌গুরুম্।
গুরূপদিষ্টবিধিনা ধিয়া নিশ্চিত্য সাধয়েৎ॥ শিঃ সং ৩।১৯

(২) মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভন্তু কারয়েৎ।
নানারোগো ভবেত্তস্য কিঞ্চিদ্‌যোগো ন সিধ্যতি॥ ঘেরণ্ড ৫।১৬

১৬। একজন স্যাকরার তালুতে জিভ উল্‌টে গিয়ে জড় সমাধির মত হয়ে অনেকদিন ঐ ভাবে ছিল (১)। সকলে তাকে পূজা করতে লাগল। কয়েক বৎসর পরে তার জিভটা হঠাৎ সোজা হয়ে গিয়ে আগেকার মত চৈতন্য হল। তখন সে আবার স্যাকরার কাজ করতে লাগল। শালগ্রামের ভাই বিরাশী রকম আসন জানত (২)।

১৭। সিদ্ধাইয়ের জন্য লোকে পঞ্চ মকার তন্ত্রমতে সাধন করে (১)। কিন্তু কি হীনবুদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, 'হে অর্জ্জুন, অষ্টসিদ্ধির (২) মধ্যে একটী সিদ্ধিও থাকলে আমায় পাবে না ; তাতে তোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে।'

১৮। হীনবুদ্ধি লোকেই সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া, আগুনের উপর দিয়ে যাওয়া, আর একদেশে একজন কি বলেছে তাই বলতে পারা, এই সব। আবার স্বস্ত্যয়ন করে ভাল করা,—সিদ্ধাই (১)। যাদের একটু

---

১৬। (১) লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে রসনাং বিপরীতগাম্।
সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ ॥ শিঃ সং ৪।৩১

(২) চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ ॥ শিঃ সং ৩।৮৪

১৭। (১) মদ্যং মাংসং তথা মৎস্য-মুদ্রামৈথুনমেবচ।
এতানি পঞ্চ তত্ত্বানি ত্বয়া প্রোক্তানি শঙ্কর ॥ মঃ নিঃ ১।৫৯

(২) অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥ নাঃ পঃ ২।৮.২

১৮। (১) জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ।
যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্ব্বা নান্যৈ র্যোগগতিং ব্রজেৎ ॥
ভাঃ ১১।১৫।৩৪

সিদ্ধাই থাকে, তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমান্য এই সব হয়। যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছু চায় না (২)। সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল।

১৯। ও সকলে আছে কি? ওসব সিদ্ধাইয়ের বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে চলে যায়। মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, সিদ্ধাইগুলো বিষ্ঠাতুল্য হেয় (১)। ও সকলে মন দিতে নাই। সাধনায় লাগলে ওগুলো কখন কখন আপনা আপনি এসে পড়ে, কিন্তু ওগুলোয় যে মন দেয় সে ঐখানেই থেকে যায়, ভগবানের দিকে এগুতে পারে না (২)।

২০। একজনের দুই ছেলে ছিল। বড়র যৌবনেই বৈরাগ্য হল ও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল। আর ছোট লেখাপড়া শিখে ধার্ম্মিক বিদ্বান হয়ে বিবাহ করে সংসার ধর্ম্ম করতে লাগল। এখন সন্ন্যাসীদের নিয়ম—বার বৎসর অন্তে ইচ্ছা হলে একবার জন্মভূমি দর্শন করতে যায়। ঐ সন্ন্যাসীও ঐরূপে বার বৎসর বাদে জন্মভূমি দেখতে আসে। অনেক দিন পরে ভেয়ের সঙ্গে দেখা, ছোট ভেয়ের আর আনন্দের সীমা রইল না। পরে আহারান্তে কথা প্রসঙ্গে ছোট ভাই বড়কে জিজ্ঞাসা করলে, "দাদা

---

১৮। (২) কৃষ্ণভক্তিব্যবহিতং ভক্তানাং নাভিবাঞ্ছিতম্। নাঃ পঃ ৮.২।৫

১৯। (১) এবং বহুবিধা বিঘ্না মৃগতৃষ্ণাসমা মুখে।
স্থিরাত্মনশ্চ জায়ন্তে তাংস্তু জ্ঞাত্বা ত্যজেৎ সুধীঃ॥
প্রাঃ তোঃ ৬।১

(২) ক্রমেণ লভতে জ্ঞান মণিমাদিগুণান্বিতম্।
অল্পবুদ্ধিরিমং যোগং সেবতে সাধকাধমঃ॥ যোগতত্ত্ব-উঃ ২২

এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে ফিরলে, এতে কি জ্ঞান লাভ করলে আমায় বল।" দাদা বল্লে, "দেখবি! তবে আমার সঙ্গে আয়।" এই বলেই ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর সামনে নদীর ধারে গিয়ে মন্ত্রবলে এপার হতে ওপারে চলে গেল। আবার ঐভাবে নদী পার হয়ে এসে বল্লে, 'দেখলি (১)!'

২১। একজন যোগী যোগ সাধনায় বাক্‌সিদ্ধি লাভ করেছিল। যাকে যা বলতো, তাই তৎক্ষণাৎ হোতো। একদিন ঐ যোগী পথে যেতে যেতে একজন ভক্ত সাধুকে দেখতে পেলে। ভক্ত সাধুটী অনেক বৎসর ধরে তপস্যা করছেন শুনে অহঙ্কারী যোগী তাঁর কাছে গিয়ে বল্লে, "ওহে! এতকাল ধরে ত 'ভগবান' 'ভগবান' করছ, কিছু পেলে বল্‌তে পার? যদি নাই কিছু পেলে, তবে এ পণ্ডশ্রমের আবশ্যক কি?" ভক্ত সাধুটী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন, "মশাই, আপনি কি পেয়েছেন, শুনতে পাই কি?" যোগী বল্লে, "শুনবে আর কি? এই দেখ।" এই বলে নিকটে একটা হাতী বাঁধা ছিল তাকে বল্লে, "হাতী তুই মর!"—অমনি হাতীটা মরে প'ড়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে মরা হাতীটাকে বল্লে, "হাতী, তুই বাঁচ!" অমনি হাতীটা বেঁচে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। যোগী দম্ভ করে বল্লে, "কিহে দেখলে ত (১)?"

২২। একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, সেই সময় একটা ঝড় উঠল। তাতে তার কষ্ট হচ্ছে বলে সে বল্লে, "ঝড় থেমে

---

২০। (১) অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ ॥ ভাঃ ১১।১৫।৮

২১। (১) প্রাণিনাং প্রাণদানঞ্চ তেষাং প্রাণাপহারকম্।
কায়ব্যূহঞ্চ বাক্‌সিদ্ধিঃ সিদ্ধং সপ্তদশ স্মৃতম্ ॥ নাঃ পঃ ২।৮।৪

যাক।” সেই সময় একখানা জাহাজ পাল তুলে যাচ্ছিল। তার কথা মিথ্যা হবার নয়। ঝড় হঠাৎ থেমে গেল আর জাহাজখানিও টুক করে ডুবে গেল (১)।

২৩। ভক্ত বিল্বমঙ্গল রোজ বেশ্যালয়ে যেত (১)। একদিন বাড়ীতে বাপ মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য বেশ্যার বাড়ী যেতে অনেক রাত হয়ে গেছে। যাবার সময় অনেক খাবার তাকে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। বেশ্যার দিকে তার এত একাগ্র মন যে কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে কিছুই হুঁস নাই। যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল সেই পথে এক যোগী চোখ বুজে ধ্যান করছিল। তার উপর দিয়েই গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে, যোগী রেগে বল্লে “আমি ঈশ্বর চিন্তা করছি, তুই কিনা আমায় মাড়িয়ে চলে যাচ্ছিস, তুই কিছুই দেখতে পাচ্ছিস না?” তখন বিল্বমঙ্গল বল্লে, “আমায় মাফ করবেন. কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বেশ্যাকে চিন্তা করে আমার ত কোন হুঁস নাই, কিন্তু আপনি ঈশ্বর চিন্তা করছেন, আপনার ত দেখছি বাহিরের সব হুঁসই রয়েছে। এ কি রকম ঈশ্বরচিন্তা।”

---

২২। (১) বাক্‌সিদ্ধিঃ কামরূপত্বমদৃশ্যকরণী তথা॥ যোগতত্ত্ব উঃ ৭৪

২৩। (১) নদীপারে এক বেশ্যা নামে চিন্তামণি।
তাহাতে আসক্ত সদা দিবস রজনী॥
একদিন বিপ্রের পিতৃশ্রাদ্ধতিথি।
বেশ্যা কহে নদীপার না আসিও ইথি॥ ভক্তমাল, ১২ মালা

# ধ্যান-তত্ত্ব

১। ধ্যানের অবস্থা কি রকম জান? তৈল ধারার ন্যায় মনটী হয়ে যায়। এক ঈশ্বরের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা তার ভিতর আসবে না (১)। ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়।

২। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ্ করছে। এমন সময় সেইখান দিয়ে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে কত রোস্‌নাই করে বর ও বরযাত্রি কতক্ষণ ধরে চলে গেল। তার কিন্তু কোন হুঁস নাই (১)।

৩। গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়। ধ্যানে একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখাশুনা যায় না, এমন কি স্পর্শবোধ পর্য্যন্ত হয় না (১)। গায়ের উপর দিয়ে যদি সাপ চলে যায় তাহলে যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না, সাপটাও জানতে পারে না। গভীর ধ্যানে মন বহির্ম্মুখ থাকে না, ইন্দ্রিয়ের কাজ সব বন্ধ হয়ে যায়; যেন

---

১। (১) দেশে চ ধারণায়ত্তে জ্ঞানবৃত্ত্যেকতানতা।
তৈলধারাবদচ্ছিন্না ধ্যানং তদ্ যোগিনো বিদুঃ ॥
যোঃ কাঃ ৩।৩

২। (১) তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো, ন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে।
ভাঃ ১১।৯।১৩

৩। (১) ন চ স্পর্শং বিজানাতি ন সঙ্কল্পয়তে মনঃ ॥
শিঃ পুঃ বায়বীয় সং ২৯।৬৪
নান্যং পদার্থং জানাতি ধ্যানমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
গঃ পুঃ পূঃ ২৪০।৩০

বার বাড়ীতে কপাট পড়ল (২)। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইন্দ্রিয়ের এই পাঁচটী বিষয় বাহিরে পড়ে থাকে। (৩) প্রথম প্রথম ধ্যানের সময় ঐ পাঁচটী বিষয় সামনে আসে। গভীর ধ্যানে আর সে সকল আসে না।

৪। ধ্যান এমন করবে যে তাঁতে একেবারে তন্ময় হয়ে যাবে—ডাইলিউট (Dilute) হয়ে যাবে ; যখন ঠিক ধ্যান হয়, পাখীরা তার গায়ে বসে, কিন্তু সে টের পায় না (১)। মা কালীর মন্দিরের নাটমন্দিরে আমি যখন বসে ধ্যান করতুম, তখন সেখানকার লোকেরা বোলতো "আপনার গায়ে চড়াই ও শালিক পাখী বসে খেলা করে।"

৫। দেখ, আমি তখন তখন ভাবতুম, ভগবান যেন সমুদ্রের জলের মত সব জায়গা পূর্ণ করে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ—সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবছি, ভাসছি, সাঁতার দিচ্ছি! ঠিক ধ্যান হলে এইটি সত্য সত্য দেখবে। আবার কখন মনে হোত আমি যেন একটী কুম্ভ, সেই জলে ডুবে রয়েছি, আর আমার ভিতরে বাহিরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হয়ে রয়েছেন (১)।

---

৩। (২) অচলঞ্চ মনঃ কুর্যাৎ ধ্যেয়বস্তুনি সত্তমাঃ।
ধ্যান-ধ্যেয়-ধ্যাতৃভাবো যথা নশ্যতি নির্ভরম্॥
বৃঃ নাঃ পুঃ ৩১।১৪১

(৩) স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ॥ গীতা ৫।২৭

৪। (১) অপ্রমত্তেন বোদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥ মুণ্ডক উঃ ২।৪

৫। (১) অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবাম্বরে॥
যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ১২৬।৬৯

৬। তাঁকে ধ্যান করতে হলে, প্রথমে তিনি উপাধি শূন্য, বাক্য মনের অতীত এই ভাবে তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করতে হয় (১)। কিন্তু এ ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন। তিনি যখন মানুষে অবতীর্ণ হন তখন ধ্যানের খুব সুবিধা (২)। দেহটী আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে; অথবা সার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিষ দেখছি। তেমনি মানুষের ভিতর নারায়ণ রয়েছেন। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। যা কিছু দেখছ শুনছ সব লীন হয়ে যাবে। কেবল স্ব-স্বরূপ চিন্তা করে 'আমি কি'—'আমি কি' বলে শিব নাচেন। একে বলে 'শিবযোগ'। নেতি নেতি করে জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা। ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি রাখতে হয়। আর এক আছে 'বিষ্ণুযোগ'। নাসাগ্রে দৃষ্টি, অর্দ্ধেক জগতে, অর্দ্ধেক অন্তরে (৩)।

৭। ধ্যান করবে মনে, কোণে, বনে (১)। ঈশ্বর চিন্তা যত লোকে টের না পায়, ততই ভাল। যদি বল কোন্ মূর্ত্তির চিন্তা কোরবো; যাকে ভাল লাগে, যে ভাব ভাল লাগে, তারই ধ্যান করবে। একজনকে বা একটাকে পাকা করে ধর, তবে ত আঁট

---

৬। (১) অরূপং তত্র যদ্ধ্যানমবাঙ্মনসগোচরম্।
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্ত মিদমিত্থংবিবর্জ্জিতম্ ॥ মঃ নিঃ ৫।১৩৭

(২) অতস্তবাবতারেষু রূপাণি নিপুণা ভুবি।
ভজন্তি বুদ্ধিসম্পন্না স্তরন্ত্যেব ভবার্ণবম্ ॥
অধ্যাত্ম লঃ ৮.৪৪

(৩) হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ ॥ ভাঃ ১১।১৪।৩২

৭। (১) যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ গীতা ৬।১০

হবে। কিন্তু জানবে যে সব এক। কারু উপর বিদ্বেষ করতে নাই। শিব, কালী, হরি,—সবই একেরই ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে সেই ধন্য। 'বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল (২)।' স্মরণ মনন থাকলেই হল। ইহাতেই ধ্যান হয়। পদ্মাসনে (সাধারণ ভাবে) বসে বাম করতলের উপর দক্ষিণ করপৃষ্ঠ রেখে উভয় হাত বক্ষে ধারণ করে চোখ বুজে সাকার ধ্যান করতে হয় (৩)।

৮। হৃদয় ডঙ্কাপেটা জায়গা। হৃদয়ে অথবা সহস্রারে ধ্যান হতে পারে (১)। এগুলি আইনের ধ্যান—শাস্ত্রে আছে। কোথায় তিনি নাই? তবে যখন সব স্থানই ব্রহ্মময়, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছা ধ্যান করতে পার। গঙ্গাতীরও যেমন পবিত্র আবার যেখানে খারাপ মাটী আছে সেও তেমনি পবিত্র। যখন নারায়ণ বলির কাছে তিন পায়ে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ঢেকে ফেললেন, তখন কি কোনস্থান বাকি ছিল (২)? ধ্যান করবার সময় ইষ্টচিন্তা করে তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাকতে হয়? কতকটা মন সর্ব্বদা সেইদিকে রাখবে (৩)।

---

৭। (২) অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ ॥
প্রাঃ তোঃ সঃ ৪ পঃ

(৩) সব্যপাদমুপাদায় দক্ষোপরি ন্যসেত্ততঃ।
তথৈব দক্ষিণং সব্যস্যোপরি চ বিধানবিৎ ॥
পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং জপকর্ম্মসু শস্যতে ॥ শাক্তাঃ তঃ ৫ম উঃ

৮। (১) ততোদেবীং হৃদম্ভোজে ধ্যায়েত্তদ্‌গতমানসঃ ॥ শাক্তাঃ তঃ ৭ম উঃ
স্বমূর্দ্ধণি সহস্রারে শিবাখ্যপর বিন্দুকে ॥ শাক্তাঃ তঃ ৪র্থ উঃ

(২) মহীং সর্ব্বাং হৃতাং দৃষ্ট্বা ত্রিপদব্যাজযাচ্ঞয়া ॥ ভাঃ ৮।২১।৯

(৩) স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ ॥ হঃ ভঃ বিঃ ৩।২৫

৯। চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়, কথা, কইতে কইতেও ধ্যান হয়। যেমন একজনের যদি দাঁতের ব্যামো থাকে সে সব কর্ম্ম করছে, কিন্তু সেই যন্ত্রণার দিকে মনটা রয়েছে। আমিও আগে চক্ষু বুজে ধ্যান করতুম। তারপর ভাবলুম চক্ষু বুজলে ঈশ্বর আছেন আর চক্ষু খুললে ঈশ্বর নাই ? চক্ষু খুলেও দেখছি তিনি সর্ব্বভূতে রয়েছেন (১)।

১০। সাধকের ধ্যানের সময় মধ্যে মধ্যে একপ্রকার নিদ্রার মত আসে, তাকে যোগ-নিদ্রা বলে। সে অবস্থায় অনেক সাধক ভগবানের রূপ দর্শন পায় (১)।

১১। পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড় (১)। "ধ্যানসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তাঁর ঠাঁই।" ধ্যানসিদ্ধ কাদের বলে জান ?—যারা ধ্যান করতে বসলেই ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে যায়। আবার ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড় (২)। প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়।

---

৯। (১) আত্মৈকভাবনিষ্ঠস্য যা যা চেষ্টা তদর্চ্চনম্।
যো যো জল্পঃ স্বমন্ত্রস্য তদ্ধ্যানং যন্নিরীক্ষণম্॥ কুলার্ণব ৯

১০। (১) যা নিম্নান্তঃস্থলাধঃস্থা জগদণ্ডকপালতঃ।
বিভজ্য পুরুষং যাতি যোগনিদ্রেতি সোচ্যতে॥

কালিকা পুঃ ৬

১১। (১) পূজাকোটিসমং স্তোত্রং স্তোত্রকোটি সমোজপঃ।
জপকোটিসমং ধ্যানং ধ্যানকোটিসমোলয়ঃ॥ কুলার্ণব ৯ উঃ

(২) হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥ চৈঃ চঃ আঃ ৪পঃ

# সাকার ও নিরাকার।

১। তিনি সাকারও বটে, আবার নিরাকারও বটে (১)। আবার তা ছাড়া আরও কি, তা কে জানে? তাঁর ইতি করা যায় না। ঈশ্বর শুধু সাকার বল্লে কি হবে? তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ করে আসেন, এও সত্য; নানারূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য (২)। আবার তিনি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকারও বলেছে, নিরাকারও বলেছে। সগুণও বলেছে, নির্গুণও বলেছে (৩)।

২। সাকার নিরাকার দুইই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জান? রসুনচৌকিতে দু'জন বাঁশী বাজায়, কিন্তু তার মধ্যে একজন তার বাঁশীর সাতটা ফোকর থাকতেও কেবল পোঁ ধরে থাকে। আর একজন কত রাগ রাগিণী বাজায়। সেইরূপ সাকার বাদীরা ঈশ্বরকে নানাভাবে সম্ভোগ করে,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর নানাভাবে (১)।

---

১। (১) ব্রহ্মৈকং মূর্ত্তিভেদস্তু গুণভেদেন সম্মতম্।
তদ্ব্রহ্ম দ্বিগুণং বস্তু সগুণং নির্গুণং শিবম্॥ ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ৪২

(২) ভক্তানুরোধাৎ সাকারো নিরাকারো নিরঙ্কুশঃ।
নির্ব্যূহো নিখিলাধারো নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ॥
ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ৫৬-৫৭

(৩) অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্মাধিষ্ঠানমব্যয়ম্।
ঈশঃ কর্ত্তা ব্রহ্ম সাক্ষী মায়োপহিতসত্তয়া॥ শান্তিগীতা ২।২৬

২। (১) বিবিধাশ্চর্য্যমাধুর্য্যবীর্য্যৈশ্বর্য্যাদিসম্ভবাঃ।
স্বস্বদেবাদিলীলাভ্যো মর্ত্ত্যলীলা মনোহরাঃ॥
লঘুভাগবতামৃত ৩৩৪

৩। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে তার সন্দেহ হল যে, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। তার হাতে যে দণ্ড ছিল সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল তাঁর গায়ে ঠেকে কি না। একবার দেখলে ঠেকল, আবার একবার দেখলে ঠেকল না, সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই। তখন সন্ন্যাসী বুঝতে পারলে যে ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার (১)।

৪। কেউ বা সাকার দিয়ে নিরাকারে পৌঁছায়, আবার কেউ বা নিরাকার দিয়ে সাকারে পৌঁছায় (১)। ভক্তের জন্য তিনি সাকার (২)।

৫। দূরে বলে কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দপোয়া দেখায়। সূর্য্য দূরে বলে ছোট দেখায়। কাছে গেলে এত বড় দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ দূরে বলে শ্যামবর্ণ দেখায় (১)। যেমন দূর থেকে দীঘির জল সবুজ, নীল বা

---

৩। (১) সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুঃ ॥
ব্রঃ বৈঃ গণপতিঃ ৩২।৪২

৪। (১) সাকারেণ মহাদেবি নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ ॥ কুব্জিকাতন্ত্র ৯ পঃ
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন-নির্গুণো ভবেৎ ॥ ভাঃ ১০।৮৮।৫

(২) ভক্তানুকম্পী ভগবান্ সাধূনাং রক্ষণায় চ।
আবির্ভবতি লোকেষু গুণীবাক্তৈঃ প্রতীয়তে ॥ গঃ পুঃ উঃ ৭।৯৯

৫। (১) যথা দূরতো দৃশ্যতে শ্যামরূপং
ঘটায়াস্তথেদং নদস্যাপি গর্ত্তে।
যথাকাশরূপং মহচ্ছ্যামলং বা
জলং চাম্বরং চোজ্জ্বলং নাপি কৃষ্ণম্ ॥ গর্গ সং অশ্বঃ ৬১।৪

কাল দেখায়; কাছে গিয়ে জল তুলে দেখ কোন রংই নাই। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ, কাছে কোন রঙ নাই (২)। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণা হবে তাঁর নামরূপ নাই।

৬। তিনি সাকার কি নিরাকার, সে সব কথা ভাববারই বা কি দরকার (১)? নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বলতে হয়, "হে ঈশ্বর তুমি যে কেমন, তাই আমায় দেখা দাও।"

৭। তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন (১)। অন্তরে তিনিই আছেন, বেদে তাই বলে "তত্ত্বমসি" (২) (সেই তুমি) বাহিরে মায়াতে নানারূপ দেখাচ্চে, বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন (৩)। তাই সব নানারূপ বর্ণনা করবার আগে বলতে হয়, "ওঁ তৎ সৎ।"

৮। যে সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে সেই তাঁর স্বরূপ কি জানতে পারে। সেইই জানে যে তিনি নানারূপে ও নানাভাবে দেখা

---

৫। (২) আকাশে ধূমবন্মায়া তৎকার্য্যমপি বিস্তৃতম্।
সঙ্গঃ স্পর্শস্ততো নাস্তি নাম্বরং মলিনং ততঃ॥ শান্তিগীতা ৭।৩৩

৬। (১) যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
নমুক্রমিষ্যন্ সতু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ॥ ভাঃ ১১।৪।২

৭। (১) অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা॥ ভাঃ ১১।১৫।৩৬

(২) তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো॥ ছাঃ উঃ ৬।৮।৭

(৩) যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তৎ ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা॥ ভাঃ ১০।১৪।১৭

দেন। তিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার; তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি; তিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ (১)। আবার আরও কত আকার আছে, তা কে বলতে পারে (২)? যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে বহুরূপীর নানা রঙ; আবার কখন কখনও কোন রঙই থাকে না। অন্য লোক কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায় (৩)। ভক্ত যে রূপটী ভালবাসে, সেই রূপেই তিনি দেখা দেন। তিনি যে ভক্তবৎসল।

৯। কতকগুলো কাণা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ জানোয়ারটীর নাম হাতী। চোখে ত দেখতে পায় না। হাত বুলিয়ে যে যেখানটা পেলে দেখে এল। কেউ শুঁড় দেখলে, কেউ পা দেখলে, কেউ পেট দেখলে, কেউ কাণ দেখলে। দেখে এসে তাদের মহা ঝগড়া বেধে গেল। কেউ বল্লে, 'হাতী জলের জালার মত', কেউ বল্লে 'না, হাতী থামের মত,' কেউ বল্লে, 'না হাতী কুলোর মত,'—মহা বিবাদ (১)। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে

---

৮। (১) তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকার-নিরাকারৌ স্বভাবসিদ্ধৌ ॥
ত্রিপাদবিভূতি উঃ ২

(২) যেই যেই রূপ জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৫ পঃ

(৩) বিনেয়ং জনমাসাদ্য তত্র তত্র তথাগতৈঃ।
বহুরূপা ত্বমেবৈকা নানা নামভিরীড্যসে ॥
প্রজ্ঞাপরিমিতাসূত্র

৯। (১) বহবোঽন্ধা হস্তিনিরূপণার্থং প্রবৃত্তাঃ। কেনচিৎ চরণং স্পৃষ্ট্বা স্তম্ভাকারত্বেন, কেনাপি লাঙ্গুলং স্পৃষ্ট্বা রজ্জ্বাকারত্বেন, পরেণ

যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি; আর কিছু নয় (২)।

১০। সাধকের জন্য তিনি নানা ভাবে নানারূপে দেখা দেন (১)। একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে কাপড় রঙ করার জন্য তার কাছে আসত। সে লোকটী যে যে রঙে কাপড় ছোপাতে ইচ্ছা করতো, তাকেই সেই এক গামলা হতেই সেই রঙে ছুপিয়ে দিত।

১১। নিরাকার সাধক আগে হয়ত দশভূজা দর্শন করলে; ঐ মূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যের বেশী প্রকাশ; তারপর চতুর্ভুজ; তারপর দ্বিভূজ গোপাল; কোন ঐশ্বর্য্যই নাই; কেবল কচি ছেলের মূর্ত্তি, শেষে অখণ্ড জ্যোতিঃ দর্শন করে তাইতে লীন (১)। সাকার সাধনা সোজা। তবে তেমন সোজা নয়।

১২। আগে সাকারে মনস্থির করতে হয়। প্রতিমা পূজাতে দোষ কি (১)? বেদান্তে বলে, যেখানে 'অস্তি, ভাতি, প্রিয়',

---

৯। (১) শ্রোত্রং স্পৃষ্ট্বা সূর্পাকারত্বেনাপরেণ শুণ্ডং স্পৃষ্ট্বা সর্পাকারত্বেন গজো নির্ণীতঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম ন্যায়শব্দ

(২) তদেতদদ্বয়ং ব্রহ্ম নিরাকারং কুবুদ্ধিভিঃ।
জাতান্ধগজদৃষ্ট্যৈব কোটিশঃ পরিকল্প্যতে॥ নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি ২।৬৩

১০। (১) চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্য শরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥ কুলার্ণব ৬ উঃ

১১। (১) সাকারং মূলকং সর্ব্বং সাকারঞ্চ প্রণশ্যতি॥ কুব্জিকাতন্ত্র ৯পঃ

১২। (১) গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাৎ যথা।
তথা সর্ব্বত্রগো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে॥ ফেৎকারিণী তন্ত্র।

সেইখানেই তাঁর প্রকাশ। তাই তিনি ছাড়া কোন জিনিষই নাই (২)।

১৩। যদি মাটীর প্রতিমা পূজা করতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তাহলেও তাঁকেই যে ডাকা হচ্ছে তা তিনি জানেন। তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন। যদি মাটীরই হয় সে পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা তিনিই আয়োজন করেছেন—অধিকারী ভেদে (১)। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

১৪। প্রতিমায় আবির্ভাব হতে গেলে তিনটী জিনিষের দরকার। প্রথম, যিনি পূজা করবেন তাঁর ভক্তি হওয়া চাই। দ্বিতীয়, প্রতিমার গড়ন সুন্দর হওয়া চাই। তৃতীয়, যাঁর বাড়ীতে পূজা হয়, অর্থাৎ গৃহস্বামীর ভক্তি হওয়া চাই (১)।

১৫। ঈশ্বরীয় রূপ অবিশ্বাস কোরো না (১)। রূপ আছে বিশ্বাস কোরো। তারপর যে রূপটী ভালবাস সেইরূপ ধ্যান কোরো। (২) ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়। জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান? যিনি

---

১২। (২) অস্তি ভাতি প্রিয়ং নাম রূপঞ্চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপমতোদ্বয়ম্॥ দৃগদৃশ্যবিবেক

১৩। (১) স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেব নিশ্চয়ঃ॥ ভাঃ ১১।২১।২

১৪। (১) অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি॥ তিথিতত্ত্ব
সাধকস্যহি বিশ্বাসাৎ সান্নিধ্যং দেবতা ভজেৎ॥ কুলার্ণব

১৫। (১) মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদি-মূর্ত্তা ঈশ্বরবুদ্ধয়ঃ॥ শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী
(২) যা যস্যাভিমতা পুংসঃ সা হি তস্যৈব দেবতা।

জগৎকে ধারণ করে আছেন, তিনি না ধরলে, না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন। সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ করে রেখেছে। সাকার মূর্ত্তিকে কাঠ, মাটী মনে করো না।

১৬। রাম, কৃষ্ণ, কালী এ সকল সাকার রূপ কি রকম জান? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড় ভুড়ি উঠে সেই রূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটী রূপ উঠেছে দেখা যায়। অবতারও একটী রূপ। অবতার লীলা সে আদ্যাশক্তিরই খেলা (১)।

---

১৬। (১) নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥ বিষ্ণু পুঃ ১।৮।১৫
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥ বিষ্ণু পুঃ ১।৯।১৪৩

# অবতার-তত্ত্ব

১। ঈশ্বরকে সাকার নিরাকার দুইই দেখা যায়। সাকার চিন্ময়রূপ দর্শন হয় (১)। আবার সাকার মানুষ, তাতেও তিনি প্রত্যক্ষ। (২) অবতারকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন (৩)।

২। আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতার লীলা। তাঁর শক্তিতে অবতার। সমস্তই মার শক্তি। মার শক্তি পেলে তবে কাজ করেন (১)। কালী বাড়ীতে আগে যে খাজাঞ্চি ছিল সে কেউ বেশী রকম চাইলে বল্‌তো, "দু তিন দিন পরে এসো।" মালিককে জিজ্ঞাসা করবে। কলির শেষে কল্কি অবতার হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে—সে কিছু জানে না—হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আসবে (২)।

---

১। (১) দ্বে ব্রহ্মণী ভুবি জ্ঞেয়ে মূর্ত্তামূর্ত্তঞ্চ এব চ।
মূর্ত্তামূর্ত্তস্বভাবোঽয়ং ধ্যেয়ো নারায়ণোবিভুঃ॥ চৈঃ চন্দ্রোঃ ৬।৭০

(২) মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো মায়াতীতশ্চ নির্গুণঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবানিচ্ছয়া বিকরোতি চ॥ ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ৪২

(৩) সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীতা ৩।৮

২। (১) সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপা সা বিদ্যাবিদ্যাত্রয়ী পরা।
স্বরূপা শক্তিরূপা চ মায়ারূপা চ চিন্ময়ী।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দেহকারণকারণম্।
চরাচরং জগৎ সর্ব্বং যন্ময়া পরিরম্ভিতম্॥ পদ্ম পুঃ পাতাল খণ্ড

(২) শম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥

৩। ঈশ্বর সর্ব্বস্থানে সর্ব্বভূতে আছেন বটে ; কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না, প্রয়োজন মেটে না। তাই তিনি মানুষ দেহ ধারণ করে ধরায় অবতীর্ণ হন (১)। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, জগৎলীলা, নরলীলা। নরলীলায় অবতার (২)।

৪। সরকারী লোক—তাহাকে জগদম্বার জমিদারীর যেখানেই যখন কোন গোলমাল উপস্থিত হবে, সেইখানেই তখন গোল থামাতে ছুটতে হবে (১)। সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এসে রূপ ধারণ করে বল্লে, আমিই যুগে যুগে অবতার।

৫। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য চৌদ্দ পোয়া হয়ে লীলা করতে আসেন (১)। তাঁকে নররূপে দেখতে

---

২। (২) অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ।
অসিনাঽসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্য্যগুণান্বিতঃ ॥ ভাঃ ১২।২।১৮-১৯

৩। (১) অনুগ্রহায় ভক্তানং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥
ভাঃ ১০।৩৩.৩৬

(২) ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেব-তির্য্যঙ্-নরাদিভিঃ ॥ ভাঃ ১।২।৩৩

৪। (১) এবং যুগে যুগে বিষ্ণুরবতারাননেকশঃ।
করোতি ধর্ম্মরক্ষার্থং ব্রহ্মণা প্রেরিতোঽভূশম্ ॥ দেঃ ভাঃ ৪।২।৩৭
এতদর্থোঽবতারোঽয়ং ভূভার হরণায় মে।
সংরক্ষণায় সাধূনাং কৃতোঽন্যেষাং বধায়চ। ভাঃ ১০।৫০।৯

৫। (১) ত্বং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজে
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।

পেলে তবে ত ভক্তেরা ভাই ভগ্নী, বাপ মা, সন্তানের মত স্নেহ করতে পারবে (২)।

৬। মানুষলীলা কেন জান? মানুষের ভেতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়, মানুষের ভেতর তাঁর বিলাস; মানুষের ভেতরই তিনি রসাস্বাদন করেন। সেইজন্যই মানুষলীলা (১)। আর সব ভক্তের ভেতর তাঁরই একটু একটু প্রকাশ।

৭। যেমন ঠিক সূর্য্যোদয়ের সময়ে সূর্য্য। সে সূর্য্যকে দেখলে চক্ষু ঝলসে যায় না,—বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায় (১)—তিনি ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে ভক্তের কাছে

---

৫। (১) যদ্ যদ্ধিয়াত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ভাঃ ৩।৯।১১

(২) মনসো বিষয়ো দেব রূপং তে নির্গুণং পরম্।
কথং দৃষ্টং ভবেদ্দেব দৃশ্যাভাবে ভজেৎ কথম্ ॥
অতস্তবাবতারেষু রূপাণি নিপুণা ভুবি।
ভজন্তি বুদ্ধিসম্পন্নাস্তরস্ত্যেব ভবার্ণবম্ ॥ অধ্যাত্ম, লং ৮।৪৩-৪০

৬। (১) বিবিধাশ্চর্য্য-মাধুর্য্য-বীর্য্যৈশ্বর্য্যাদিসম্ভবাৎ।
স্বস্বদেবাদিলীলাভ্যো মর্ত্তলীলা মনোহরা ॥
লঘু ভাগবতামৃত কৃষ্ণ ৩৭৪

৭। (১) ইদানীং শ্রীব্রজসুন্দরীণাং মনোরথপরিপূরণদ্বারা প্রেমরসবিস্তারণরূপং তদবতারমুখ্যতরপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ তাভিঃ সহ বিহরণমেব তস্য সর্ব্বাতিশায়ি সুখমিতি চ প্রকটয়ন্ ইত্যাদি।
ভাঃ ১০।২৯।১ বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী ॥

আসেন (২)। যেমন অচীনে গাছ, তাকে দেখে কেউ চিনতে পারে না। তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন (৩)।

৮। অবতার—যিনি তারণ করেন। তা দশ অবতার আছে (১), চব্বিশ অবতার আছে (২), আবার অসংখ্য অবতার আছে (৩)। অবতার বা অবতারের অংশ, এদের ঈশ্বরকোটী বলে। পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে (৪)।

৯। একমতে আছে যশোদাদি গোপীগণ পূর্ববজন্মে নিরাকার-বাদী ছিলেন। তাঁদের তাতে তৃপ্তি না হওয়াতে বৃন্দাবন-লীলায়

---

৭। (২) দর্শয়স্ব মহানন্দং বালভাবং সুকোমলম্।
ললিতালিঙ্গনালাপৈস্তরিষ্যাম্যুৎকটং তমঃ॥
অধ্যাত্ম, আদি ৩।৩২

(৩) বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ চৈঃ চন্দ্রোঃ ৬।২২

৮। (১) মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কির্দশ স্মৃতাঃ॥ গঃ পুঃ উঃ ৩০।৩৫

(২) যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ, ইত্যাদি। ভাঃ ২।৭।১

(৩) অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ ভাঃ ১।৩।২৬

(৪) এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ॥ ভাঃ ১।৩।৫

শ্রীকৃষ্ণকে লয়ে আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ তাদের একদিন নিত্যধাম দর্শন করাবার জন্য যমুনায় ডুব দিতে বল্লেন (১)।

১০। অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ, কারুবা শেষ জন্ম। নিত্যসিদ্ধ একটি থাক আলাদা। সব পাখীর ঠোঁট বাঁকা নয়। তারা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়, সংসারে কোন জিনিস তাদের ভাল লাগে না। এরা কামিনী কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না। তাদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হয়ে আছে। একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। এক চিন্তা কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বর লাভ হয়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য। নারদ, শুকদেবাদি; তাদের বলে নিত্যসিদ্ধ (১)। আর নিত্যসিদ্ধ হোমা পাখীর ন্যায়। বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। সে পাখী উঁচু আকাশে থাকে। আকাশেই ডিম পাড়ে। এত উঁচু যে ডিমটা পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে

---

৯। (১) ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণাহং তেনানন্দেন তৃপ্তধীঃ।
তথাপি শূন্যমাত্মানং মন্যে কৃষ্ণরতিং বিনা॥
ইদানীমতিনির্ব্বিণ্না দেহস্যাস্য বিসর্জ্জনম্।
কর্ত্তুমিচ্ছামি পুণ্যায়াং বাপিকায়ামিহৈব তু॥
অথকল্পান্তরে দেহং ত্যক্ত্বা জাতা ইবাধুনা॥
পদ্ম পুঃ পাঃ ৪১।৩২-৫৩

১০। (১) সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত একের নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত নিত্যকৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা সুখ॥ চৈঃ চঃ মঃ ১২ পঃ

থাকে আর পড়তে পড়তেই চোক ফোটে, ডানা বেরোয়। চোক ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্চে, মাটীতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায় (২)।

১১। তিনি যখন নিজে মানুষ হয়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন। জীবের মঙ্গলের জন্য। অবতারাদি ঈশ্বর কোটী। তাঁরা কখনও সংসারে বদ্ধ হন না। তাঁরা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্ছেন। সংসারীদের মত তাঁদের 'আমি' মোটা 'আমি' নয় (১)। সংসারী লোকদের 'আমি' সংসারী লোকদের অহঙ্কার, যেন চারিদিকে পাঁচিল আর মাথার উপর ছাদ; বাহিরের কিছুই দেখা যায় না। অবতারাদির 'আমি' পাতলা 'আমি'। এ 'আমি'র ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা দেখা যায়।

১২। একটী ভাব আশ্রয় করতে হয় (১)। রাম অবতারে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য এই সব আর রাজনীতি, যুদ্ধ, সীতার সতীত্ব

---

১০। (২) অন্তরীক্ষেঽপি জায়ন্তে আকাশবিহগাদয়ঃ।
বনবীথিষু জায়ন্তে সিংহব্যাঘ্রমৃগাদয়ঃ॥ যোঃ বাঃ উঃ ১৪।৩১
অস্য টীকাঃ—আকাশবিহগাঃ ক্ষুদ্রপক্ষিবিশেষাস্তেহি সদা ভ্রমন্তোঽন্তরীক্ষএব প্রসূয়ন্তে, প্রসূতং চাণ্ডমধঃপাতাবৎ প্রাগেব ভিত্ত্বা নির্গতাঃ শাবকাঃ সঞ্জসঞ্জাতপক্ষা অন্তরীক্ষমেবোৎপত্য ভ্রমন্তীতি লোক-প্রবাদ-প্রসিদ্ধম্॥

১১। (১) দেবতির্য্যঙ্‌ মনুষ্যাদি চেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া।
জগতামুপকারায় ন সা কর্ম্মনিমিত্তজা॥ বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৭১

১২। (১) ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন শিলায়াং ন কাঞ্চনে।
যত্র ভাবস্তত্র হরি স্তস্মাদ্‌ ভাবো হি কারণম্॥
গর্গ সং অশ্বঃ ৬১।৩৮

রক্ষা। সীতার শুদ্ধ সতীত্ব। কৃষ্ণ অবতারে শান্ত, দাস্য ছিল আর মধুর ভাব। শ্রীমতীর মধুর ভাব (ছেনালী আছে) চৈতন্য অবতারে বড় নিষ্ঠা কাষ্ঠা, নয় ?

১৩। চৈতন্যদেবের জ্ঞান ও ভক্তি দুই ছিল। তিনি ঈশ্বরের অবতার (১)। তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, তাঁর জিহ্বায় সার্ব্বভৌম যখন চিনি ঢেলে দিলে, তখন চিনি হাওয়াতে ফর ফর করে উড়ে গেল। ভিজল না। সর্ব্বদাই সমাধিস্থ।

১৪। লোক শিক্ষার জন্য ভক্তি ভক্ত নিয়ে অবতার থাকেন। যেমন ছাদে উঠে সিঁড়িতে আনাগোণা করা। অন্য মানুষ, যতক্ষণ জ্ঞান লাভ না হয়, যতক্ষণ সব বাসনা না যায় ততক্ষণ ছাদে উঠবার জন্য ভক্তিপথে থাকবে (১)। সব বাসনা না গেলে ছাদে উঠা যায় না। দোকানদার খাতার হিসাব না মেটা পর্য্যন্ত ঘুমায় না (২)। খাতার হিসাব ঠিক করে তবে ঘুমায়।

১৫। অবতারাদির 'আমি' গর্ত্তওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়। এর মানে, যদিও তাঁরা

---

১৩। (১) অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ॥
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ চৈঃ চঃ আদি ৪

১৪। (১) অপহতসকলৈষণামলাত্ম ন্যবিরতমেধিত ভাবনোপহূতঃ।
নিজজনবশগত্বমাত্মনোহয়ন্ ন সরতি ছিদ্রবদক্ষরঃ সতাংহি ॥
ভাঃ ৪।৩১।২০

(২) বাসনাসংপরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্ ॥ অন্নপূর্ণা উঃ ৪,৮৬

মানবদেহ ধারণ করেছেন, তাহলেও সর্ব্বদা যোগেতেই থাকেন। আবার যদি ইচ্ছা করেন তবে বড় গর্ত্তের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হন। আবার বড় গর্ত্ত হলে তা দিয়ে আনাগোণাও করতে পারেন; সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আসতে পারেন (১)।

১৬। মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় ত সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠছি, এমন সময় দেখতে পেলুম! অদ্ভুত দর্শন! দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখনও দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ পথ দিয়ে ছুটে আসছে। অমনি 'ঐ এলোরে' 'ঐ এলোরে' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভেতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম (১)।

১৭। মন থেকে কামিনী কাঞ্চন সব না গেলে, অবতারকে চিনতে পারা কঠিন (১)। কেমন করে জানলে এখন অবতার নাই। অবতারকে কি সকলে চিনতে পারে? রামচন্দ্রকে নারদ যখন দর্শন

---

১৫। (১) অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম মায়য়া ॥ গীতা ৪.৬

১৬। (১) রাম-লক্ষ্মণ কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ।
অবতার কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ ॥ চৈঃ চঃ আঃ

১৭। (১) ত্বামহং মায়য়াচ্ছন্নং লীলয়া মানুষাকৃতিম্।
জড়বুদ্ধির্জড়ো মূর্খঃ কথং জানামি নির্গুনম্ ॥ অধ্যাত্ম, লঙ্কা ৬।৭৬

করতে গেলেন, তখন রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে উঠে নারদকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন আর বল্লেন, "আমরা সংসারী জীব, আপনাদের মত সাধুরা না এলে আমরা কি কোরে পবিত্র হব (২) ?"

১৮। অবতার যখন আসেন, তখন দু'চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া সাধারণ লোকে জানতে পারে না, গোপনে আসেন। ওদের দোষ নাই। সকলে কি অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে (১) ? রাম পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণ অবতার—একথা বারজন ঋষি ছাড়া আর কেহ জানতেন না। অন্যান্য ঋষিরা তাঁকে দশরথের ব্যাটা বলেই জানত। ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব করবার সময় বলেছিলেন, "হে রাম, তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তুমিই আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ

---

১৭। (২) তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় রামঃ প্রীত্যা কৃতাঞ্জলিঃ।
ননাম শিরসা ভূমৌ সীতয়া সহ ভক্তিমান্ ॥
উবাচ নারদং রামঃ প্রীত্যা পরময়া যুতঃ।
সংসারিণাং মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ল্লভং তব দর্শনম্ ॥
অস্মাকং বিষয়াসক্তচেতসাং নিতরাং মুনে।
অবাপ্তং মে পূর্ব্বজন্ম কৃতপুণ্যমহোদয়ৈঃ।
সংসারিণাপি হি মুনে লভ্যতে সৎসমাগমঃ ॥

অধ্যাত্ম অযোধ্যা ১।৫-৭

১৮। (১) যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥
স ভবান্ সর্ব্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ।
অবতীর্ণোহংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্ ॥

ভাঃ ১০।১০।৩৪-৩৫

হয়েছ। বস্তুতঃ তোমার মায়া আশ্রয় করেছ বলে তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্ছে (২)।”

১৯। জ্ঞান ভক্তি দুইই খুব উঁচু ঘরের হয়। ঈশ্বর কোটীর হয়। জীবকোটীদের আলাদা কথা। অবতারাদির জ্ঞান ভক্তি দুইই হয়। অবতারাদির ভক্তিচন্দ্র জ্ঞানসূর্য্য একাধারে দেখা যায় (১)। ঈশ্বর বস্তু ধারণা কি সকল আধারে হয় ?

২০। তিনি মানুষ হয়ে লীলা করছেন। আমি দেখি সাক্ষাৎ নারায়ণ। ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বর দর্শন হয় (১)। প্রেমোন্মাদ হলে সর্ব্বভূতে সাক্ষাৎকার হয় (২)। গোপীরা সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। বলেছিল, আমি কৃষ্ণ (৩)।

২১। অহঙ্কারের দরুণ আমাদের বিশ্বাস কম। কাক ভূষণ্ডী প্রথম প্রথম রামচন্দ্রকে অবতার বলে মানে নাই। চন্দ্রলোক, দেবলোক,

---

১৮। (২) জ্ঞাতং রাম তবোদন্তং ভূতঞ্চাগামিকঞ্চ যৎ।
জানামি ত্বাং পরাত্মানং মায়য়া কার্য্যমানুষম্॥
অধ্যাত্ম অযোধ্যা ৬।৩৭

১৯। (১) শুদ্ধজ্ঞানস্য ভক্তেশ্চ প্রচারার্থমবাতরৎ॥
লঘুভাগবতামৃত লীলাবতার ৪

২০। (১) ভক্তিচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ।
অধ্যাত্ম, কিষ্কিন্ধ্যা ৫।২৫

(২) খে বায়ৌ চাগ্নিজলয়োর্মহ্যাং জ্যোতির্দ্দিশাসু চ।
দ্রুমেষু জনবৃন্দেষু তাসাং কৃষ্ণোহি লক্ষ্যতে।
প্রেমলক্ষণসংযুক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণহৃতমানসাঃ॥ গর্গ সং মাধুর্য্য ৪।৭

(৩) কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ॥ ভাঃ ১০।৩০।১৯

কৈলাস ভ্রমণ করে এসে শেষে যখন দেখলে রামের হাত থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই তখন তাঁর শরণাগত হয়ে ধরা দিলে। রাম তাকে ধরে গিলে ফেল্লেন। তখন ভূষণ্ডী দেখলে তার গাছে বসে রয়েছে। তার অহঙ্কার চূর্ণ হল। আর জানতে পারলে রামচন্দ্র দেখতে মানুষের মত হলেও তাঁর উদরের ভেতর চন্দ্র, আকাশ, সূর্য্য, নক্ষত্র, জীব, জন্তু, পাহাড়, গাছ ব্রহ্মাণ্ড আছে (১)।

২২। তিনিই স্বরাট, তিনিই বিরাট (১)। তিনি মানুষ হতে পারেন না, এ কথা আমরা জোর করে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বলতে পারি না। ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন,—প্রেম, ভক্তি

---

২১। (১) চৈতন্য আনন্দপূর্ণ প্রভু ভগবান্।
করিছেন কি এ লীলা নাহি হয় জ্ঞান॥
মৃদু হাসিলেন রাম হেরিয়া আমারে।
হাসিতে পশিনু তাঁর মুখের মাঝারে॥
উদর মধ্যেতে তাঁর শুন পক্ষিবর।
দেখিলাম কত শত ব্রহ্মাণ্ডনিকর॥
অগণিত তারাগণ রবি শশধর।
অসংখ্য অসংখ্য গিরি বিশ্বসুবিস্তর॥
নদী সরোবর বন সাগর অপার।
নানাবিধ দেখিলাম সৃষ্টির বিস্তার॥

তুলসী রামায়ণ, উত্তরঃ, পদ্যানুবাদ

২২। (১) আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যঃ কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু
চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥ ভাঃ ২।৬।৪১

শিখাবার জন্য। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেমভক্তি আস্বাদন করা যায় (২)।

২৩। অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব মানুষে খুঁজবে। যে মানুষে দেখবে উর্জ্জিতা ভক্তি—ঈশ্বরের জন্য পাগল—নিশ্চিত জেনো সেই মানুষে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি ত আছেনই; তবে তাঁর শক্তি কোথাও কম, কোথাও বেশী প্রকাশ। কখন কখনও বা সেই শক্তি পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ। অবতার, সিদ্ধপুরুষ এবং জীবে শক্তি লইয়াই প্রভেদ (১)।

২৪। যদি বল যাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক এই সব জীবের ধর্ম্ম অনেক আছে তাঁকে কেমন করে অবতার বলব? দেখ, "পঞ্চ ভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র, তিনি সীতার শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন (১)। হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্য

---

২২। (২) অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥
ভাঃ ১০।৩৩।৩৬

২৩। (১) শক্তিরৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপা তেজোমুখা গুণাঃ।
শক্তের্ব্যক্তি স্তথাঽব্যক্তি স্তারতমস্য লক্ষণম্ ॥
লঘুভাগবতামৃত-কৃষ্ণ ৪৭

২৪। (১) রামায়ণাভিধাং রামো ভূত্বা মানুষচেষ্টকঃ।
ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থসিদ্ধয়ে ॥
তত্তৎ কালোচিতং গৃহ্নন্ মোহয়ত্যবশঃ প্রজাঃ।
অনুরক্ত ইবাশেষগুণেষু গুণবর্জ্জিতঃ ॥
অধ্যাত্ম, কিষ্কিন্ধ্যা ৫।২১-২২

বরাহ অবতার হলেন। কিন্তু নারায়ণ হিরণ্যাক্ষ বধ করেও কতকগুলি ছানা পোনা নিয়ে আনন্দে বরাহ হয়ে রইলেন। স্বধামে আর যেতে চান না। তখন দেবতারা পরামর্শ করে শিবকে পাঠিয়ে দিলেন। শিব গিয়ে তাঁকে অনেক বুঝাতে লাগলেন, কিন্তু তিনি ছানা পোনাদের মাই দিতে লাগলেন। তখন শিব ত্রিশূল দিয়ে বরাহের দেহ ভেঙ্গে দিলেন (২)। তখন ঠাকুর হাসতে হাসতে স্বধামে চলে গেলেন।

২৫। অবতারকে চিনতে গেলে সাধন করতে হয়। বড় মাছ ধরতে হলে চার ফেলতে হয়। দুধ থেকে মাখন তুলতে হলে মন্থন করতে হয় (১)। সরিষা থেকে তেল বার করতে হলে সরিষা পিষতে হয়। মেতীতে হাত রাঙ্গা করতে হলে মেতী বাটতে হয়।

---

২৪। (২) স তৈঃ পুত্রৈঃ পরিবৃতো বরাহো ভার্য্যয়া সহ।
রমমাণ স্তদাকায়ত্যাগং নৈবাগণদ্দ্বিজাঃ॥
শঙ্করঃ প্রাহ সর্ব্বেশং বারাহং কল্পিতং বিভো॥
ত্বত্তে পূর্ণং কৃতং পৃথ্বী যথাবৎ স্থাপিতা ত্বয়া।
তস্মাত্ত্বং ত্যজ বারাহং শরীরং জগতাং পতে॥

কালিকা পুঃ ২৯।৩১-৯-১৩

২৫। (১) নবনীতং যথা দধ্নো জ্যোতিঃ কাষ্ঠাদপি ক্বচিৎ।
মন্থনৈঃ সাধনৈরেবং পরং জ্ঞাত্বা সুখী ভবেৎ॥

গরুড় পুঃ উঃ ৭।৯৫

# শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য

১। যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে পণ্ডিতই নয়। শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে। পণ্ডিতের যদি দেখি, বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তাকে খড় কুটো মনে হয়। হাজার লেখাপড়া শেখ ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে সব মিছে (১)। যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সে-ই বিদ্যা ; আর সব মিছে ।

২। শুধু নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে ? ভবনদী পার হতে জানাই দরকার। লক্ষ্য ভেদের সময় অর্জ্জুনকে দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি রাজাদের, কি আমাকে, কি গাছ, কি গাছের উপরের পাখী, এ সব কিছু দেখতে পাচ্ছ কি ?" অর্জ্জুন বল্লেন, "শুধু পাখীর চোখ দেখতে পাচ্ছি (১) ।" যে শুধু পাখীর চোখ দেখতে পায় সেই লক্ষ্য বিঁধতে পারে।

৩। শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? পণ্ডিতের বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—অনেক শাস্ত্র, অনেক শ্লোক জানা থাকতে পারে ; কামিনী কাঞ্চনে থাকলে

---

১। (১) বাগ্ বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ ভুক্তয়ে নতু মুক্তয়ে ॥ বিঃ চূঃ ৬৫

২। (১) পশ্যাম্যেকং ভাসমিতি দ্রোণং পার্থোঽভ্যভাষত।
ন তু বৃক্ষং ভবন্তং বা পশ্যামীতি চ ভারত।
শিরঃ পশ্যামি ভাসস্য ন গাত্রমিতি সোঽব্রবীৎ ॥
মহাঃ আদিঃ ১৩৩.৪-৬

শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়। (১) পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।

৪। পণ্ডিতের যদি বিবেক বৈরাগ্য থাকে, তবে তার কথা শুনতে পারা যায়। যারা সংসারকে সার করেছে, তাদের কথা নিয়ে কি হবে? (১) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিয়ে বেশী মাখামাখি কোরো না। ওদের চিন্তা দু'পয়সা পাবার জন্য। আমি দেখেছি ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ণ করতে এসেছে, চণ্ডীপাঠ কি আর কিছু পাঠ করছে। তা দেখেছি অর্দ্ধেক পাতা উল্টে যাবে। শাস্ত্র, বই শুধু এ সবে কিছু হবে না (২)।

৫। বইপড়ে কতকগুলো তর্কযুক্তি করতে পারলে কিছু হবে না। 'শীর্ণা গোকুল মণ্ডলী!' এই সব শ্লোক পণ্ডিতেরা কত বলে। তপস্যা চাই, তবে বস্তু লাভ হবে! 'সিদ্ধি' 'সিদ্ধি' মুখে বলিলেও হবে না, কুলকুচো করিলেও কিছু হবে না। নেশা করতে হলে সিদ্ধি খেতে

---

৩। (১) ষড়্দর্শনমহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে।
পরমার্থং ন জানন্তি পশুপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ॥ কুলার্ণব ১।
সাংসারিক-সুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনম্।
কর্ম্ম-ব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥ বিঃ চূঃ

৪। (১) বেদাগম-পুরাণজ্ঞঃ পরমার্থং ন বেত্তি যঃ।
বিড়ম্বকস্য তস্যাপি তৎসর্ব্বং কাকভাষিতম্॥ কুলার্ণব ১

(২) অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়মজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ।
বাহ্যশব্দৈঃ কুতো মুক্তি রুক্তিমাত্রফলৈ র্নৃণাম্॥ বিঃ চূঃ ৬৫

হয়। এ সব কথা ধারণা করতে হবে (১)। এ সব কথা ধারণা করতে হলে, ব্যাকুল হয়ে নির্জ্জনে, গোপনে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে। ঈশ্বর দর্শনের কথা লোককে বোঝান যায় না।

৬। এক বাগানে দুজন লোক বেড়াতে গিয়েছিল। তার মধ্যে যার বিষয়বুদ্ধি বেশী, সে বাগানে ঢুকেই কটা আমগাছ, কোন্ গাছে কটা আম হয়েছে, বাগানটীর কত দাম হতে পারে ইত্যাদি নানারকম বিচার করতে লাগল। আর একজন বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে গাছতলায় বসে একটী করে আম পাড়তে লাগল আর খেতে লাগল। বল দেখি, কে বুদ্ধিমান্? আম খাও, পেট ভরবে, কেবল পাতা গুণে অত হিসাব কিতাব করে লাভ কি? তাঁতে ভক্তিপ্রেম হবার জন্যই মানুষজন্ম। তুমি আম খেয়ে চলে যাও। যারা জ্ঞানাভিমানী তারাই শাস্ত্র মীমাংসা তর্কযুক্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকে (১)।

৭। বেশী শাস্ত্র পড়াতে আরও হানি হয়। শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তারপর আর গ্রন্থের কি দরকার। সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয়—ঈশ্বর লাভের জন্য (১)। বই, শাস্ত্র—এসব কেবল

---

৫। (১) ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।
বিনা পরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥ বিঃ চূঃ ৬৪

৬। (১) মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈবহি।
সারন্তু যোগিভিঃ পীতং তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥
জ্ঞানসঙ্কলিনী ৫১

৭। (১) ন বেদাঃ কারণং মুক্তের্দর্শনানি ন কারণম্।
তথৈব সর্ব্বশাস্ত্রাণি জ্ঞানমেব হি কারণম্॥ কুলার্ণব ১

তাঁর কাছে যাবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে নেবার পর আর ওসবের দরকার হয় না। তখন নিজে কাজ করতে হয়। বসে বসে কেবল শাস্ত্রের কথা নিয়ে বিচার করলে হবে না। ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হবে।

৮। শাস্ত্র কত পড়বে? আগে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কিছু কর্ম্ম কর, তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। গুরু না থাকেন তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দিবেন। বই পড়ে কি জানবে (১)?

৯। শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে? বিবেক বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়লে দাম্ভিকতা, অহঙ্কার বেড়ে যায় মাত্র। গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি—গাঁট। শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশিয়ে আছে। তার মধ্যে থেকে চিনিটুকু বেছে লওয়া বড় কঠিন। পিঁপড়ের মত বালি ত্যাগ করে চিনিটুকু নিতে হয় (১)। যে চিনিটুকু নিতে পারে, সেই চতুর। তাই শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধুমুখে, গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার?

১০। যে কোন রকমে হউক তাঁকে লাভ হলেই হলো। সংস্কৃত নাই জানলাম। পণ্ডিত, মূর্খ, সকল ছেলের উপরই তাঁর সমান কৃপা। ব্যাকুলতা এলেই হলো। বাপের পাঁচ ছেলে থাকে; কেউ 'বাবা' বলতে পারে, কেউ 'বা' বলে ডাকে, কেউ বা 'পা' বলে ডাকে,

---

৮। (১) শাস্ত্রজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।
অতঃ প্রযত্নাজ্ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাৎ তত্ত্বমাত্মনঃ॥ বিঃ চূঃ ৬২

৯। (১) অভ্যস্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি তত্ত্বং জ্ঞাত্বা'হ বুদ্ধিমান্।
পলালমিব ধান্যার্থী সর্ব্বশস্ত্রং পরিত্যজেৎ॥ কুলার্ণব ১ উঃ

সবটা উচ্চারণ করতে পারে না। যে 'বাবা' বলে ডাকে তার উপর কি যারা 'বা' বা 'পা' বলে ডাকে তাদের চেয়ে বেশী ভালবাসা হবে? বাবা জানছে এরা কচি ছেলে, ঠিক উচ্চারণ করিতে পারছে না (১)। বাপের ছোট বড় সকলের উপর সমান স্নেহ।

১১। দর্শন করলে একরকম, শাস্ত্র পড়ে আর একরকম। শাস্ত্রে কেবল আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন আবশ্যক নাই (১)। তার চেয়ে নির্জ্জনে তাঁকে ডাকা ভাল। অনেকে মনে করে বই না পড়লে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল।

১২। নানা বিষয় জানবার দরকার নাই (১)। যিনি আচার্য্য তাঁরই নানা শাস্ত্র জানা দরকার (২)। আপনাকে বধ করবার জন্য একটি ছুঁচ বা নরুণ হলেই হয়; কিন্তু অপরকে বধ করতে হলে ঢাল তরোয়াল চাই। তেমনি লোক শিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়তে হয়, অনেক তর্ক যুক্তি করে বোঝাতে হয়, কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ কেবল একটি কথায় বিশ্বাস করলেই হয়।

---

১০। (১) যস্মৈ দত্তঞ্চ যজ্জ্ঞানং জ্ঞানদাতা হরিঃ স্বয়ম্।
জ্ঞানেন সহ স স্তৌতি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥
নাঃ পঃ রাঃ ১।১২।৪০

১১। (১) দেবি! প্রজ্ঞাবতঃ শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্।
প্রত্যক্ষগ্রহণং নাস্তি বার্ত্তয়া গ্রহণং কুতঃ॥ কুলার্ণব ১ উঃ

১২। (১) যথামৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্।
তত্ত্বজ্ঞস্য তথা দেবি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্॥ কুলার্ণব ১ উঃ

(২) উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥ মনু ২।১৪০

১৩। শাস্ত্রের অর্থ দুই রকম—শব্দার্থ ও মর্ম্মার্থ। মর্ম্মার্থ, অর্থাৎ যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মেলে। চিঠির কথা, আর চিঠি যে লিখেছে তার মুখের কথা,—অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা, আর তাঁর বাণী মুখের কথা (১)। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে শাস্ত্রের কথা লই না। আমি বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কি আছে জানবার জন্য হত্যে দিয়ে মাকে বলেছিলাম, "আমি মুখ্যু, তুমি আমায় জানিয়ে দাও ঐ সব শাস্ত্রে কি আছে (২)।"

১৪। যদি হৃদয় মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান লাভ করতে চাও, তা'হলে শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁক ফুঁকলে হবে না—আগে চিত্তশুদ্ধি। মন শুদ্ধ না হলে ভগবান আসবেন না (১)। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যাবে না। এগার জন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর মন (২)।

১৫। শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নাই। বেশী পড়লে তর্ক বিচার এসে পড়ে। তাঁকে পাবার উপায়, তাঁকে জানবার জন্যই বই পড়া।

---

১৩। (১) শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্ ॥ কুলার্ণব ১ উঃ

(২) প্রত্যক্ষগ্রহণং নাস্তি বার্ত্তয়া গ্রহণং প্রিয়ে।
এবং যে শাস্ত্রসংমূঢ়াস্তে দূরস্থা ন সংশয়ঃ ॥ কুলার্ণব ১ উঃ

১৪। (১) তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
দৈবরেব যত্নঃ কর্ত্তব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ ॥ বিঃ চূ ৬৮

(২) শ্রোত্রং ত্বগ্ দর্শনং ঘ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ।
বাক্ পাণ্যুপস্থ পায্বঙ্ঘ্রিঃ কর্ম্ম্যাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ ॥
ভাঃ ১১।২২।১৫

একটি সাধুর পুঁথিতে কি লেখা আছে একজন জিজ্ঞাসা করলে। সাধু দেখালে পাতায় পাতায় 'ওঁ রাম' লেখা রয়েছে—আর কিছুই নাই। চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে ভ্রমণের সময় দেখলেন একজন গীতা পাঠ করছে, আর একজন একটু দূরে বসে কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এসব বুঝতে পারছ?" সে বল্লে, "ঠাকুর আমি শ্লোক এ সব বুঝতে পারছি না, আমি অর্জ্জুনের রথ দেখতে পাচ্ছি আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জ্জুন কথা কচ্ছেন। তাই আমি কাঁদছি (১)।" তাঁকে পাণ্ডিত্যের দ্বারা বিচার করে জানা যায় না।

---

১৫। (১) মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হইয়া রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনে কহিতেছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ॥ চৈঃ চঃ মঃ ৯।

---

# সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়

১। তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। আমায় সব ধর্ম্ম একবার করে নিতে হয়েছিল,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান; আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে (১)। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছে সকলে আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। কিন্তু একটা জোর করে ধর্ত্তে হয়। এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হবে না (২)।

২। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। যত মত তত পথ। সকল ধর্ম্মই সত্য। ধর্ম্ম কিছু ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। যেমন এই কালীবাড়ীতে আসতে হলে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে আসে। ভিন্ন নদী সব নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক (১)।

৩। তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম্ম নানা মত হয়েছে। যার যা পেটে সয় তাকে সেইটি দিয়েছেন। কোন ছেলের জন্য লুচি,

---

১। (১) তত্তৎ শ্রীভগবত্যেব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে ॥
লঘু ভাগবতামৃত কৃষ্ণ ২০০

(২) পন্থানো বহবঃ প্রোক্তা মন্ত্রশাস্ত্রংমনীষিভিঃ।
স্বগুরোর্মতমাশ্রিত্য শুভং কার্য্যং ন চান্যথা ॥
হরতত্ত্বদীতিঃ ১৬

২। (১) রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ মহিম্নস্তোত্র ৭

কারও জন্য খই বাতাসা ব্যবস্থা করে থাকেন। যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে (১)। বারোয়ারিতে নানারকম মূর্ত্তি তৈয়ার করে—রাধাকৃষ্ণ, হরপার্ব্বতী, সীতারাম, আবার বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে, তাও করে। আর নানা মতের লোক গিয়ে প্রত্যেক মূর্ত্তির কাছে ভিড় করে। যারা বৈষ্ণব তারা রাধাকৃষ্ণের কাছে; যারা শাক্ত তারা হরপার্ব্বতীর কাছে, যারা রামভক্ত তারা সীতারামের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে।

৪। বাড়ীর মধ্যে একজন রয়েছেন,—বাইরে থেকে তাঁকে কেউ খুড়োমশাই, কেউ মামাবাবু, কেউ মেশোমশাই বলে ডাকছে। কিন্তু তিনি ভেতর থেকে বুঝতে পারছেন যে, সকলে তাঁকেই ডাকছে। ভগবানও সেইরূপ। যে তাঁকে যা ইচ্ছা বলে ডাকুক না কেন, তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে। ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে (১)।

৫। আন্তরিক হলে সব ধর্ম্মের ভেতর দিয়াই তাঁকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব, শাক্ত, বেদান্তবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানী, শৈব, মুসলমান, খৃষ্টান

---

৩। (১) ধ্যায়ন্তি তং বৈষ্ণবাশ্চ কৃষ্ণং শ্যামলসুন্দরম্।
কেচিচ্চতুর্ভুজং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরম্॥
ত্রিশূলধারিণং কেচিৎ পঞ্চবক্ত্রং দিগম্বরম্।
নানারূপঞ্চ পশ্যন্তি ধ্যানানুসারতশ্চ মাম্॥
একোহহং পঞ্চধা জাতঃ ক্রীড়ার্থং নামভিঃ কিল॥
হরতত্ত্বদীধিতিঃ ১৬

৪। (১) নামভেদাদ্ ভবেত্তিন্না ন ভিন্না পরমার্থতঃ।
সর্ব্বা সর্ব্বগতা দেবী সর্ব্বদেবনমস্কৃতা॥ হরতত্ত্বদীধিতিঃ ১৬

এরা সকলেই আন্তরিক হলে পাবে (১)। এ বুদ্ধি নাই যে যাঁকে শিব বলছো, তাঁকেই কৃষ্ণ, তাঁকেই আদ্যাশক্তি, তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে, তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম।

৬। এক পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে। হিন্দুরা কলসী করে এক ঘাটে জল নিচ্ছে,—বলছে 'জল'। মুসলমানরা আর এক ঘাটে চামড়ার ডোলে করে জল নিচ্ছে,—বলছে, 'পানি'। খৃষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে,—বলছে 'ওয়াটার।' যদি কেউ বলে এটা জল নয়, 'ওয়াটার' ; কি ওয়াটার নয়, 'পানি' ; কি পানি নয়, 'জল' ; তাহলে হাসির কথা হয়ে পড়ে (১)। ধর্ম্ম নিয়ে দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া, লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি,—এসব ভাল নয়।

৭। তিনি যে অন্তর্য্যামী,—অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান। কথাটা এই, কোন রকমে তাঁর উপরে যাতে ভক্তি হয়,—ভালবাসা হয়, নানা খবরে কাজ কি? একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয় তা হলেই হলো। তার পর

৫। (১) হরেরনুব্রতা যত্র শ্যামারুণহরিৎসিতাঃ।
তত্তৎবর্ণমুপাস্যেশং তৎসারূপ্যমুপাগতাঃ ॥ লঘু ভাঃ কৃষ্ণ ২৩৫

৬। (১) ইদং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথোদিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥

ঋগ্বেদ ১।২২।১৬৪।৪৬

তত্র হেতে সর্ব্বম্ একং ভবন্তি ॥ বৃঃ আঃ উঃ ১।৪।৭

যদি দরকার হয় তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন—সব পথের খবর বলে দেবেন (১)। নানা বিচারের দরকার নাই।

৮। বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে মুসলমান সান্‌কি করে ভাত নিয়ে এল। সানকি থেকে মুসলমানদের খাইয়ে আমাকে দুটী দিয়ে গেল। মা দেখালেন, সবই এক!—সচ্চিদানন্দই নানা রূপ ধরে রয়েছেন (১)। তিনিই জীব, জগৎ, অন্ন সবই হয়েছেন।

৯। এক ঘেয়ে হোস্‌নে, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব নয়। আমি এক ঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখন ঝোলে, কখন ঝালে, কখন অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখন ধ্যান, কখন বা তাঁর নাম গুণগান করি, কখন বা তাঁর নাম করে নাচি (১)।

১০। হনুমান বল্লেন, 'সত্য বটে, এক পরমাত্মাই উভয় রূপ ধারণ করেছেন এবং সেই জন্যই শ্রীনাথ ও জানকীনাথে কোন ভেদ নাই, কিন্তু তবুও আমার প্রাণ সর্ব্বদা জানকীনাথেরই দর্শন চায় —কারণ তিনিই আমার সর্ব্বস্ব (১)। ঐ মূর্ত্তির ভেতর দিয়েই আমি ভগবানের প্রকাশ দেখে কৃতার্থ হয়েছি।'

---

৭। (১) যে যথা মাং ভজন্ত্যেব তেন মার্গেণ সদ্গতিম্।
দাস্যামি শৃণু চার্ব্বঙ্গি সদা ত্বং ভক্তবৎসলে॥ কুলার্ণব ১ উঃ

৮। (১) এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দু রুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ॥ ভাঃ ১১।১৮।৩২

৯। (১) গময়েদ্দেবতাপূজাজপযজ্ঞস্তবাদিনা॥ যোগিনীতন্ত্র ১৩ পঃ

১০। (১) শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥ লীলাপ্রসঙ্গগুরু ৪র্থ

১১। যে কোন একটা ভাব, ঠিক ঠিক ধরলে তা থেকেই ভাবময় ভগবানকে পাওয়া যায়। যে যার ভাব ধরে তাঁকে ডেকে যা। আর, কারো ভাবের নিন্দা করিসনে, (১) বা অপরের ভাবটা নিজের বলে ধরে নিতে যাসনে।

১২। ওকি হীনবুদ্ধি তোর? জানবি যে, তোর ইষ্টই কালী, কৃষ্ণ, গৌর সব হয়েছেন। তা বলে কি নিজের ইষ্ট ছেড়ে তোকে গৌর ভজতে বলছি, তা নয়। তবে দ্বেষ বুদ্ধিটা ত্যাগ করবি। তোর ইষ্টই কৃষ্ণ হয়েছেন, গৌর হয়েছেন—এই জ্ঞানটা ভিতরে ঠিক রাখবি (১)।

১৩। আমি দেখি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখি না (১)।

---

১১। (১) ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ গীতা ৩।২৬

১২। (১) যথা শিবস্তথাদুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সা।
অত্র যঃ কুরুতে ভেদং সনরো মূঢ়দুর্ম্মতিঃ॥ মুণ্ডমালা ২ পঃ

১৩। (১) এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥ পঞ্চদশী ১৫।৮

# বিবিধ

১। হাজার দোষ থাকুক, বংশে যদি মহাপুরুষ জন্মে থাকেন তিনিই টেনে নেবেন (১)। যখন গন্ধর্ব্ব কৌরবদের বন্দী করলে তখন যুধিষ্ঠির তাদের মুক্ত করলেন। যে দুর্য্যোধন এত শত্রুতা করেছে, যার জন্য যুধিষ্ঠিরের বনবাস হয়েছে তাকেই গিয়ে মুক্ত করলেন। বল্লেন, 'আত্মীয়দের ওরূপ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক (২)।'

২। দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধাগোবিন্দজীর মুর্ত্তি ভেঙ্গে গেলে পণ্ডিতগণ ভাঙ্গা মূর্ত্তিটি গঙ্গার জলে ফেলে দিবার বিধান দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করলে, তিনি ভাবমুখে বলেছিলেন,—"রাণীর জামাইদের যদি কেউ পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসান হতো, না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হতো? এখানেও সেই রকম করা হোক। মুর্ত্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে, তেমনি পূজা করা হোক। ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্য (১)?"

---

১। (১) যস্মিন্ কুলে কৃষ্ণভক্তো জায়তে ব্রহ্মলক্ষণঃ।
তৎকুলং বিমলং বিদ্ধি মলীমসমপি স্বতঃ॥ গর্গসং বিজ্ঞান ৪.৫

(২) অজাতশত্রুস্তচ্ছ্রুত্বা গন্ধর্ব্বস্য বচস্তদা।
মোক্ষয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ গন্ধর্ব্বান্ প্রশশংস চ॥
মহাঃ বনং ২৬২।২৪

২। (১) ইষ্টা তু যস্য যা মূর্ত্তিঃ স তাং যত্নেন পূজয়েৎ।
পূজিতে ফলমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ॥ হরিভঃ বিঃ ৫।১৮৬

৩। জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে (১)।

৪। নেশা কোরে ধ্যান করা, সংসারী হয়ে জগৎ মিথ্যা বলা আর যোগী হয়ে স্ত্রীসঙ্গ করা,—এ তিনই আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র (১)।

৫। মথুর বলেছিল 'ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নাই।' আমি বল্লুম 'ও কি কথা তোমার ? যার আইন, ইচ্ছে করলে, সে তখনি তা রদ করতে পারে, বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে (১)।

৬। যারা অতি নীচুঘর তারাই ঈশ্বরকে ডাকে রোগ ভালর জন্য (১)। অনেকদিন হল যখন পেটের অসুখে ভুগছি, হৃদে বল্লে, মাকে একবার বল না,—যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্য বলতে লজ্জা হল।

---

৩। (১) বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্‌ ॥
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ভাঃ ১।২।১১

৪। (১) আমল করকে করে ধ্যান,
গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান।
যোগী হোকে কুটে ভগ
তুলসী কহে এ তিনো ঠক্‌ ॥ তুলসীদাস

৫। (১) অকর্তুং কর্তুমপিবান্যথাকর্তুং পীশ্বরাঃ ॥
কেদারমাহাত্ম্য ১৭।১৬৩

৬। (১) উপসর্গেষু সংযুক্তা আবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনঃ ॥ বায়ু পুঃ ১২।১৬

৭। 'আমাদের' কথাটীই ভাল, 'আমার' বলা ভাল নয় (১)। যারা হীনবুদ্ধি অহঙ্কেরে লোক, তারাই বলে, 'আমি নিজে এসেছি।'

৮। মানুষের আশীর্ব্বাদ করতে নাই কেন? সব তাঁর ইচ্ছা। তাঁর 'হাঁ'তে জগতের সব হচ্ছে; আর 'না'তে হওয়া বন্ধ হচ্ছে (১)। মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না, তাঁরই ইচ্ছায় হয়—যায়।

৯। উপদেশ যদি দিতে হয় ত পাত্র দেখে দিতে হয় (১)। আমার কাছে কোন ছোকরা এলে আগে জিজ্ঞাসা করি, 'তোর কে আছে?' মনে কর, বাপ নাই, বাপের হয় ত ঋণ আছে, সে কেমন করে ঈশ্বরে মন দিবে?

১০। কলিযুগে অন্যপ্রকার দৈববাণী হয় না। তবে আছে, বালক কি পাগল, এদের মুখ দিয়ে তিনি কথা কন (১)।

---

৭। (১) মমেতি মূলং দুঃখস্য ন মমেতি নিবর্ত্ততে।
অহমিত্যঙ্কুরোৎপন্নো মমেতি স্কন্ধবান্ মহান্॥ গঃ পুঃ পূঃ ২৩০।২

৮। (১) অহং প্রাণঃ শরীরস্থো ভূতগ্রামচতুষ্টয়ে।
ধর্ম্মাধর্ম্মে মতিং দদ্যাৎ সুখদুঃখে কৃতাকৃতে॥
অহমেব তথা জীবান্ প্রেরয়ামি চ কর্ম্মসু।
জন্তোর্বুদ্ধিং সমাস্থায় পূর্ব্বকর্ম্মাধিবাসিতাম্ ॥গঃ পুঃ উঃ ৩০।৩২-৩

৯। (১) বিদ্বান্ স তস্মা উপসত্তিমীয়ুষে,
মুমুক্ষবে সাধু যথোক্তকারিণে।
প্রশান্তচিত্তায় সমন্বিতায়
তত্ত্বোপদেশং কৃপয়ৈব কুর্য্যাৎ॥ বি, চু, ৪৪

১০। (১) উন্মত্তানাঞ্চ যা গাথা শিশূনাং ভাষিতঞ্চ যৎ।
স্ত্রিয়ো যচ্চ প্রভাষন্তে তস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥ মলমাসতত্ত্ব

১১। ঈশ্বরকে তুষ্ট করলে সকলেই তুষ্ট হবে। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্—ঠাকুর যখন দ্রৌপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে বল্লেন, আমি তৃপ্ত হয়েছি, তখন জগৎশুদ্ধ জীব তৃপ্ত—হেউ ঢেউ হয়েছিল (১)। কই মুনিরা খেলে কি জগৎ তুষ্ট হয়েছিল?

১২। ঈশ্বরের এমনও আছে যে, ঠিক লোকের কখনও কোথাও তিনি অপমান করেন না। সকলের কাছেই জয় (১)।

১৩। ধর্ম্মের নাম করে মদ্যপান করা ভাল নয়; আমি দেখেছি যেখানে ওরূপ করেছে, সেখানে ভাল হয় নাই (১)।

১৪। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—ভগবানের হাত (১)।

---

১১। (১) ইতি নির্ব্বন্ধতঃ স্থালী মানায্য স যদূদ্বহঃ।
স্থাল্যাস্তু কণ্ঠসংলগ্নং শাকান্নং বীক্ষ্য কেশবঃ।
উপযুজ্যাব্রবীদেনামনেন হরিরীশ্বরঃ।
বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেবস্তুষ্টশ্চাস্ত্বিতি যজ্ঞভুক্॥
মহাঃ বনঃ ২৬২।২৪-২৫

১২। (১) যস্যৈব ভগবাংস্তুষ্টস্তস্য ন্যূনং কথং ভবেৎ।
ধন্যাশ্চৈব কৃতার্থাশ্চ যেষাঞ্চ ভগবৎকৃপা॥
শিব পুঃ জ্ঞানঃ ৬৩।৭

১৩। (১) স্ত্রীণামপি ন দোষোঽস্তি সম্প্রদায়িষু সঙ্গমাৎ।
মদ্যমাংসাদিকং গ্রাহ্যং সম্প্রদায়াবিরোধতঃ॥
পাপিনাং শিষ্যতাং প্রাপ্য প্রাপ্তোঽহং ত্বাদৃশীং দশাম্।
তেষাং গতির্ব্বা কা জাতা জানাতি ন শিবোঽপি তাম্॥
কেদারমাহাত্ম্য ৬।১৪১।১৪৮

১৪। (১) দৈবাধীনমিদং সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।
তস্মাজ্জন্ম চ মৃত্যুঞ্চ দৈবং জানাতি নাপরঃ॥ বৃঃ নাঃ পুঃ ৩৫।৪৭

১৫। "মাগনেসে ছোটা হো যাতা (১)।" যার বাড়া নেই,—স্বয়ং ভগবান যখন ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকেও বামনরূপ ধরতে হয়েছিল। তাই অপরের কাছে কোন বিষয় চাইতে হলে ছোট হতে হয়।

১৬। ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জুতা, ছাতা ব্যবহারে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া ও হতশ্রী হয় (১)।

১৭। যারা সৎ তারা উচ্ছিষ্ট কাকেও দেয় না। এমন কি কুকুরকেও দেওয়া যায় না (১)।

---

১৫। (১) পক্বং বা যদিবাপক্বং যাচমানো ব্রজেদধঃ ॥ সন্ন্যাস উঃ ২।৯৪

১৬। (১) নির্দ্দশং মলিনং জীর্ণং ছিন্নং গাত্রাবলিঙ্গিতম্।
পরকীয়ং হ্যাখুদষ্টং সূচীবিদ্ধং তথোষিতম্॥
বর্জ্জয়েৎ স্বোপযোগেন যজ্ঞাদাবুপযোজনে ॥ কালিকা পুঃ ৬৯।২

১৭। (১) নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ব্রজেৎ॥
মনু ২।৫৬

সমাপ্তাঃ

# গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

| | | |
|---|---|---|
| ১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথাসার | ... | ৩৲ |
| ২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা-কল্পতরু | ... | ১॥০ |
| ৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশামৃত | .... | ॥০ |
| ৪। পরমহংসদেবের উক্তি | .... | ॥০ |
| ৫। বিবেকানন্দবাণী | .... | ১।০ |
| ৬। উপাসনা | ... | ।৵০ |

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী
৭৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা